চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 186 Tuesday, 6 June, 2023 ✻ ২৮ বর্ষ, ১৮৬ সংখ্যা ✻ ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০, মঙ্গলবার, ৬ জুন, ২০২৩ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

শ্রমজীবী সহযোগী মঞ্চের আয়োজনে শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নিলেন সমাজ আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর। সোমবার সকালে বেলুড় শ্রমজীবীর ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেন সমাজকর্মী মেধা পাটকর। ...*বিস্তারিত পাতা ৩*

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানার অন্তর্গত নামালবাড় গ্রাম এই গ্রাম থেকেই তিনজন শ্রমিক ভিন রাজ্যে রোজগারের তাগিদে কাজের জন্য করমন্ডল এক্সপ্রেসে করেই যাচ্ছিলেন। শুক্রবার দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেই করমন্ডল এক্সপ্রেস। ...*বিস্তারিত পাতা ৫*

দিল্লির বাতাসে অবস্থিত পিএম বা পার্টিকুলেট ম্যাটার আগের তুলনায় ৩০ শতাংশ কমিয়েছে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার। সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এমনটাই দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ...*বিস্তারিত পাতা ৬*

অনেক আন্দাজ আর অনেক আলোচনা- এসবের ইতি টেনে পিএসজি শনিবারই ঘোষণা করেছে, লিওনেল মেসির সঙ্গে সম্পর্কটা আর এগোচ্ছে না। প্যারিসের ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের সম্পর্কে যতি পড়ে যাচ্ছে এ মাসের শেষেই। ...*বিস্তারিত পাতা ৮*

'জ্ঞানেশ্বরীতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিলাম, কিছুই হয়নি'

করমণ্ডল দুর্ঘটনার তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন মমতার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনায় সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছে রেল বোর্ড। সেই সুপারিশ নিয়েই প্রশ্ন তুললেন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রাক্তন রেলমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি রেলমন্ত্রী থাকাকালীন যেসব দুর্ঘটনা ঘটে, তার তদন্তভার সিবিআই-কে দিয়েও কোনও লাভ হয়নি বলে দাবি করেছেন মমতা। সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি জ্ঞানেশ্বরী ও সাঁইথিয়ার দুর্ঘটনার কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন। এদিন মমতা বলেন, ''আমিও জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার তদন্তভার সিবিআই-কে দিয়েছিলাম। ১২ বছর কেটে গিয়েছে, কিছুই জানা যায়নি। সাঁইথিয়া দুর্ঘটনার তদন্তও সিবিআই-কে করতে দেওয়া হয়েছিল, কোনও লাভ হয়নি।'' তাঁর মতে, সিবিআই অপরাধের তদন্ত করে, আর এটা দুর্ঘটনা। তিনি মনে করেন, রেলওয়ে সেফটি কমিশনেরই প্রথমে বিষয়টি দেখা উচিত। মমতার কথায়, ''এটা সত্যিটা জানার সময়, সত্যিটা ধামাচাপা দেওয়ার সময় নয়।'' দুর্ঘটনার পরের দিন বালেশ্বরে গিয়েও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, কিছু তো একটা হয়েছে। ভাল করে যাতে তদন্ত হয়, সেই আর্জিও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, মমতা রেলমন্ত্রী থাকাকালীন ২০১০ সালে ঘটেছিল জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা। জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছিল ১৪০ জনের, আহত হয়েছিলেন বহু মানুষ। এছাড়া ওই বছরেই সাঁইথিয়ায় ভয়াবহ দুর্ঘটনার মুখে পড়েছিল বনাঞ্চল এক্সপ্রেস। দুটি ক্ষেত্রেই সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছেন মমতা। এদিকে আগামিকাল, মঙ্গলবার ফের ওড়িশা যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ দিন নিজেই এ কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। ওড়িশার কটকের হাসপাতালে এখনও ট্রেন দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত এ রাজ্যে অন্তত ৩০ জন বাসিন্দা চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তাঁদের খোঁজ নিতে এবং আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতেই ওড়িশা যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কটকের পাশাপাশি ভুবনেশ্বরেও যাওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রীর। তাঁর সঙ্গে ওড়িশায় যাচ্ছেন দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং শশী পাঁজা। ওড়িশায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস এবং যশবন্তপুর হমসফর এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনায় হতাহতদের মধ্যে এ রাজ্যের বাসিন্দার সংখ্যাই সবথেকে বেশি। ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের ৯০ জন বাসিন্দার দেহ শনাক্ত করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ৭৬ জনের দেহ ওড়িশা থেকে রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। আজই কলকাতায় এসে পৌঁছয় বেশ কয়েকজন নিহত যাত্রীর দেহ। নিহতদের শেষ শ্রদ্ধা জানাতে নবান্নের কাছে কোনা এক্সপ্রেসওয়ের উপরে টোল প্লাজায় উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। সেখান থেকেই এসএসকেএম হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী। এসএসকেএম হাসপাতালে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত তিন জনের চিকিৎসা চলছে। আগেই রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওড়িশায় ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। এ দিনও মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিহতদের পরিবারের পাশাপাশি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যাঁদের অঙ্গহানি হয়েছে, তাঁদের পরিবারের একজনকেও পুলিশে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে। একইসঙ্গে দুর্ঘটনা গ্রস্থ ট্রেনের এ রাজ্যের অন্যান্য যাত্রীদেরও দশ হাজার টাকা করে এককালীন অর্থ সাহায্য এবং চার মাস ২০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার কথা মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন। চাল, ডাল সহ বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসও তাদের দেওয়া হবে। আগামী বুধবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে বিশেষ অনুষ্ঠান করে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে ক্ষতিপূরণ ও অর্থ সাহায্য তুলে দেওয়া হবে। মুখ্য সচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী ইতিমধ্যেই জেলাশাসকদের সঙ্গে বৈঠক করে বিভিন্ন জেলার দুর্ঘটনাগ্রস্থদের কলকাতায় নিয়ে আসার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়েছেন। আজই মুখ্যমন্ত্রীর উত্তরবঙ্গ সফরে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতদের পরিবারের পাশে দাঁড়াতেই সেই সফর বাতিল করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। গত শুক্রবার ওড়িশায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় ২৭৫ জনের মৃত্যু হয়েছিল। দুর্ঘটনার পরের দিনই বালেশ্বরে দুর্ঘটনাস্থলে এবং হাসপাতালে যান মুখ্যমন্ত্রী। ফের আগামিকাল ওড়িশা যাচ্ছেন তিনি।

> নিহতদের পরিবারের পাশাপাশি দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত যাঁদের অঙ্গহানি হয়েছে, তাঁদের পরিবারের একজনকেও পুলিশে হোমগার্ডের চাকরি দেওয়া হবে।
> বললেন মুখ্যমন্ত্রী

'অমানবিক! ওর মা অসুস্থ, তখনই বলতে পারত তুমি যেও না'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ সোমবার বেলার দিকে দুই সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে দুবাই যাচ্ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা নারুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু কলকাতা বিমানবন্দরে তাঁকে আটকায় অভিবাসন দফতর। রুজিরাকে বিমানে উঠতে বাধা দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। আর এরপরই জানা যায়, আগামী ৮ জুন রুজিরাকে আবার কলকাতায় সিজিও কমপ্লেক্সে ইডির অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছে। রুজিরাকে বিমানবন্দরে আটকানো নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। আর এরই মধ্যে গোটা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বললেন, ''ওর (রুজিরার) মা খুব অসুস্থ। সুপ্রিম কোর্টের অনুমতি দেওয়া ছিল। (বলা হয়েছিল), যদি ও কখনও বাইরে যায়, শুধু ইডিকে একবার জানাতে হবে।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানালেন, ''(সুপ্রিম কোর্টের সেই নির্দেশ অনুযায়ী, বাইরে যাওয়ার বিষয়ে) অনেকদিন আগেই সে ইডিকে জানিয়েছিল। তখনই ইডি বলতে পারত, তুমি যেও না। কিন্তু বিমানবন্দরে গিয়ে হাতে নোটিস ধরানো হচ্ছে। বলা হচ্ছে, ৮ তারিখ তুমি এসো। অমানবিক জিনিস চলছে। এখন মানুষকে সাহায্য করার পরিবর্তে কীভাবে দানব-দৈত্যগিরি করা যায়, সেদিকে এদের চোখ।'' এরপরই বালেশ্বরের ট্রেন দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে মমতা বললেন, ''একদিকে মৃত্যু মিছিল চলছে, কোনও লজ্জা নেই, কোনও সমবেদনা নেই। মৃত্যুর মিছিলের মধ্যে মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে, কীভাবে এটিকে ধামাচাপা দেওয়া যায়, সেই প্রতিযোগিতায় নেমেছে।'' জানা যাচ্ছে, কয়লা পাচার সংক্রান্ত মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ডেকে পাঠানো হয়েছে ইডির অফিসে। প্রসঙ্গত, এটাই অবশ্য প্রথমবার নয়, এর আগেও দিল্লিতে ইডির অফিসে ডেকে পাঠানো হয়েছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রীকে। সেই সময় অভিষেক দিল্লিতে ইডির অফিসে গিয়ে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার অফিসারদের মুখোমুখি হয়েছিলেন। কিন্তু রুজিরা দিল্লিতে যাননি সেই সময়ে। এবার নতুন করে কলকাতায় ইডি অফিসে অভিষেক-পত্নীকে তলব ঘিরে বঙ্গ রাজনীতির অন্দরমহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে।

বাইরনের বিধায়ক পদ বাতিলের দাবিতে হাইকোর্টে দায়ের মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ সদ্য তৃণমূলে যোগ দেওয়া বাইরন বিশ্বাসের বিধায়ক পদ বাতিলের দাবিতে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের হল জনস্বার্থ মামলা। মামলাটি দায়ের করেছেন হাইকোর্টের আইনজীবী সৌম্যশুভ্র রায়। আগামী সপ্তাহে শুনানির সম্ভাবনা। আইনজীবী সৌম্যশুভ্র রায় এর আগে সাগরদিঘির বিধায়কের পদ খারিজ নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও বিধানসভার অধ্যক্ষকে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আইনজীবীর বক্তব্য ছিল, দলবদলের পর বিধায়ক পদও যেন বাতিল করা হয় তাঁর। চিঠির উত্তর না পেলে মামলা করবেন বলেও জানিয়েছিলেন আইনজীবী সৌম্যশুভ্র। সূত্রের খবর, নির্বাচন কমিশন ও অধ্যক্ষের তরফ থেকে সেইমতো উত্তর না মেলায় আদালতের দ্বারস্থ হন সৌম্যশুভ্র। ভারতীয় সংবিধানে দলত্যাগ বিরোধী আইন রয়েছে। রাজীব গান্ধির সময়ে তৈরি হয়েছিল সেই আইন। তবে বাইরন আদৌ এই আইনের আওতায় পড়বেন? যদিও, এর উত্তর দিতে গিয়ে খোদ বিধায়ক বলেছিলেন যে দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকরী হয় না। তাই পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। যদি নিয়ম অনুযায়ী দলত্যাগ বিরোধী আইন কার্যকরী হতো, তাহলে তিনি পদত্যাগ করে পুনরায় নির্বাচনে দাঁড়াতেন। গত ২৯ মে আচমকাই কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। সাগরদিঘির উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী দেবাশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ২২ হাজার ভোটে হারিয়েছিলেন বাম-কংগ্রেসের জোট প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস। তিনি ছিলেন বিধানসভায় কংগ্রেসের একমাত্র মুখ।

বোসের উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ রাজ্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্তবর্তী উপাচার্য নিয়োগ ঘিরে ইতিমধ্যেই অনেক জলঘোলা হয়েছে। রাজ্য-রাজ্যপাল সংঘাতের বাতাবরণ আরও তীব্র হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, রাজভবনের এই সিদ্ধান্ত রাজ্য মানছে না এবং প্রয়োজনীয় আইনি পরামর্শ নেওয়া হচ্ছে। আর এসবের মধ্যেই এবার বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘিরে জট গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে। রাজ্যপালের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে হাইকোর্টে জমা পড়েছে জনস্বার্থ মামলা। সম্প্রতি রাজ্যপাল বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, সেই সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে জনস্বার্থ মামলা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত এক অধ্যাপক। মামলাকারী ওই অধ্যাপকের বক্তব্য, ''রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'' জানা যাচ্ছে, ওই জনস্বার্থ মামলায় পার্টি করা হয়েছে রাজ্য সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আচার্য তথা রাজ্যপালকেও। আগামী সোমবার হাইকোর্টে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে। উল্লেখ্য, রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-সহ রাজ্যের বেশ কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্বর্তী উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করেই রাজ্য-রাজ্যপালের সংঘাতের আবহ আরও চরমে পৌঁছেছে। রাজ্যের তরফে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, এইভাবে উপাচার্য নিয়োগের সিদ্ধান্ত তারা মানছে না। প্রসঙ্গত, রাজ্যপাল তথা আচার্য শুরু থেকেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে পড়ুয়া স্বার্থের ক্ষেত্রে কোনও আপস করা চলবে না। এর

'কোনও ভদ্র বা অভদ্রের গ্রেফতার নিয়ে ভাবিত নই'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের 'কনফডেন্সিয়াল সেকশন' বলে পরিচিত এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ, পর্ষদের বাইরে থাকা কোনও সংস্থাকে 'কনফিডেন্সিয়াল সেকশন' বলে অভিহিত করা যায় না। আইনে পর্ষদের হাতে এই ধরনের কোনও ক্ষমতা দেওয়া আছে কিনা, তাও স্পষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। উল্লেখ্য, এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি ওএমআর শিট মূল্যায়নকারী একটি সংস্থা। ২০২০ সালে প্রাথমিকে নিয়োগ প্রক্রিয়া সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানি ছিল সোমবার। সেই মামলাতেই এই ধরনের মন্তব্য করেছেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়। তাঁর মন্তব্য, পর্ষদের বাইরে থাকা কোনও সংস্থাকে 'কনফিডেন্সিয়াল সেকশন' অর্থাৎ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ গোপনীয় বিষয় হিসাবে গণ্য করা যায় না। আলাদা করে বাইরের কোম্পানিকে দিয়ে তথ্য যাচাই সঠিক নয় বলেই পর্যবেক্ষণ বিচারপতির। এই মামলার শুনানিতেই বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রের গ্রেফতারি প্রসঙ্গও টেনে আনেন। বিচারপতির বক্তব্য, ''কোন ভদ্র না অভদ্র গ্রেফতার হয়েছেন, তা নিয়ে ভাবিত নই। কিন্তু 'কনফিডেন্সিয়াল সেকশন'এর মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পর্ষদের হাতের বাইরে থাকা উচিত নয়।'' প্রসঙ্গত, এর আগে গত মার্চ মাসের ২০১৪ সালের টেট সংক্রান্ত একটি মামলার শুনানিতে বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মানিক ভট্টাচার্যকে ভর্ৎসিত করে 'কনভিডেন্সিয়াল সেকশন' এস বসুরায় অ্যান্ড কোম্পানির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছিলেন। বিচারপতির প্রশ্ন ছিল, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ তাদের কনফিডেন্সিয়াল সেকশন বলে অভিহিত করেছিল, সেই এস বসুরায় অ্যান্ড কোম্পানির সঙ্গে মানিক ভট্টাচার্যের কী সম্পর্ক ছিল? কেন কনফিডেন্সিয়াল বলা হচ্ছে, সে বিষয়েও মানিককে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য সিবিআই-কে নির্দেশ দিয়েছিল।

ভয়াবহ দুর্ঘটনা হতে পারে, ৪ মাস আগেই সাবধান করেন রেলকর্তা!

করমণ্ডল-কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট

বালেশ্বর, ৫ জুনঃ ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার পর উঠছে রেলের গাফিলতির অভিযোগ। বিরাট চাঞ্চল্যকর রিপোর্ট সামনে আসার পরেও রেল আমল দেয়নি বলে অভিযোগ। রেলের সিগন্যালিং ব্যবস্থায় বড়সড় গন্ডগোল রয়েছে। চার মাস আগে বিস্তারিত রিপোর্ট দিয়ে সতর্ক করেছিলেন দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার হরিশঙ্কর বর্মা। ওই জোনের জেনারেল ম্যানেজারকে লেখা চিঠিতে সিগন্যালিং ও পয়েন্টের তালমিলের বড়সড় গলদ রয়েছে। রিপোর্টে বিস্তারিত জানিয়ে একটি দুর্ঘটনার বিষয়েও বিশদে জানিয়েছিলেন তিনি। করমণ্ডল-কাণ্ডের পর তা নিয়ে কোনও সতর্কতাই অবলম্বন করা হয়নি বলে বিরাট অভিযোগ উঠে আসছে। আপ মেন লাইনে যাওয়ার জন্য সিগন্যাল সবুজ হয়ে থাকলেও, পয়েন্ট অর্থাৎ যার মাধ্যমে ট্রেন লাইন-পরিবর্তন করে তার অভিমুখ খোলা ছিল লুপ লাইনের দিকে। করমণ্ডল এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার কারণ হিসেবে প্রাথমিক তদন্তে এই তত্ত্ব উঠে আসতেই তোলপাড় হচ্ছে দেশ। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণ-পশ্চিম রেলের প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশন ম্যানেজার হরিশঙ্কর বর্মা দুর্ঘটনা নিয়ে সাবধান করার পরেও কীভাবে করমণ্ডল এক্সপ্রেসের এমন ঘটনা ঘটল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হরিশঙ্কর বর্মার রিপোর্ট অনুযায়ী, গত ৮ ফেব্রুয়ারি মাইসুরু ডিভিশনে ১২৬৪৯ আপ সম্পর্কক্রান্তি এক্সপ্রেস হোসদুর্গ স্টেশন ছাড়ার পরে আপ লাইনে যাওয়ার সিগন্যাল পান চালক। কিন্তু কিছুটা এগোতেই দেখতে পান, সিগন্যাল আপ লাইনে যাওয়ার জন্য সবুজ থাকলেও, পয়েন্ট ডাউন লাইনের দিকে খুলে রয়েছে। সে দিন সম্পর্কক্রান্তির চালক পয়েন্টের গন্ডগোল দেখেই ট্রেনটি দাঁড় করিয়ে দেন। এ ক্ষেত্রে ট্রেনের গতিবেগ কম থাকা ও চালক সতর্ক থাকার কারণে সম্পর্কক্রান্তির ডাউন লাইনে যাওয়া আটকানো সম্ভব হয়েছিল। ঘটনাচক্রে, ওই লাইনে কয়েক মিনিট পরেই একটি মালগাড়ি আসার কথা ছিল। অর্থাৎ, সে দিন চালক সতর্ক না থাকলে, চার মাস আগেই করমণ্ডল এক্সপ্রেসের মতো ভয়াবহ দুর্ঘটনার সাক্ষী থাকত সারা দেশ। গত শুক্রবার লৌহ আকরিক বোঝাই করা মালগাড়িতে ধাক্কা লেগে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা এড়াতে পারল না করমণ্ডল এক্সপ্রেস। জানা গিয়েছে, লুপ লাইনে ঢোকার সময় করমণ্ডলের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১২৮ কিমি, যা থাকার কথা ১৫-৩০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা।

বিমানবন্দরে আটকানোর পরই রুজিরাকে ৮ জুন তলব করল ইডি!

একদিনে জোড়া ধাক্কার মুখে 'অভিষেক-জায়া'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ কয়লা পাচার মামলায় ফের রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করল ইডি। এদিন সকালে দুবাই যাওয়ার পথে বিমানবন্দরে আটকানো হয় রুজিরাকে। এরপরেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে ডেকে পাঠানোর নোটিশ পাঠায় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। আগামী ৮ জুন বৃহস্পতিবার অভিষেকের স্ত্রীকে তলব করেছে ইডি। কয়লা পাচার মামলাতে তাঁকে সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে সোমবার সকালে দুবাই যেতে 'বাধা' দেওয়া হয় রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে! ছেলে-মেয়ে-সহ হঠাৎ বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয় অভিষেক পত্নীকে। সূত্রের খবর সোমবার অভিষেকের স্ত্রী এবং দুই সন্তান দুবাই যাচ্ছিলেন। সেই সময় হঠাৎ তাদের আটকে দেয় অভিবাসন দফতরের কর্মীরা। তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কার্যত ক্ষুব্ধ এই ঘটনায়। যদিও উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা স্বীকার করছেন না অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে আটকানোর কথা। তবে সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রীকে ও সন্তানকে ইমিগ্রেশন দফতর দমদম এয়ারপোর্টে আটকে দেয় সোমবার সকালে। এমনকি তাঁদের বাইরে যেতেও দেওয়া হয়নি। ঘটনার আকস্মিকতায় অভিষেকের স্ত্রী কান্নাকাটি করছিলেন বলেও সূত্রের খবর। রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায় আজ দুবাই যাওয়ার সময় ইমিগ্রেশন পয়েন্টে তাঁকে আটকানো হয়। যেহেতু তাঁর নামে বিদেশ যেতে মানার নোটিশ আছে তাই তাঁকে ওখান থেকে বের করে দেওয়ার পর, বিমান বন্দর থানা খুব সম্ভবত তাঁকে বিমান বন্দর এলাকা থেকে বের করে দিয়েছে বলেই সূত্রের খবর। এর আগে কয়লা পাচারের একটি মামলায় রুজিরার বিরুদ্ধে লুক আউট নোটিস জারি করা হয়েছিল। রুজিরার বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। তবে সেই মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। অভিষেকের ঘনিষ্ঠ মহল সূত্রের খবর, সেই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট অভিষেক এবং রুজিরাকে রক্ষাকবচ দিয়ে জানিয়েছিল, তাঁদের বিদেশযাত্রার ক্ষেত্রে কোনও বাধা নেই। কিন্তু তারপরও বিমানবন্দরে আটকানো হয়েছে রুজিরাকে। সূত্রের খবর, এক্ষেত্রে মানহানির অভিযোগ তুলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন অভিষেক। যদিও সুপ্রিম কোর্ট রুজিরার বিদেশ যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বিধি-নিষেধ আরোপ করেনি। এরপরও কেন আজ তাঁকে বিদেশে যেতে দেওয়া হল না সেই প্রশ্ন তুললেন তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন। তৃণমূল সাংসদ শান্তনু সেন এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে বলেন, ''সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ছিল যে এই ধরনের কোনও কাজ করা যাবে না। তারপরও আদালতের রায়কে অবমাননা করা হল রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে।'' অন্যদিকে, বিজেপি মুখপাত্র শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ''আমি জানি না কেন আটকানো হল। যদি বৈধ অনুমতির পরও তাঁকে আটকানো হয় তাহলে অন্যায়। এয়ারপোর্ট অথারিটি দেখবে। কিন্তু যাঁরা প্রতিহিংসার তত্ত্ব সামনে আনছেন তাঁদের জন্য বলি যে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ জানেন প্রতিহিংসার অর্থ কী।''

অন্ধকারে আন্দোলন? একগুচ্ছ প্রশ্ন রেখেই সরে দাঁড়ালেন সাক্ষী-বজরংরা!

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ কুস্তিগিরদের আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ালেন সাক্ষী মালিক, বজরং পুনিয়া, বিনেশ ফোগতরা। দিল্লিতে আন্দোলনরত কুস্তিগিরদের মধ্যে অন্যতম নেতৃত্বে ছিলেন এই তিন কুস্তিগির। রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জ জেতেন সাক্ষী। বজরং পুনিয়াও টোকিও অলিম্পিকে পদক জেতেন। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঈর্ষণীয় রেজাল্ট রয়েছে বিনেশ ফোগাতেরও। তিন কুস্তিগিরই সরে দাঁড়ালেন আন্দোলন থেকে। প্রথম দিন থেকেই আন্দোলনের প্রধান মুখ ছিলেন এই তিন কুস্তিগির। আন্দোলন ছেড়ে অফিসের কাজে যোগ দিলেন সাক্ষী, বজরংরা। এক মাসেরও বেশি সময় ধরে দিল্লিতে আন্দোলন চালান কুস্তিগিররা। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতি ব্রিজভূষণ শরণ সিংয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ আনেন কুস্তিগিররা। এমনকি ফেডারেশনের সভাপতিকে অপসারণের দাবিও তোলেন বিনেশ ফোগত, বজরং পুনিয়ারা। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ এনে দিল্লির যন্তর মন্তরে বিক্ষোভের সুর চড়িয়েছিলেন দেশের কুস্তিগিররা। পরিস্থিতি এতটাই ঘোরালো হয় যে কুস্তিগিরদের আন্দোলন সরাতে আসরে নামতে হয় দিল্লি পুলিশকে। আটক করা হয় সাক্ষী, বিনেশদের। আন্দোলনের মাত্রা আরও তীব্র হয়। হরিদ্বারের গঙ্গায় পদক ভাসিয়ে দেওয়ার হুঁশিয়ারি জারি করেন দেশের কুস্তিগিররা। কুস্তি ফেডারেশনের সভাপতির বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগে গ্রেফতার ও অপসারণের দাবিতে আন্দোলনের মাত্রা ক্রমশ বাড়াতে থাকেন সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগতরা। অন্যান্য রাজ্য থেকেও কুস্তিগিরদের এই আন্দোলনকে সমর্থন করা হয়। যার মধ্যে অন্যতম পশ্চিমবঙ্গ। এ রাজ্যের ক্রীড়াবিদদের অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। প্রতিবাদের সুর ক্রমশ গর্জে উঠছিল। এই অবস্থায় আচমকাই আন্দোলন থেকে 'সরে' দাঁড়ালেন সাক্ষী, বিনেশরা। উত্তর ভারত রেলওয়েতে নিজের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিলেন সাক্ষী। বজরং, বিনেশরাও যোগ দেন নিজেদের কর্মক্ষেত্রে। তাহলে কি কুস্তিগিরদের আন্দোলন এখানেই শেষ? গত শনিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর সঙ্গে রাত পর্যন্ত বৈঠক করেন সাক্ষী মালিক, বিনেশ ফোগতরা। যদিও সেই বৈঠক থেকে কোনও আশানুরূপ বার্তা পাননি কুস্তিগিররা। আন্দোলনের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ভেবেই কি মাঝপথে সরে দাঁড়ালেন সাক্ষীরা? যাবতীয় প্রশ্নের অবসান ঘটে সাক্ষীর টুইটে। রিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী কুস্তিগির সাক্ষী টুইটে লেখেন, 'আমাদের আন্দোলন জারি থাকবে। আন্দোলন আমরা ছাড়িনি। বিচারের জন্য আমাদের লড়াই চলতে থাকবে। আমরা কেউ পিছিয়ে আসিনি। আমাদের কেউ সরাতেও পারবে না। রেলওয়েতে নিজের কর্মক্ষেত্রে যোগ দিয়েছি। বিচার না পাওয়া আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব।'

প্রয়াত মহাভারতের 'শকুনি মামা' অভিনেতা গুফি পেন্টাল

মুম্বই, ৫ জুন ঃসোমবার প্রয়াত হলেন অভিনেতা গুফি পেন্টাল। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। অভিনেতার পুত্র হ্যারি পেন্টাল তাঁর প্রয়াণের খবর জানান।বেশ কিছু দিন ধরেই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন অভিনেতা গুফি পেন্টাল। অবস্থা ছিল আশঙ্কাজনক। যাঁকে ' শকুনি মামা' নামেই বেশি চেনেন সকলে। ৩১ মে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। সে ভাবেই কেটেছে মাঝের ক'টা দিন।১৯৪৪ সালের ৪ অক্টোবর শিখ পরিবারে জন্ম। ইঞ্জিরিয়ারিংয়ের ছাত্র ছিলেন গুফি। ১৯৬৯ সালে ছোট ভাইয়ের সঙ্গে মায়ানগরীতে আসেন। প্রথম জীবনে পরিচালক ছিলেন। তার পর আশির দশক থেকে অভিনয় শুরু করেন। বেশ কিছু হিন্দি সিরিয়ালে অভিনয় করেন তিনি। ' মহাভারতে'তাঁর সহ-অভিনেতা পঙ্কজ ধীর ২০১০ সালে মুম্বইয়ে অভিনয় অ্যাক্টিং অ্যাকাডেমি নামে একটি অভিনয় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলেন। বেশ কয়েক বছর সেখানে ফ্যাকালটির দায়িত্বও সামলান। পরিচালক বিআর চোপড়ার মহাভারতে শকুনি মামার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন গুফি। নব্বইয়ের দশকে টেলিভিশনের পর্দায় ' শকুনি মামা'র চরিত্রে অভিনয় করে রাতারাতি জনপ্রিয়তা অর্জন করেন গুফি। তিনি ' রফু চক্কর', 'দেশ-পরদেশ, 'দিললাগির, 'ময়দানএ-জঙ্গ' মতো ছবিতে কাজ করেছেন। যদিও একটা সময়ের পর আর খুব বেশি কাজ করতে দেখা যায়নি অভিনেতাকে।এক বিবৃতিতে অভিনেতার পুত্র বলেন, ' দু ঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার বাবা গুফি পেন্টাল আজ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন। পরিবারের মাঝেই শান্তিপূর্ণ ভাবে মৃত্যু হয় তাঁর।''

বঙ্গোপসাগরে ভূমিকম্প

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল বঙ্গোপসাগর। সোমবার সকালে রিখটার স্কেলে ৩.৯ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে ওড়িশার কাছাকাছি পুরী এবং ভুবনেশ্বর থেকে যথাক্রমে ৪২১ কিলোমিটার ও ৪৩৪ কিলোমিটার দূরে। এখনও পর্যন্ত এই ভূমিকম্পে হতাহতের কোনও খবর পাওয়া যায়নি।ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি (এনএ সসি) জানিয়েছে, সোমবার সকাল ৭টা ৪০ মিনিটে ভূমিকম্পটি আঘাত হানে। এনসিএসর দেওয়া তথ্য অনুসারে, ভূমিকম্পটি মাটির ১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে।ভূমিকম্পটির কেন্দ্রস্থল ছিল মায়ানমারের কাছে বঙ্গোপসাগরের তলদেশে।এর আগে চলতি বছরের ১ জানুয়ারি রিখটার স্কেলে ৪.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্পে এই অঞ্চলে কেঁপে উঠেছিল। ওই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল ভূপৃষ্ঠের ৩৬ কিলোমিটার গভীরে। নতুন বছরের শুরুর দিনে সকাল ১০টা ৫৭ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এছাড়া গত বছরের ৫ ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরে রিখটার স্কেলে ৫.১ মাত্রার আরেকটি ভূমিকম্প হয়। সেদিন সকাল ৮টা ৩২ মিনিটে ওই ভূমিকম্পটি বঙ্গোপসাগরের ১০ কিলোমিটার গভীরে আঘাত হানে।

বিস্ফোরণে আহত ২ সিআরপিএফ জওয়ান

বিজাপুর (ছত্তিশগড়), ৫ জুন ঃ সোমবার সকালে ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় একটি ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস (আইইডি) বিস্ফোরণে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ফোর্সের (সিআরপিএফ) দুই জওয়ান আহত হয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তকমেটা পাহাড়ের কাছে গাঙ্গালুর এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। আহত জওয়ানদের জেলা হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর এয়ারলিফট করে রায়পুরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আধিকারিকদের মতে, সিআরপিএফ দলটি এলাকা আধিপত্যের জন্য পুসনার ক্যাম্প থেকে হিরোলির উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল, সেসময় নকশালদের মাটির নিচে লাগানো আইইডির উপর দিয়ে দৌড়ে যাওয়ার ফলে একটি বিস্ফোরণ ঘটে।প্রসঙ্গত, গতমাসের শুরুতেছত্তিশগড়ের বিজাপুরে নকশালদের সাথে সংঘর্ষে ২০২ ব্যাটালিয়নের কমান্ডো ব্যাটালিয়ন ফর রেজোলিউট অ্যাকশন (কোবরা) বাহিনীর দুই জওয়ান আহত হয়েছিলেন।

পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে সুস্পষ্ট রোডম্যাপ নিয়ে এগিয়ে চলেছে ভারতঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ বর্তমান প্রয়োজনীয়তা ও ভবিষ্য দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবেশ সুরক্ষা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে একটি সুস্পষ্ট রোডম্যাপ নিয়ে ভারত এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব পরিবেশ দিবসে এই বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী

মোদী জানান, ভারত যদি নিজস্ব ৪জি এবং ৫জি টেলিকম নেটওয়ার্ককে প্রসারিত করে থাকে, তবে দেশ সমানভাবে নিজস্ব বনভূমিকেও বাড়িয়েছে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও জানান, এই বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম হল একক-ব্যবহারের প্লাস্টিক থেকে পরিত্রাণ পাওয়া, এমন একটি বিষয় যা নিয়ে বিশ্ব এখন কথা বলছে, কিন্তু ভারত গত চার-পাঁচ বছর ধরে ধারাবাহিকভাবে এটি নিয়ে কাজ করছে। উল্লেখ্য, ৫ জুন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন-এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোই এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য। এ বছর দিনটি পালনের মূল ভাবনা, প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা।

আমরা অসমবাসী বাঙালি, বঙ্গবাসী অসমিয়া, বলেছেন সাধন

শিলচর (অসম), ৫ জুন ঃ ''আমরা অসমবাসী বাঙালি, বঙ্গবাসী অসমিয়া নয়। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার সাম্প্রতিক এক বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেছেন ''আমরা বাঙালি''র অসম রাজ্য কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ।এক প্রেস বিবৃতিতে সাধন পুরকায়স্থ বলেন, ছাত্র যুব ফেডারেশনের অধিবেশনে বাঙালি জাতিসত্তার নতুন যে সংজ্ঞা মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন তাতে মনে হচ্ছে, তিনি গেইট, হার্টনের মতো নৃতত্ত্ববিদের উপরে ওঠে গেছেন। জাতির সংজ্ঞা নৃতত্ত্ববিদরা বিভিন্ন সময় মস্তিষ্কের গঠন ইত্যাদির ওপর ভিত্তি করে অভিমত দিয়েছেন।অসমে নতুন করে বাঙালি জাতিসত্তাকে বিকৃত করার প্রক্রিয়া আমরা বাঙালির অসম রাজ্য কমিটি সমর্থন করতে পারছে না। সাধন বলেন, তিনি যে পদ্ধতিতে বাঙালির সংজ্ঞা নিরূপন করেছেন তা ইতিহাস সমর্থন করে না।রাজনৈতিক কারণে কোনও বিশেষ ভাষাভাষীর প্রাধান্য দেখিয়ে রাজনীতি করা যায় কিন্তু মানুষের মন জয় করা যায় না। যে তথ্য মুখ্যমন্ত্রী খাঁড়া করেছেন সে ক্ষেত্রে অসমিয়া যাঁরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যে বসবাস করেন তাঁরা নিজেদের পরিচয় যেমন বিকৃত করতে পারবেন না, বাঙালিরাও চাপের কাছে নতি স্বীকার করে কেউ কেউ নিজেদের স্বার্থে ধান্দাবাজের আশ্রয় নিতে পারে, কিন্তু আসল সত্য এতে বদলাবে না।সাধন পুরকাযস্থের বক্তব্য, ''অসমিয়া, বড়ো, কারবি, ডিমাসা, রাভা, সবার নিজেদের জাতীয় পরিচয় আছে। অসম যে একটি বহুভাষিক রাজ্য এই সত্যতা অনেকেই মেনে নিতে পারছেন না।একটি ভাষা একটি সংস্কৃতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। অসমিয়া নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতি-সম্পন্ন একটি জাতি। এই জাতীয় পরিচয় তাকে ভারতবর্ষে একটা বিশেষ স্থান করে দিয়েছে। আমরা চাই এই জাতিসত্তার আরও শ্রীবৃদ্ধি হোক। তবে তিনি বাঙালির সঙ্গে যে সম্পর্কের কথা তুলে ধরেছেন তা নিশ্চয়ই এক সমন্বয়ের বার্তা বহন করেছে। আমরা এই অভিব্যক্তির সম্মান করছি। তাঁর এই দৃষ্টিভঙ্গি শুধু রাজনৈতিক বক্তব্য না হয়ে সমস্ত ক্ষেত্রে যাতে প্রতিফলিত হয় সেই আশা সেই কামনা করছি।''পুরকায়স্থের আরও বক্তব্য, ''চাকরির ক্ষেত্রে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমরা বাঙালিরা বৈষম্যের শিকার। পদে পদে অসমের সরকারি ভাষা আইনকে লঙ্ঘন করা হচ্ছে। আমরা আশা করি সরকার আমাদের সাংবিধানিক ও মৌলিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে। সর্বোপরি আমরা অসমবাসী বাঙালি, বঙ্গবাসী অসমীয়া নয়।সুতরাং অসমিয়া বুদ্ধিজীবীদেরও নিজস্ব জাতিসত্তা বিকৃত করার চেষ্টার বিরোধিতা করা উচিত। কেননা, অসমিয়া একটি ভাষা-সংস্কৃতি সম্পন্ন জাতি।'' ''আমরা বাঙালি''র অসম রাজ্য কমিটির সচিব সাধন পুরকায়স্থ বলেন, ''অসমের সরকারি ভাষা অসমিয়া। অসমিয়া ভাষার নিজস্ব অস্তিত্বের কোনও সংকট আছে বলে আমরা মনে করি না। তাই বাঙালিদের যথাযথ সম্মান দিয়ে, বাংলাকে অসমের দ্বিতীয় সরকারি ভাষা হিসাবে মেনে নিলে, অসমিয়া ভাষা সংস্কৃতি আরও সমৃদ্ধ হবে।''

১২ জুন বিরোধী দলের বৈঠক স্থগিত, নীতীশ জানালেন শীঘ্রই নতুন তারিখ জানানো হবে

পাটনা, ৫ জুন ঃ বিরোধীদের বৈঠক আপাতত স্থগিত, আগামী ১২ জুন আলোচনায় বসছেন না বিরোধীরা। সূত্রের খবর, রাহুল গান্ধী-সহ একগুচ্ছ বিরোধী দলের নেতারা ওই দিন উপস্থিত থাকতে পারছিলেন না। সেই কারণেই ১২ তারিখের বৈঠক স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাহুল গান্ধী এই মুহূর্তে রয়েছেন বিদেশে।চিকিৎসার কারণে বিদেশে রয়েছেন সোনিয়া গান্ধীও। সূত্রের খবর, মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং এম কে স্ট্যালিনের পক্ষেও সেদিনের বৈঠকে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। পরিবর্তে ঠিক করা হয়েছে অন্য

একটি দিন, যেদিন উপস্থিত থাকতে পারবেন সকলেই। জানা যাচ্ছে, ১২ জুনের পরিবর্তে বৈঠক বসবে ২৩ জুন। যদিও, আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও দিনক্ষণ জানানো হয়নি।সোমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, আগামী ১২ জুন বিরোধী দলের বৈঠক স্থগিত করা হয়েছে। বৈঠকে সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রধানদের আসার কথা ছিল, তাই আমরা কংগ্রেস পার্টিকে বলেছি যে দলের প্রধান আসতে হবে। বৈঠকের নতুন তারিখ পরে জানানো হবে।উল্লেখ্য, এই বৈঠকের কথা জানা গিয়েছিল দিনকয়েক আগেই। ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের আগে বিরোধী জোট আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই সকলকে এক ছাতার নিচে বসার জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন নীতীশ কুমার।

ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ কমে ২৬৭ সক্রিয় রোগীর সংখ্যাও নিম্নমুখী, করোনায় মৃত্যু দু''জনের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের কিছুটা কমেছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১৭৪ জন, এই সময়ে দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৩,১৯৩-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.০১ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। দু'জনের মৃত্যুর পর সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৫,৩১,৮৮২ জনের (১.১৮ শতাংশ)।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সোমবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৫৬,৬৮১ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৮১ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,১১১ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৭,১৩,২৫১ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ৪ জুন সারা দিনে ভারতে ৪০,৫৯৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

সোমবারেও অপরিবর্তিত জ্বালানির দাম

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। তবুও সোমবার দেশে পেট্রোল ও ডিজেলের দাম স্থিতিশীল রয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধির প্রবণতা রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় ব্রেন্ট ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি প্রায় ৭৭ ডলার এবং ডব্লিউটিআই ক্রুডের দাম ব্যারেল প্রতি ৭৩ ডলারের কাছাকাছি। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি। ফলে একবছরেরও বেশি সময় ধরে অপরিবর্তিত থাকল জ্বালানির দাম।সোমবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের এক বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, দিল্লিতে পেট্রোল প্রতি লিটার ৯৬.৭২ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৮৯.৬২ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।মুম্বইতে এক লিটার পেট্রোল পাওয়া যাচ্ছে ১০৬.৩১ টাকায় এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯৪.২৭ টাকায়। চেন্নাইতে এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০২.৬৩ টাকা এবং ডিজেলের ৯৪.২৪ টাকা। কলকাতায় এক লিটার পেট্রোলের দাম ১০৬.০৩ টাকা আর ডিজেলের দাম ৯২.৭৬ টাকা।ভ্যাট এবং মালবাহী চার্জের উপর নির্ভর করে দেশে পেট্রোল এবং ডিজেলের দাম রাজ্যে আলাদা। কেন্দ্রীয় সরকারও মোটর জ্বালানির উপর আবগারি শুল্ক নিয়ে থাকে।প্রসঙ্গত, গত ২১ মে থেকে সারা ভারতে জ্বালানির দাম স্থিতিশীল রয়েছে।

প্রকৃত শিবসেনা কখনও কারও সামনে মাথা নত করেনিঃসঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ৫ জুন ঃমহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন উদ্ধব ঠাকরে ঘনিষ্ঠ নেতা সঞ্জয় রাউত। সোমবার রাউত বলেছেন, প্রকৃত শিবসেনা কখনও কারও সামনে মাথা নত করেনি। এদিন সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় রাউত বলেছেন, আগে হাইকমান্ড মহারাষ্ট্রে থাকলেও, এখন শিন্ডের হাইকমান্ড দিল্লিতে রয়েছে। তিনি বালাসাহেব এবং শিবসেনার কথা বলেন, কিন্তু দিল্লিতে 'মুজরা' করেন। আসল শিবসেনা কখনও কারও সামনে মাথা নত করেনি। এক বছর হয়ে গেল কিন্তু মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ হয়নি, এতেই বোঝা যায় এই সরকার যাচ্ছে।ওড়িশার বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন সঞ্জয় রাউত। তিনি বলেছেন, তাঁরা (সরকার) 'কবচ' নিয়ে কথা বললেও, সেখানে দেখা গেল না। তাঁরা শুধুমাত্র মিথ্যা আশ্বাস দেয়... মাধবরাও সিন্ধিয়া এবং লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নৈতিক ভিত্তিতে পদত্যাগ করেছেন। এটা কী সরকার ও রেলমন্ত্রীর দায় নয়?

পিটিআই-কে ধ্বংস ও তাকে জেলে নেওয়ার চেষ্টা করছে পাক সেনাবাহিনী, দাবি ইমরানের

ইসলামাবাদ, ৫ জুন ঃ পাকিস্তানের সেনাবাহিনী পিটিআই-কে ধ্বংস করার ক্ষেত্রে কোনও রাখঢাক করছে না বলে অভিযোগ করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রধান ইমরান খান । তিনি বলেছেন, দেশটির সেনাবাহিনী ও এর গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই আগামী নির্বাচনে তার বিজয় ঠেকাতে পিটিআই-কে ধ্বংস ও তাকে জেলে নেওয়ার চেষ্টা করছে। এক সাক্ষাকারে এমনই দাবি করেছেন তিনি ।অক্টোবরের মাঝামাঝি পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। পাকিস্তানের সরকার সামরিক আদালতে বিক্ষোভ ও হামলার সঙ্গে জাতি সন্দেহে পিটিআইর সিনিয়র নেতাসহ বেশ কয়েকজনের বিচার প্রক্রিয়া শুরু করেছে। তবে ইমরান খান বলেছেন, যে হামলার জন্য বিচারের প্রক্রিয়া চলছে তা ছিল সাজানো ঘটনা। পিটিআইয়ের নেতা-কর্মীদের শাস্তি দিতেই ওই ঘটনা সাজানো হয়েছে।গত ৯ মে ইসলামাবাদ হাইকোর্ট থেকে ইমরানকে গ্রেফতার করা হয়। এরপরই দেশজুড়ে বিক্ষোভ করে তার সমর্থকরা। পরে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাকে মুক্তি পান তিনি।

ভাগলপুরে ফের ভেঙে পড়ল আগুওয়ানি-সুলতানগঞ্জ সেতু, 'দুর্নীতি' নিয়ে অনেক প্রশ্ন তুললেন নাগরিকবৃন্দ

ভাগলপুর, ৫ জুন ঃ বিহারের ভাগলপুরে আবারও ভেঙে পড়ল আগুওয়ানি-সুলতানগঞ্জ সেতু। গঙ্গার ওপর নির্মীয়মাণ সেতুটি রবিবার সন্ধ্যায় হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। সেতুটির ৩২৮ ফুট উঁচু অংশ সম্পূর্ণ গঙ্গায় মিশে গিয়েছে। ১৭১৭ কোটি টাকার এই সেতু তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়েছিল এক বছর আগেও। সার্কেল অফিসার চঃ দন কুমার জানিয়েছেন, সেতু ভেঙে পড়ার পর এস পি সিংলা কোম্পানিতে গার্ড হিসেবে কর্মরত এক ব্যক্তি নিখোঁজ রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। তাঁর দেহ এখনও উদ্ধার হয়নি। তাকে খুঁজে বের করার জন্য এসডিআরএফ এবং এনডিআরএফ-এর টিম অনুসন্ধান চালাচ্ছে।রবিবার ছুটির দিন থাকায় আগুওয়ানি-সুলতানগঞ্জ সেতুটির

নির্মাণকাজ বন্ধ ছিল। সন্ধ্যা সওয়া ৭টা নাগাদ আচমকাই সেতুটির ৩টি স্তম্ভ ভেঙে পড়ে। যার জেরে মুহূর্তের মধ্যে গোটা সেতুটিই গঙ্গার জলে ধসে পড়ে। ভাগলপুরের আগুওয়ানি-সুলতানগঞ্জ গঙ্গা সেতুটিতে বিপর্যয় এই প্রথম নয়। এর আগেও এক বার সেতুটি ভেঙে পড়েছিল গঙ্গার উপর। মাত্র এক বছর আগের সেই স্মৃতি আবার ফিরে এসেছে রবিবার। ২০২২ সালের এপ্রিল মাসে এই আগুওয়ানি-সুলতানগঞ্জ গঙ্গা সেতুই ভেঙে পড়েছিল। দিনটা ছিল ৩০ এপ্রিল। গঙ্গার উপর ভেঙে পড়ে সেতুর একটি অংশ। রবিবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। তবে এ বার বিপর্যয়ের অভিঘাত ছিল তুলনামূলক বেশি।বারবার এই সেতু ভেঙে পড়ায় এবার 'দুর্নীতি' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ভাগলপুরের নাগরিকবৃন্দ। রাকেশ কুমার নামে এক প্রত্যক্ষদর্শী বলেছেন, প্রাথমিকভাবে আমরা ভেবেছিলাম বিস্ফোরণ হয়েছে...পরে আমরা বুঝতে পারি সেতুটি ভেঙে পড়েছে...এটা সরকারের দুর্নীতির পরিচয় দেয়...এই প্রথমবার নয়...এই রাজ্য সরকার দুর্নীতিগ্রস্ত। সেতু নির্মাণের জন্য কি ধরনের উৎপাদান ব্যবহার করা হচ্ছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে প্রমোদ কুমার নামে আরও একজন বলেছেন, জনসাধারণ আদৌ এই সেতু ব্যবহার করতে পারবেন কিনা সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত নই।

মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লযেড় অস্টিনকে গার্ড অফ অনার, দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করলেন রাজনাথের সঙ্গে

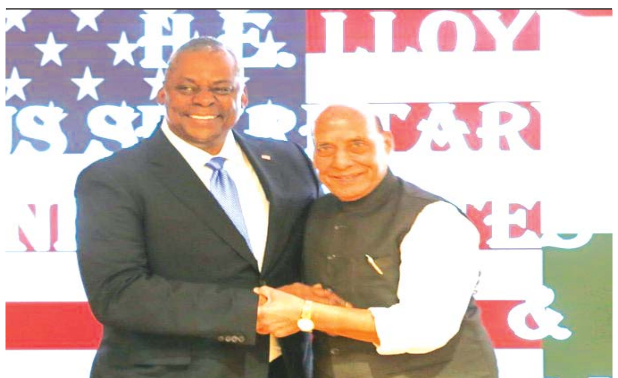

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সোমবার মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লযেড় অস্টিনের সঙ্গে নতুন দিল্লিতে বৈঠক করেছেন। দিল্লির মানেকশ সেন্টারে রাজনাথ সিং ও লযেড় অস্টিনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। দ্বিপাক্ষিক প্রতিরক্ষা সহযোগিতা আরও শক্তিশালী করার বিশেষত, যুগ্মভাবে সামরিক হার্ডওয়ারের উন্নযনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তি হস্তান্তরের মত বিষয়গুলি খতিয়ে দেখার জন্য দু'দিনের সফরে মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লযেড় অস্টিন রবিবার নতুন দিল্লিতে এসেছেন।সোমবার সকালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের উপস্থিতিতে গার্ড অফ অনারে অভিবাদন জানানো হয় মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব লযেড় অস্টিনকে। এরপর দিল্লির মানেকশ সেন্টারে রাজনাথ সিং ও লযেড় অস্টিনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। উল্লেখ্য, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ওয়াশিংটন সফরের আগে দু'টি দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ক আরও প্রসারিত করার নানা উপায় নিয়ে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বালেশ্বরের দুর্ঘটনাগ্রস্ত রুটে আবারও শুরু ট্রেন পরিষেবা, সর্বপ্রথম ছুটল কয়লাবোঝাই মালগাড়ি

বালেশ্বর, ৫ জুন ঃ অভিশপ্ত ট্রেন দুর্ঘটনার পর কেটেছে দীর্ঘ সময়, মানুষের হাহাকার, কান্না এখনও থামেনি। ওড়িশার বালেশ্বরের বাহানাগা বাজার স্টেশনে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রায় ৫১ ঘন্টা পর, পুনরুদ্ধারের কাজ সমাপ্ত হতেই দুর্ঘটনাগ্রস্ত রুটে আবারও শুরু হয়েছে ট্রেন পরিষেবা। সর্বপ্রথম দুর্ঘটনাগ্রস্ত রুটে ছুটেছে কয়লাবোঝাই একটি মালগাড়ি। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের উপস্থিতিতে রবিবার রাত ১০.৪০ মিনিট নাগাদ ভাইজাগ বন্দর থেকে একটি কয়লাবোঝাই মালগাড়ি রাউরকেলা স্টিল প্ল্যান্টের দিকে যাত্রা শুরু করে।গত শুক্রবার বেঙ্গালুরু-হাওড়া ট্রেনটি যে ট্র্যাকে মারাত্মক দুর্ঘটনার মুখোমুখি হয়েছিল, সেই ট্র্যাকে মালগাড়িটি চালানো হয়েছিল। রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব টুইট করে জানান, ডাউন-লাইনে পুনরুদ্ধার সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথম ট্রেন চলাচল করেছে। ডাউন লাইন চালু হওয়ার মাত্র দুই ঘণ্টা পর আপ লাইনও চালু হয়। একটি খালি মালগাড়ি দুর্ঘটনাকবলিত অংশের আপ লাইনে প্রথম চলে। এই ট্র্যাকেই করমণ্ডল এক্সপ্রেসটি লুপ লাইনে প্রবেশ করার আগে একটি মালগাড়িতে ধাক্কা মারে। সোমবার সকালে প্যাসেঞ্জার ট্রেনও চলাচল করেছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত রুটে।

সুলোচনা লাতকরের প্রয়াণে টুইটারে দুই ভাষায় মোদীর শোক

নয়াদিল্লি, ৫ জুনঃ প্রবীন অভিনেত্রী সুলোচনা লাতকরের প্রয়াণে টুইটারে দুই ভাষায় শোক প্রকাশ করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, সুলোচনাজির প্রয়াণে ভারতীয় সিনেমা জগতে একটা বড় শূন্যতা তৈরি হল। তার অবিস্মরণীয় অভিনয়গুলি আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের কাছে তাঁকে প্রিয় করে তুলেছে। তাঁর চলচ্চিত্রের উত্তরাধিকার তাঁর কাজের মাধ্যমে বেঁচে থাকবে। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা। ওম শান্তি।প্রসঙ্গত, এক দীর্ঘ সময় ধরে দর্শক তাঁকে চেনেন অমিতাভ বচ্চন, রাজেশ খন্না, দেব আনন্দ, দিলীপ কুমারদের মতো তারকাদের পর্দার মায়ের পরিচয়ে। এক সাক্ষাকারে অভিনেত্রী জানিয়েছিলেন, সুনীল দত্ত, দেব আনন্দ এবং রাজেশ খন্নার মায়ের চরিত্রে অভিনয় করতে ভাল লাগত তাঁর। দেব আনন্দের সঙ্গে 'যব পেয়ার কিসি সে হোতা হ্যায়' ' পেয়ার মহব্বত', ' জনি মেরা নাম'-এর মতো ছবিতে কাজ করেছেন। রাজেশ খন্নার সঙ্গে ' দিল দৌলত দুনিয়া', 'বাহারো কে স্বপ্নে', ' কাটি পতঙ্গ', ' মেরে জীবন সাথী'-র মতো ছবিতে অভিনয় করেছেন।অভিনেত্রীর দেহ অন্তিম দর্শনের জন্য শায়িত থাকবে তাঁর বাড়ি প্রভাদেবী রেসিডেন্সে। ১৯৯৯ সালে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয় তাঁকে। মহারাষ্ট্র ভূষণ পুরস্কারও পেয়েছেন সুলোচনা। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর প্রয়াণে শোকের ছায়া হিন্দি সিনেমার জগতে।

আমাদের দাযিত্ব এখনও শেষ হয়নি, আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব

বালেশ্বর, ৫ জুন ঃ যাঁরা নিখোঁজ তাঁদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খুঁজে বের করা আমাদের প্রধান লক্ষ্য, আমাদের দাযিত্ব এখনও শেষ হয়নি। আবেগাপ্লুত হয়ে বললেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রবিবার রাতে দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতদের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় রেলমন্ত্রীর চোখে জল দেখা যায়। ওড়িশার বালেশ্বরে মর্মান্তিক রেল দুর্ঘটনার ৫১ ঘণ্টা পর আপ ও ডাউন দু'টি লাইনই ট্রেন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়। দক্ষিণ-পূর্ব রেলের এক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার পর ডাউন লাইনে প্রথম ট্রেন চলে রাত ১০.৪০ মিনিটে। একটি মালগাড়ি ওই লাইনে চালানো হয়। পরে রাত ১২-টা বেজে পাঁচ মিনিটে আপ লাইনে চলে প্রথম ট্রেন। কাজ তদারকের জন্য উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।রেলমন্ত্রী বলেন, ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী এখানে এসে উৎসাহ দিয়ে গিয়েছেন কর্মীদের কাজে গতি বাড়ানোর। ৫১ ঘণ্টার চেষ্টায় লাইন মেরামত করে আপ ও ডাউন লাইনে মালগাড়ি চালানো হয়েছে। দ্রুত পরিষেবা স্বাভাবিক করতে দিনরাত এক করে কাজ করেছেন রেলকর্মীরা। দুর্ঘটনায় নিহত এবং আহতদের প্রসঙ্গে কথা বলার সময় রেলমন্ত্রীর চোখে জল দেখা যায়। যাঁরা নিখোঁজ তাঁদের দ্রুত খুঁজে বের করার আশ্বাস দিয়েছেন রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন, উদ্যোগে মার্লিন গ্রুপের আই অ্যাম কোলকাতা এবং টিডিএইচ স্যুইস ও ডিআরসিএসসি

নিজস্বসংবাদাদাত,৫জুনঃগরমের চোখ রাঙানিতে স্তব্ধ শহরবাসী। নেই সবুজ রঙ, আছে শুধু রঙিন প্লাস্টিকের স্তুপ। চলছে প্রকৃতির ওপর অবাধ নির্যাতন। বিশেষজ্ঞদের মতে ২০৩০ সালের মধ্যে বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাসের পরিমান আরো বৃদ্ধি পাবে। এছাড়া আমাদের পরিবেশের সবচেয়ে ব। শত্রু প্লাস্টিক, তার ব্যবহারই ক্রমাগত আমারাই ক্ষতির মুখে ঠেলে দিচ্ছে পরিবেশকে। এই পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে মার্লিন গ্রুপের সিএসআর শাখা আই অ্যাম কোলকাতা এবং টিডিএইচ স্যুইস ও ডিআরসিএসসি-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে পরিবেশ কেন্দ্রিক এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সাথে ছিল শিশুদের মধ্যে সিডস বল তৈরি, প্ল্যান্টেশন বা বৃক্ষরোপন এবং ইকোব্রিক তৈরির উপর কর্মশালার আয়োজন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রধান পরিবেশ আধিকারিক শ্রী কে বালামুরুগান, গায়ক ও ভূমি ব্যান্ডের প্রতিষ্ঠাতা সহ পশ্চিমবঙ্গ শিশু সুরক্ষা শিশু অধিকার কমিশনের সদস্য শ্রী সৌমিত্র রায় এবং অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক এবং স্কুল অফ ওশানোগ্রাফিক স্টাডিজ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ডাঃ সুগত হাজরা। কলকাতার ৫৭ এবং ৫৮ নম্বর ওয়ার্ডের ধপাদ্বীপি, বেথবাগান, কুলিয়া ট্যাংরা, ট্যাংরা ক্যাম্প এবং রাজারহাট নতুনপাড়া জুড়ে অবস্থিত পাঁচটি সহায়তা শিক্ষা কেন্দ্রের মোট ৪০০ টিরও বেশি বস্তির শিশু এই উদ্যোগের দ্বারা উপকৃত হবে। মার্লিন আই অ্যাম কোলকাতা এবং ডিআরসিএসসি দ্বারা পরিচালিত পাঁচটি শিক্ষা কেন্দ্রকে সহায়তা দেওয়ার জন্য একটি আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সংস্থা টেরে ডেস হোমস স্যুইস (Terre des Hommes Suisse) যুক্ত হয়েছে। বীজ বল তৈরি থেকে শুরু করে গাছ লাগানো এবং ইকোব্রিক তৈরির কর্মশালাগুলি মার্লিন আই অ্যাম কোলকাতা দ্বারা সমর্থিত প্রকল্পের অংশ। পরিবেশ কে কেন্দ্র করে পুরো সপ্তাহব্যাপি নানা রকম ক্রিয়াকলাপের আয়োজন করা হয়েছে। পরিবেশ নিয়ে তারা স্ট্রিট থিয়েটারের বা পথনাট্য মঞ্চস্থ করবে।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,৬জুন মঙ্গলবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৫জুনঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ২২ জ্যৈষ্ঠ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ জ্যৈষ্ঠ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ২২ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৪, মৈতে ঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৮.৫ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৫এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৫শতকরা এবং ৫২শতকরা। বৃষ্টি হয়েছে রবিবার। জোয়ার- সকাল ৯ টা ২০ মিনিট এবং রাত৯টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৯টা ২০মিনিট। রাত-৯টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৪ টা ৫৬মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যেতে পারে আজ ঃ ৬ টা ১৫ মিনিটে ।

রাশিফল

মেষরাশিঃ যেমন খাবার তার স্বাদ নুন থেকে আহরণ করে- কিছু অসুখীতা কেবলমাত্র আপনার সুখের মর্মোপলব্ধি করার জন্যই জরুরী। সংসারে শান্তি হবে আজ
বৃষভ রাশিঃকোন আধ্যাত্মিক ব্যক্তি আশীর্বাদ করবেন এবং মানসিক শান্তি আনবেন। শুভদিন
মিথুন রাশিঃআত্ম-বিকাশের প্রকল্পগুলি একের থেকে বেশি উপায়ে আপনাকে পুরস্কৃত করবে- আপনি নিজের সম্পর্কে ভালো এবং প্রত্যয়ী অনুভব করবেন।
কর্কট রাশিঃআজ আপনার প্রয়োজন আরাম করার এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের মাঝে খুশি খোঁজার চেষ্টা করা।
সিংহ রাশিঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার।।
কন্যা রাশিঃআজ আপনাকে বিভিন্ন উত্তেজনা এবং মতভেদের সামনা করতে হতে পারে যা আপনি অস্বস্তিকর এবং উত্যক্ত বোধ করাবে। বিদেশ যাত্রা শুভ
তুলা রাশিঃগর্ভবতী মায়েদের জন্য বিশেষ যত্নের দিন। অর্থ ব্যয় হবে
বৃশ্চিক রাশিঃএমন একটি দিন যেখানে আপনি আরাম করতে সমর্থ হবেন। পরিশ্রমের বিকল্পনেই
ধনু রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে।
মকর রাশিঃস্বাস্থ্য সুন্দর থাকবে। আজ, এই সাইনটির কিছু বেকার নেটিভ চাকরী পেতে পারে, যা তাদের আর্থিক অবস্থার উন্নতি করবে। সন্তান হতে পারে আজ
কুম্ভ রাশিঃআপনার ওজনের উপর নজর রাখুন এবং বেশি খাওয়ায় প্রশ্রয় দেবেন না। আপনি আজ আপনার অর্থ সঙ্গীর খারাপ স্বাস্থ্যের জন্য ব্যয় করতে পারেন।
মীন রাশিঃঅত্যধিক দুশ্চিন্তা এবং চাপ উচ্চ রক্তচাপের কারণ হতে পারে। আপনার বাড়তি টাকাপয়সা এমন একটি নিরাপদ স্থানে রাখুন যা আগত সময়ে আপনাকে ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেবে। বজায় রাখবে। আজ অত্যন্ত হতাশ করতে পারেআজ ।

শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নিলেন সমাজ আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুন ঃ শ্রমজীবী সহযোগী মঞ্চের আয়োজনে শ্রমজীবী হাসপাতাল সম্প্রসারণের দাবিতে সাংবাদিক সম্মেলনে অংশ নিলেন সমাজ আন্দোলনের নেত্রী মেধা পাটকর। সোমবার সকালে বেলুড় শ্রমজীবীর ওই অনুষ্ঠানে এসে শ্রমজীবী হাসপাতালের স্থান সংকুলানের অভাবের কথা তুলে ধরেন পরিবেশ আন্দোলনের নেত্রী তথা সমাজকর্মী মেধা পাটকর। শ্রমজীবী হাসপাতালে আরও রোগী ও পরিষেবা বৃদ্ধির জন্য সংলগ্ন সরকারি জমিও হাসপাতালের হাতে তুলে দেওয়ার দাবি জানান মেধা। এদিন হাসপাতালের জন্য জমির দাবিতে শ্রমজীবীর পদযাত্রাতেও অংশ নেন তিনি। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে মেধা পাটেকর জল জঙ্গল নদীর অধিকার কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন কেন্দ্রের মোদী সরকারের বিরুদ্ধে। পাশাপাশি, মেধা পাটেকর বলেন, আমার সব জায়গায় পৌঁছানো সম্ভব নয়। এক মাস আগে উত্তরাখন্ডে একটি ঘটনায় সেখানে ছিলাম। নর্মদা আন্দোলন আমাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। এর আগে এমন বড় ঘটনার পর রেলমন্ত্রী মন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন। আজ সেই অবস্থা নেই। এখন যাই ঘটুক না কেন কেউই ইস্তফা দেন না। তাদেরকে সরিয়ে দেওয়াও হয় না। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে বিবাদ যেন অমানবিক না হয়। দুই সরকার সমন্বয় সাধন করে মানুষের পাশে দাঁড়াবে, তাদের সহায়তা করবে। যতই লক্ষ টাকা দিক জীবন তো আর ফিরে আসবে না। সেই কারণে ভবিষ্যতে যাতে এমন দুর্ঘটনা না ঘটে সেই ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে হবে। আজ ডিসাস্টার ম্যানেজমেঃট আইন আছে, জেলাস্তরীয় কমিটি বানানো হয়। কিন্তু রেল দুর্ঘটনা আটকাতে পারে একমাত্র রেলমন্ত্রক। বহু পদ খালি বলে একজন কর্মীর

ওপর অনেক চাপ থাকে। অনেক সিগন্যাল কাজ করছে না। যাই হোক রেলের পরিকাঠামো উন্নত করতে হবে তা সবাইকে মানতে হবে। সবচেয়ে ভাল পাবলিক সেক্টর হল রেল। এই রেল বেসরকারিকরণের দিকে যাচ্ছে। এর ফলে বরবাদ হতে দেখছি। লালু প্রসাদ যাদব, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রেলমন্ত্রী থাকাকালীন অনেক কিছু পাওয়া গিয়েছে। রেলের ল ক্ষ্য বেসরকারিকরণ। এটা হওয়া উচিৎ নয়। রেলের যাত্রীদের সুরক্ষা আগে দেয়া উচিৎ বলে মনে হয়। এমন ভয়ানক দুর্ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। এই দুর্ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। এখানকার সিগন্যাল ব্যবস্থা খুব খারাপ। এখানে কিছু গড়বড় আছে। এদিন মেধা পাটেকর আরও বলেন গঙ্গা, ভাগিরথী, অলকানন্দা, মন্দাকিনী সব নদী শেষ করে দেওয়া হচ্ছে। চার ধামের নামে অধার্মিক বিকাশ হচ্ছে। যেসব জায়গায় খোঁড়া হচ্ছে সেই সব জায়গায় পাহাড় ভেঙে পড়ছে। ৪ হাজার ৬০০ জনস্রোতের মধ্যে ৪৬০ জনস্রোত বেঁচে আছে। সব মালমা প্রোজেক্টের কাছে ডাম্পিং গ্রাউন্ড করে রাখা হয়েছে। ফারাক্কা ব্যারেজ নিয়ে অনেক বিবাদ হয়েছে। এরজন্য বিহার বাংলায় আন্দোলন হয়েছে। সব জেলেরা সংকটে। অদের জীবিকায় প্রভাব পড়েছে। একটি গ্রাম শেষ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এদের পুনর্বাসনের জন্য একটা নীতি নির্ধারণ করা দরকার ছিল। নর্মদার জন্য ৩৭ বছর লড়াই করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু এমন সব জায়গায় সম্ভব হচ্ছে না। এখানে রাজ্য এবং রাষ্ট্রের নীতি হওয়া দরকার। নদীর পুজো সকলে করছে কিন্তু কেউ বাঁচানোর চেষ্টা করছে না। ১০ বছর আগে ১৩১টি নদী দূষিত ছিল। এখন ৩৫০ নদী দূষিত। পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডকে অনুরোধ যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নদী বাঁচানোর জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সদ্যোজাত এক শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা জয়নগরের পদ্মেরহাট গ্রামীন হাসপাতালে

উজ্জ্বল বন্দোপাধ্যায়,জয়নগর, ৫ জুন ঃ এক সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তেজনা ছড়ালো জয়নগর ১ নং ব্লকের পদ্মেরহাট গ্রামীণ হাসপাতালে। আর এই শিশু মৃত্যুর ঘটনা জানতে পেরে উত্তেজিত হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। বেশ কিছুক্ষণ হাসপাতালের সামনে বিক্ষোভ দেখায় পরিবারের সদস্যরা। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চলে আসেন জয়নগর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসার পর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বারুইপুর থানার সীতাকুন্ডুর বাসিন্দা নুরবানু সরদার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে শনিবার জয়নগরের পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি হন। রবিবার ওই মহিলা একটি শিশু সন্তানের জন্ম দেন। জন্মের পর থেকে শিশুর শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। সোমবার সকালে ঐ শিশুর মৃত্যু হয়েছে বলে জানা যায় হাসপাতাল সূত্রে। শিশুটির পরিবারের অভিযোগ, রবিবার রাতে শিশুটির শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে

কর্তব্যরত চিকিৎসক ও নার্সের কাছে জানালে ও সঠিক ভাবে কোনো পরিষেবা পাওয়া যায় নি। আর সেই কারণে শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এই খবর পাওয়া মাত্র সোমবারসকাল থেকে হাসপাতাল চত্বরে উত্তেজনা ছড়ায় শিশু মৃত্যুকে কেন্দ্র করে। আর এই ব্যাপারে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সৈয়দ মহম্মদ বললেন, আমাদের হাসপাতালে একটি সদ্যোজাত শিশুর মৃত্যু হয়েছে। কিভাবে মৃত্যু হয়েছে তাঁর সঠিক কারন তদন্ত না করা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। তবে শিশুটিকে একটি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় এবং সে ভ্যাকসিন থেকেই জ্বর আসে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শিশুদের জন্মানোর পর একটি ভ্যাকসিন দেওয়া হয় তার জন্যেই অনেক শিশুর জ্বর আসে। তবে এক্ষেত্রে যেটা জানা গিয়েছে তা পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। দুধ খাওয়ানোর সময় শ্বাসনালীতে দুধ আটকে গিয়ে এমন ঘটনাও ঘটে থাকতে পারে বলে প্রাথমিক. ভাবে মনে করা হচ্ছে। তবে পুরো বিষয়টি নজর দিয়ে দেখা হচ্ছে কি কারণে ওই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এদিকে এই ঘটনায় শিশুটির পরিবারে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

গ্রামীণ হাওড়া জেলার দুই হোমে এখন খুশির আবহাওয়া

মতিয়ার রহমান,উলুবেড়িয়া,৫ জুন ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার দুই হোমে এখন খুশির আবহাওয়া আর এই দুই হোম হলো জয়পুর থানার অন্তগত চিরনবীন হোম ও উলুবেড়িয়া থানার অন্তগত আশা ভবন সেন্টার। আর কিছুদিনের মধ্যে স্পেশাল অলিম্পিকের ওয়ার্ল্ড সামার গেমস জার্মানির বার্লিনে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে আগামী ১৭ই জুন ২০২৩ থেকে আগামী ২৫শে জুন ২০২৩ তারিখ অবধি আর সেই টুর্নামেন্টে বিভিন্ন ইভেন্টে ভারতীয় দল সুযোগ পেয়েছে আর ভারতীয় দলের বিভিন্ন ইভেন্টে আশা ভবন সেন্টার ও চিরনবীন হোমে থেকে ৮জন অ্যাথলিট সুযোগ পেয়েছে পাশাপাশি চিরনবীন হোমের খেলার প্রশিক্ষক সীমা বেরা এবং আশা ভবন সেন্টারের খেলার প্রশিক্ষক ললিতা নাগ দেব এবং তমাল চ্যাটার্জি এই টুর্নামেন্টে কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন আর এই

সুযোগ পাওয়াতে দুই হোমের আবাসিকা ও কর্মচারীদের মধ্যে আনন্দের বাধ ভেঙে পড়ছে।আশা ভবন সেন্টারের ডিরেক্টর জন মেরি বারুই বলেন,আমাদের আবা সিকাদের যথেষ্ট পরিশ্রমই আজকে এই জায়গায় দাড় করি য়েছে,আমাদের হোম থেকে এতজন একসাথে যাবে তা আমি কোনদিনই ভাবতেই পারিনি,এদের সুযোগ পাওয়াতে আমি খুব খুশি। আশা ভবন সেন্টারের হোম সুপার অরুনিমা জাশু মহাশয়া বলেন,আজকে আমাদের ৫জন আবাসিকার কঠোর পরিশ্রমই আজকে এই জায়গায় দাড় করিয়েছে পাশাপাশি ওই হোমের খেলার ২জন প্রশিক্ষককেও অনেক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন তিনি। এদিকে চিরনবীন হোমের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় সাউ খুব খুশি,তিনি বলেন যে,আমাদের আবাসিকারা ভারতীয় দলকে প্রতিনিধিত্ব করবে এটাই আমার কাছে অত্যন্ত গর্বের বিষয়,আমার বিশ্বাস সেরাটা দিয়ে এরা ফিরবে। চিরনবীন হোমের খেলার প্রশিক্ষক সীমা বেরা বলেনআমাদের কন্যারা নিয়মিত যেমন খেলাধূলাটাও তার সাথে নিয়মিত ভাবে পড়াশোনাটাও মনযোগ সহকারে করে।

রেল দুর্ঘটনায় মমতার তোপ, পাল্টা তোপ দিলীপ ঘোষের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুন ঃ পয়েন্ট সিগনাল বদল করে দুর্ঘটনা ঘটানো হতে পারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য ও 'রেল কবচ তত্ত্ব' খারিজ করে দিয়েছে রেল। এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে কেন্দ্রের ব্যর্থতার প্রকাশ্য দাবি তুলেছেন মমতা। সোমবার পাল্টা তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষ। বালেশ্বর রেল দুর্ঘটনায় ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনে সিবিআই তদন্তের সুপারিশ করেছিলেন রেলমন্ত্রী। সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সেই তদন্ত। এ দিন সকালে নিউটাউন ইকো পার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন দিলীপবাবু। তিনি প্রশ্নের উত্তরে সাংবাদিকদের বলেন, অনেক রকম প্রশ্ন উঠছে, এত বড় ঘটনা হযেছে কারণটা কি? অনেক কিছু হতে পারে। পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম কথা বলছে। স্বাভাবিকভাবে এই ধরনের ঘটনা আগামী দিনে না হোক তার জন্য সরকারের ব্যবস্থা হওয়া. উচিত সেই জন্য সিবিআই তদন্ত দরকার। দিলীপবাবু বলেন, সিবিআই তদন্ত হলে সব কিছু তথ্য সামনে আসবে সবার ধারণা এরকমই থাকে। সরকার চেয়েছে সেটা যদি সিবিআই তদন্ত হয় সত্য সামনে আসবে। মমতা ব্যানার্জি কী করেছেন আমরা জানি। তাঁর সময় প্রায় সাড়ে পাঁচশোর মত দুর্ঘটনা হয়েছে। সাড়ে আটশ ট্রেন লাইনচ্যুত হয়েছে। ১৪০০ এর মতো লোক মারা গেছে।দিলীপবাবু বলেন, কে তিনি, এখন বড় বড় কথা বলছেন? তখন কেন লাগান নি কবজ তখন কেন আধুনিকরণ করেনি রেলের তাহলে এই সমস্যা হতো না। তখন রেলকে আটকে রেখেছিলেন ভাড়া বাড়তে দেবেন না সুবিধা দেবেন না। তাঁর মন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদী পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। রেলমন্ত্রীকেই পাল্টে দিলেন উনি। রেল বাজেট পেশ করে আলোচনা করতেই পারলে না তার আবার বড় বড় কথা বলছেন।

কপাল জোরে পরিবারের কাছে ফিরলেও, আতঙ্কের ঘোর এখনও কাটছেনা আতাউর-সৈকতদের

সৌরভ দাশ,হাসনাবাদ,৫ জুন ঃ বাড়ি ফিরলেন ওড়িশায় রেল দুর্ঘটনায় আহত হাসনবাদের আতাউর মোল্লা। গত শুক্রবার কেরলের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলেন তিনি। ওড়িশার বালেশ্বরে রেল দুর্ঘটনার কবলে পরেন আতাউর। গুরুতর আহত হন হাসনাবাদের উত্তর হাবাসপুরের এই যুবক।শনিবার সকালে প্রশাসনের তরফে বাড়িতে খবর আসার পর পশ্চিম মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন পরিবারের লোকজন। পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে মেদিনীপুরের উদ্দেশ্যে রওনা দেন স্থনীয় তৃণমূল নেতা ফিরোজ হাসান মোল্লা। রবিবার ভোর চার টা নাগাদ বাড়ি ফেরেন আতাউর। ছেলে বাড়ি ফেরায় স্বস্তিতে পরিবার। বাড়ি ফিরে সেদিনের রাতের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা জানান তিনি, ঘটনার দুদিন পরেও আতঙ্কের ঘোর কাটছে না তার। তার কথায় হঠাৎ একটা জোরে শব্দ, কি হয়েছে ভাবার আগেই পাল্টি খেয়ে গেলো ট্রেনের বগি,চারিদিকে চিৎকার, কান্নার রোল। যেখানে তিনি বসে ছিলেন ভাগ্যচক্রে তার পাশের জানালা টা ভেঙে যায়,কোনো ক্রমে সেই উল্টে থাকা বগির জানলা দিয়ে বাইরে আসেন আতাউর। প্রাণপন চেষ্টা করে কয়েকজনকে বাইরে বারও করেন তিনি। তিনি জানান প্রচন্ড আঘাতে তৎক্ষনে তার মাথা ফেটে রক্ত বারহচ্ছে ,সে মত পরিস্থিতিতে তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় কোনো ক্রমে হেঁটে একটু আসতেই এক গ্রামবাসীর সহযোগিতায় স্থনীয় চিকিৎসালয়, সেখান থেকে পুলিশি সহযোগিতায় হাসপাতালে পৌঁছান। হাসপাতালে পৌঁছানোর পর সেখান থেকে আহতদের জন্য বিশেষ বাসে মেদিনীপুরে শালবনি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে আসা পর্যন্ত স্থনীয় মানুষ,এলাকার যুবক থেকে পুলিশ প্রশাসন সকলে নিজের পরিবারের মানুষের মতো সবরকম ব্যাবস্থা করেছিলেন। অচেনা সেই আপনজন দের জন্য দোয়াও করেছেন তিনি। তার বগির কতজন যাত্রী যে প্রাণ হরিয়েছেন তা ভেবেও রীতিমতো মর্মাহত আতাউর। অপরদিকে, ছেলে বাড়ি ফেরাতে অনেকটা স্বস্তিতে পরিবার,তবে ছেলের মাথার চোট নিয়ে চিন্তায় তার মা সহ অন্যান্নরা। তার পরিবারের লোকজন জানান, মসজিদে নামাজ পড়ানোর কাজের জন্যই সে কেরালা রওনা দিয়েছিলো। তার মাঝে এই বিপত্তি। দুর্ঘটনার খবর পওয়ার পর থেকে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলো বাড়ির ছেলের সঙ্গে।

বনগাঁয় বোমা ফেটে মৃত্যু কিশোরের

দুরন্ত বার্তা, বনগাঁ, ৫ জুন ঃরাজ্যজুড়ে বিস্ফোরণের ঘটনা বেড়েই চলেছে,

এবার উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় বোমা ফেটে মৃত্যু হল কিশোরের। সোমবার সকালে বনগাঁ রেলগেটের পাশে বক্সী পল্লীতে সাধারণ শৌচাগারে বোমা ফেটে ১১ বছরের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। এদিন সকালে ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বক্সী পল্লীতে ওই শৌচালয়ে যায় ১১ বছরের রাজু রায়চৌধুরী। বাবাও ছিলেন সঙ্গে। আচমকা প্রচন্ড আওয়াজ শুনে ছুটে আসেন আশপাশের লোকজন। বিস্ফোরণের অভিঘাতে বাইরে ছিটকে পড়ে রাজু। এদিন সকালে শৌচকর্ম করতে গিয়েছিল ওই কিশোর। শৌচাগারের ভিতরেই বোমা রাখা ছিল বলে অনুমান। বিস্ফোরণের পর ওই কিশোরকে দ্রুত উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত বালকের বয়স ১১ বছর, তাঁর বাড়ি সুভাষপল্লীতে। এদিন সকালে শৌচকর্ম করতে গিয়েছিল ওই কিশোর। তখনই বোমা ফেটে সে গুরুতর জখম হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। স্থানীয় একটি সাইকেলের দোকানে কাজ করতো সে। সাধারণ শৌচালয়টির ভেতরে কালো রঙের একটি ব্যাগ রাখা ছিল বলে খবর। কে বা কারা এখানে বোমা মজুত রেখেছিল, পুলিশ তা তদন্ত করে দেখছে। ঘটনাস্থলে যান বনগাঁ থানার আইসি এবং বনগাঁ পুরসভার প্রধান গোপাল শেঠ। খবর দেওয়া হয় বম্ব ডিসপোজাল স্কোয়াডকে।

আপাতত দাবদাহ থেকে রেহাই পাবে না দক্ষিণবঙ্গ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুন ঃ হাঁসফাঁস গরমে রীতিমতো অতিষ্ঠ তিলোত্তমার স্বাভাবিক জনজীবন। দুপুরের দিকে রাস্তায় বেরোনো দায়, একই পরিস্থিতি দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতেও। কলকাতা লাগোয়া দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা গরমে কাহিল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী বৃহস্পতিবার পর্যন্ত কলকাতা ও দুই ২৪ পরগনায় তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। গরমের দাপট থাকবে দক্ষিণবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতেও। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ২ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, আগামী কিছু দিন দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেই অস্বস্তিকর গরম ও গুমোট আবহাওয়া থাকবে। দিনের তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি বাড়তে পারে। দক্ষিণবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলি ছাড়া বাকি জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ যখন গরমে নাজেহাল, সেই সময় উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিং, কালিম্পঙ, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারে বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

নিমপীঠে রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা,নিমপীঠ, ৫ জুন ঃ সোমবার ছিল ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস। আর দিনটিতে জেলার বিভিন্ন অংশের পাশাপাশি জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রম কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে পালিত হল বিশ্ব পরিবেশ দিবস। এ বছরের মূল বিষয় ছিলপ্লাস্টিক দূষণ দূরীকরণ। এদিন নিমপীঠ

রামকৃষ্ণ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে রামকৃষ্ণ আশ্রম নিমপীঠের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ এই অনুষ্ঠানের শুভ সুচনা করেন। সুন্দরবনের বিভিন্ন ব্লক থেকে প্রায় ৬০ জন কৃষক এবং কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের কর্মীরা এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। এদিন অনুষ্ঠানের শুরুতে সকলেই পরিবেশের অনুকূল জীবনশৈলী অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে অঙ্গীকার বদ্ধ হন। এর পর কৃষি বিজ্ঞানীরা সারা বিশ্বের, বিশেষত সুন্দরবনের পরিবেশ দূষণের কথা মাথায় রেখে আমাদের কি কি করণীয় সেই উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখেন। সমাধান স্বরূপ দৈনন্দিন জীবনে প্লাস্টিকের ব্যবহার কমানো, গাছ লাগানো,জলের অপচয় রোধ করা, কৃষিতে রাসায়নিকের ব্যবহার কমিয়ে জৈবসার তৈরি ও জৈব উপায়ে চাষবাস প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা করা হয়। যেখানে সেখানে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ না ছড়ানো ও পচন শীল আবর্জনা থেকে প্লাস্টিকের আবর্জনা পৃথকীকরণের উপর জোর দেওয়া হয় এদিন। এরপর কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ক্যাম্পাসে বৃক্ষ রোপণ অনুষ্ঠান করা হয়। সব শেষে এদিনের অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ কারীদের আম, সবেদা ও নারকেল গাছের চারা বিতরণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি হয়।পরিবেশ বাঁচাতে সুন্দরবনকে বাঁচাতে আরও বেশি করে গাছ লাগানোর দরকার আছে।

পথ নিরাপত্তা কমিটি গঠন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুন ঃ পথ দুর্ঘটনা ও তার জেরে প্রাণহানি কমাতে জেলা স্তরের পর মহকুমা এবং ব্লক স্তরেও পথ নিরাপত্তা কমিটি গঠন করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের পথ নিরাপত্তা নীতি তৃণমূল স্তরে কার্যকরী করতে এই কমিটি কাজ করবে। রাস্তা থেকে বেআইনি হোর্ডিং সহ দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে এমন সমস্ত জিনিস যাতে সরিয়ে ফেলা হয় তা নিশ্চিত করবে এই কমিটি। ফুটপাতকে দখলমুক্ত করে পথচারীদের সুরক্ষার বিষয়টিও তারা দেখভাল করবে। কমিটির সদস্যরা প্রতিমাসে বৈঠক করে নিজের মহাকুমা ও ব্লকের পরিস্থিতি নিয়ে রাজ্য সরকারকে রিপোর্ট দেবে। মহকুমা শাসকের নেতৃত্বে গঠিত মহকুমা স্তরের কমিটিতে পরিবহন দফতরের অতিরিক্ত আঞ্চলিক অধিকর্তা, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক, অতিরিক্ত স্বাস্থ্য অধিকর্তা, পূর্ত দফতরের সহকারি ইঞ্জিনিয়ার, মহকুমা তথ্য সংস্কৃতি আধিকারিক প্রমুখ থাকবেন। একই রকম ভাবে ব্লক স্তরের কমটিতে নেতৃত্বে থাকবেন সংশ্লিষ্ট ব্লকের বিডিও। ওই কমিটিতে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দফতর ছাড়াও, পুরসভা,পঞ্চায়েত স্থানীয় স্কুল-কলেজের শিক্ষকদেরও সামিল করার কথা বলা হয়েছে। পরিবহন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ কর্মসূচি শুরু হওয়ার পর রাজ্যে প্রাণঘাতী পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেকটাই কমেছে।

দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার প্রথম দশে যাদবপুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুন ঃ দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় চতুর্থ স্থান অধিকার করল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। সেই সঙ্গে দেশের সেরা ১০ টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তালিকাতেও যাদবপুর জায়গা করে নিয়েছে। সোমবার 'ইন্ডিয়া র‍্যাঙ্কিং ২০২৩' (ন্যাশনাল ইন্ডিয়ান র‍্যাঙ্কিং ফ্রেমওয়ার্ক বা এনআইআরএফ ২০২৩) প্রকাশ করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা রাষ্ট্রমন্ত্রী রাজকুমার রঞ্জন সিং। দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকায় চতুর্থ স্থান ধরে রেখেছে যাদবপুর। সঙ্গে ২০২২ সালের থেকে নম্বর বেশ খানিকটা বেড়েছে। গতবার যেখানে যাদবপুরের স্কোর ছিল ৬৫.৩৭, এবার সেটা বেড়ে ৬৬.০৭'তে ঠেকেছে। শুধু তাই নয়, পশ্চিমবঙ্গের মুখরক্ষাও করেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কারণ দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের তালিকার প্রথম দশে একমাত্র যাদবপুরই আছে। অন্যদিকে, দেশের সেরা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের তালিকায় একধাপ উত্থান হয়েছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের। গতবার যাদবপুর ১১ নম্বরে ছিল। স্কোর ছিল ৬৫.৬৮। এবার সেই স্কোর অনেকটা বাড়িয়ে প্রথম দশে ঢুকে পড়েছে যাদবপুর। একেবারে দশ নম্বরেই আছে। স্কোর দাঁড়িয়েছে ৬৭.০৪। তাৎপর্যপূর্ণভাবে যাদবপুরের আগে আটটি ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) এবং একটি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) আছে।

নদীতে তলিয়ে গেল যুবক

দুরন্ত বার্তা, চেঙ্গাইল, ৫ জুন ঃ ভাগীরথী নদীতে স্নান করার দৃশ্য ভিডিও করার সময় নদীতে তলিয়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেল এক যুবক। নিখোঁজ যুবকের নাম রোহন খাঁন , বয়স১৯ বথর। বাড়ি উলুবেড়িয়া পৌরসভার চেঙ্গাইলে। এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার দুপুরে চেঙ্গাইলের কাছে ভাগীরথী নদীর নেপালি ঘাটের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় যে রবিবার বেলা একটা নাগাদ রোহন খাঁন ভাগীরথী নদীতে স্নান করার উদ্দেশ্যে তার চার বন্ধুর সঙ্গে চেঙ্গাইলের নেপালি ঘাটের একটি নির্মীয়মান জেটিতে আসে। স্থানীয় সূত্রে খবর তাদের পরিকল্পনা ছিল রোহন যখন নদীতে স্নান করবে তার সেই স্থানের দৃশ্য তার বন্ধুরা মোবাইল বন্দি করবে। প্রত্যক্ষদর্শী এক কিশোরের বক্তব্য এদিন রোহন নদীতে স্নান করার সময় তার বন্ধুরা মোবাইলে ভিডিও করছিল সেই সময় রোহন জেটির চেন ধরার চেষ্টা করলেও তার হাত ফসকে যায় এবং সে নদীতে সম্পুর্ন তলিয়ে যায়। এদিকে এই ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দারা নৌকায .করে নদীতে জোর তল্লাশি শুরু করে। পরে পুলিশে খবর দিলে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর সদস্যরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে নদীতে তল্লাশি শুরু করে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত নিখোঁজ যুবকের সন্ধানে নদীতে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে পথে নামবে কংগ্রেস

দুরন্ত বার্তা, উলুবেড়িয়া, ৫ জুন ঃ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সারা দেশে, বর্তমানে রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেসের পরিচালিত সরকারের সীমাহীন দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে, এবং কেন্দ্রের বিজেপির সরকারের ধর্মীয় বিভাজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে আগামী ১৫ই জুন কলকাতার শহীদ মিনারের জনসভার সমর্থনে হাওড়া জেলার আমতা কেন্দ্র কংগ্রেসের আহ্বানে এক জনসভা ও বিভিন্ন দল থেকে স্ব সম্মানে কংগ্রেসে যোগদান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় জয়পুর মোড়ে। প্রদেশ কংগ্রেসের সহসভাপতি তথা আমতার প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মিত্র, প্রদেশ কংগ্রেসের মুদাস্সর ওয়ার্সি।হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভান্ডারী বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের সম্পদ বিক্রী করে দিচ্ছে, আগামী দিনে মানুষ নরেন্দ্র মোদীর নাম বেচারাম মোদী বলে পরিচিত হবে। আজকে প্রায় ১০০ পরিবার তৃণমূল কংগ্রেস, বিজেপি সহ বিভিন্ন দল থেকে দলত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করেন, তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা কংগ্রেসের সভাপতি পলাশ ভান্ডারী,ও প্রদেশ কংগ্রেস সহসভাপতি অসিত মিত্র। দলবদল করে কংগ্রেসে যোগদান করে মাকসুদ আলম বলেন তৃণমূল কংগ্রেসে অনেক পরিশ্রম করে ছিলাম সাংগঠনিক পদে আমি এবং আমার স্ত্রী জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়ে ছিলাম, এবং পরে বিজেপিতে যোগদান করেছিলাম, এবং জেলার সংখ্যালঘু সংগঠনের দায়িত্ব পেয়ে ছিলাম কিন্তু সেখানেও ধর্মীয় বিভাজনের রাজনীতি,তাই সদলবলে কংগ্রেসে যোগদান করলাম অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন আমতা কেন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি সমরেন্দ্র নাথ মল্লিক,জায়েদুল ইসলাম,সেখ রমিজুল হক।

দেহ ফিরল হাওড়ার বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৫ জুন ঃ ওড়িশার ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত আরমানের দেহ ফিরলো হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার বাড়িতে। শোকস্তব্ধ এলাকা। আপ করমন্ডল এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ওই ট্রেনের প্যান্ট্রি কারের কর্মী মহঃ আরমানের (৩০)। মধ্য হাওড়ার টিকিয়াপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন তিনি। পরিবারকে তার মৃত্যুর কথা জানানো হয়। বাড়িতে মা রুকসানা বেগম জানান, ঘটনার রাতে তাদের কাছে ফোন আসে। অচেনা এক ব্যক্তি জানান যে দুর্ঘটনাস্থলে আই কার্ড থেকে নম্বর নিয়ে তিনি ফোন করছেন। জানান দুর্ঘটনা ঘটেছে। আরমান মারা গিয়েছেন। এই খবর পেয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন পরিবারের লোকজন।

সরকারের পক্ষ থেকে হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে গিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্থ করমন্ডল এক্সপ্রেস এর আহত দুইজনের হাতে আর্থিক সহায়তা মন্ত্রীর

বনস্পতি দে, হরিপাল, ৫ জুন ঃ সোমবার হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালে উড়িষ্যার বালেশ্বরে করমন্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনায় আহত হরিপাল ব্লকের আলিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পানিশেওলা গ্রামের তাপস কিস্কু ও রহিত হেমরম কে ৫০০০০ হাজার টাকা এবং খাদ্য সামগ্রী রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তুলে দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী বেচারাম মান্না। উপস্থিত ছিলেন হুগলী জেলা শাসক ডঃ পি দীপপ্রিয়া, হরিপালের বিধায়ক ডাঃ করবী মান্না সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। মোট ৪জন ছিল এই ট্রেনে। তারমধ্যে এক জন চুঁচুড়া ইমামবড়া হাসপাতালে ভর্তি আছে এবং গোপাল কিস্কুর এখনো কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। সোমবার মন্ত্রী বেচারাম মান্না হরিপাল গ্রামীণ হাসপাতালের মধ্যে দুর্ঘটনা গ্রস্থ করমন্ডল এক্সপ্রেস এর আহত দুইজনের হাতে ৫০০০০ টাকার চেক তুলে দিলেন এবং

তাদের কাছে গিয়ে.মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করলেন কোন অসুবিধা হচ্ছে কিনা তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দিলেন মন্ত্রী বেচারাম মান্না ও হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না এবং জেলাশাসক দীপপ্রিয়া পি। মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে সোমবার দুর্ঘটনাগ্রস্ত করমন্ডল এক্সপ্রেস এর হরিপালের গ্রামের আহত দুই জনের হাতে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক কিছু জিনিসপত্র ও শ্রমদপ্তরের পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকার চেক তাদের হাতে তুলে দেওয়া. হল। এছাড়া মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে আগামী তিন মাস তারা মাসে কিছু কিছু করে পাবেন ও খাদ্য সামগ্রী দেওয়া হবে এবং মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী সব সময় তাদের পাশে আছেন আমরাও তাদের পাশে আছি কোন সমস্যা হলে জানাতে বলেছি। হরিপালের বিধায়ক ডাক্তার করবি মান্না প্রায় একই কথা বলেন জেলাশাসক সবরকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সকলের পাশে রাজ্য সরকার রয়েছে তাও বলেন।

বালেশ্বরের রেল দূর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলো সুন্দরবনের কুলতলির দুই যুবকের

দুরন্ত বার্তা,কুলতলি, ৫ জুন ঃ শুক্রবার সন্ধ্যায় ওড়িশার বালেশ্বরে এই শতাব্দীর সবচেয়ে বড় রেল দূর্ঘটনায় মৃত্যু মিছিল বেড়ে চলেছে। আর রবিবার সকালে একই সাথে দুই ভাই এর মৃত্যুর খবর এলো সুন্দরবনের কুলতলি ব্লকের মৈপীঠ উপকূল থানার ভুবনেশ্বরী চরের গ্রামে। এই গ্রামেরই বিশু দাসের দুই পুএ প্রদীপ দাস ও তপন দাস কেরালাতে দিন মজুরের কাজ করার জন্য পাড়ি দিয়েছিলেন শুক্রবার। ওড়িশার বালেশ্বরের কাছে ভয়াবহ ট্রেন দূর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে দুই ভাই প্রদীপ দাস ও তপন দাস। মৃত দুজনের বয়স যথাক্রমে ২৫ ও ২০ বছর। আর এই খবর গ্রামে আসার পর শোকের ছায়া নেমে এসেছে

গ্রামে। তবে এই মৃত্যুর খবর থেকে এখনো পর্যন্ত মৃত তপন দাসের স্ত্রী সুমনা দাস ও মা শিবানী দাসকে কিছু জানানো হয় নি। গরীবের সংসার টানতে পেটের টানে নিজের রাজ্য তথা সুন্দরবন থেকে বহু দূরে তাঁরা পাড়ি দিয়েছিলো সংসারের তথা পরিবারের অন্নের সংস্থান করতে। কিন্তু ভয়াবহ দূর্ঘটনায় কয়েক সেকেন্ডে তাদের সব স্বপ্ন শেষ করে দিয়ে গেল। গেল তাঁরা সজ্ঞানে আর ফিরে এলো কফিন বন্দি হয়ে একতাল মাংস পিন্ড হিসাবে। প্রশাসনের তরফে তাদের পরিবারের পাশে থেকে তাদের শেষ কার্য করা হয়। আর সুন্দরবনের আকাশে তরতাজা প্রাণ গুলি আস্তে আস্তে বিলীন হয়ে গেল অন্ত লোকে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৮৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০

ভূখণ্ড ভারতের নয়

সম্পাদকীয়

সামরিক কর্তাদের মধ্যে দিয়ে চিন ভারত সীমান্ত আলোচনা শুরু হলেও সেখান থেকে কোনও সমাধান সূত্র বের হল না। চিন পরিস্কার করে বলতে শুরু করে দিয়েছে তারা যে ভারতের ভূখণ্ড দখল করেছে সেটা ভারতের নয়। ভারত জোর করে লাদাখ দখল করে রেখে দিয়েছে। লাদাখের ওপরে ভারতের কোনও অধিকার নেই। ফলে লাদাখ নিয়ে কার্যত বিতর্ক দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে বিশ্বে। এদিকে লাদাখ ভারতেকর অংশ নয় বলে যে চিন দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে ভারত কোনও রকমভাবে জোরালো প্রতিবাদ করেনি। ভারত এখনও চাইছে আলোচনার মাধ্যমে চিন ভারত সীমান্ত সমস্যার সমাধান হোক। সেটা আবার আমেরিকার পচ্ছন্দ করছে না। তারা বলতে শুরু করে দিয়েছে যদি চিনকে কড়া ভাষায় আক্রমণ না করা যায় তাহলে ভারতের পক্ষে বিপদ রয়েছে। ভারতের সীমান্ত এলাকাগুলো ধীরে ধীরে চিন দখল করে নেওয়ার সামরিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এবং তাকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে পাকিস্তান। পাকিস্তান যতদিন মানচিত্রে থাকবে ততদিন ভারতের কোনও রকম সীমান্ত সীমাংসা হবে না। কাশ্মীরকে হঠাৎ করে কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত করে পাকিস্তানের বিরাগ ভাজন হয়েছে মোদি সরকার। এমনকী কাশ্মীরের ফারুখ আব্দুল্লাও পর্যন্ত এ ব্যাপারে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছেন। তিনিও চিনের হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন। চিন সরকার কাশ্মীরের রাজনৈতিক পার্টিগুলোকে উস্কে দেওয়ার পিছনে কাজ করছে কিনা সেই খবর ভারতের সামরিক বাহিনীর থাকার দরকার রয়েছে। পাকিস্তান চায় চিনকে ভারতের বিরুদ্ধে এগিয়ে দিতে। তার জন্যই পাকিস্তান চিনকে তাদের বন্দরগুলো ব্যবহার করতে দিয়েছে যাতে করে অতি সহজেই প্রশান্ত মহাসাগর এবং ভারত মহাসাগরের ওপরে চিন খরবদারি করতে পারে। পকিস্তান বুঝতে পেরে গিয়েছে চিন ছাড়া তাদের বাঁচার আর কোনও উপায় নেই। আমেরিকা এবং ইউরোপের অধিকাংশ দেশগুলো পাকিস্তানকে বিশ্বাস করে না। তারা পাকিস্তানকে এখন এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। রাষ্ট্রপুঞ্জে পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদী রাষ্ট্র হিসাবে ঘোষণাকে ভেটো দিয়ে আটকে দিয়েছিল চিন। ফলে চিনই হচ্ছে পাকিস্তানের বড় বন্ধু। জাপান, অস্ট্রেলিয়া চিন বিরোধী কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি নয়। যদি জাপান চিনের আগ্রাসী নীতির তীব্র নিন্দা করেছে। কিন্তু চিন এই সবে বেশি পাত্তা দেয় না। চিন বলতে শুরু করে দিয়েছে তাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের মধ্যে কোনও অন্যায় নেই। চিন কারোর ভূখণ্ড দখল করে নেই। এদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদিজিও চিনের ব্যাপারে কোনও প্রতিবাদ করতে পারেনি। চিনের নাম না করে প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আগ্রাসী নীতির সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসতে বলেছেন মাত্র। মনে হচ্ছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিনের কাছে হাতজোড় করতে শুরু করে দিয়েছেন। চিন যে শক্তিশালী সেটা বলার অপেক্ষা রাখে না। শক্তিশালী হলেও চিন যদি অপরাধ করে তাহলে তা সাহসের সঙ্গে ভারত কেন প্রতিবাদ করছে না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিনের নাম না করে আক্রমণকারী দেশকে ভারতের সীমান্ত থেকে সরে যাওয়ার জন্য আবেদন রেখেছেন। অন্যায় করে ভারতের ভূখণ্ড দখল করে রেখে দিয়েছে চিন সেটা জোরের সঙ্গে প্রতিবাদ করতে মোদি কেন দ্বিধাগ্রস্ত সেটা বুঝতে পারা গেল না।

ভারতের ঘাড়ে নিঃশ্বাস

ভারতের ঘাড়ে এখন নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে চিন, পাকিস্তান এবং নেপাল। ভারতকে এখন কূটনীতি দিয়ে এই তিন শত্রু দেশের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। না হলে ভারত পরাজিত অবস্থায় থাকবে। সেখান থেকে রক্ষা করার কেউই থাকবে না। ভারতের ভূখণ্ড দখল করাটা চিনের কাছে পরীক্ষামূলক। তার কারণ চিন পরবর্তীকালে একটি বড় ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করবে সেটা হচ্ছে তাইওয়ান। ইউরোপের দেশগুলো তাইওয়ানকে মদত দিতে শুরু করে দিয়েছে যা চিন একেবারে অপচ্ছন্দ করতে শুরু করেছে। চিন চাইছে না এখনই তাইওয়ান অধিকার করতে। চিন শুধু সময়ের জন্য অপেক্ষা করছে। চিন বরাবারই বলে এসেছে যে তাইওয়ান চিনের অংশ। তাইওয়ান সার্বভৌমত্ব চিন স্বীকার করে না। এদিকে উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া কোন পক্ষে রয়েছে চিন তা পরখ করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের ওপরে নিঃশ্বাস ফেলতে শুরু করে দিয়েছে হংকংয়ের স্বাধীনতাকামী তরুণরা। তারা চিন সরকারের বিরুদ্ধে সেখানে জনমত তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের শাসনের বিরোধিতা করছে। ব্রিটিশ সরকার আবার হংকংয়ের তরুণদের এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনরে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছেন। চিন ব্রিটিশ সরকারকে চিনের অভ্যন্তরীন বিষয়ে হস্তক্ষেপ বলে বিবৃতি দিতে শুরু করেছে। ভারত যদি চুপ করে থাকে তাহলে চিন আরও গলা ফাটিয়ে বলতে থাকবে যে লাদাখ এবং অরুণাচল প্রদেশ ভারতের অংশ নয়। আগামি দিনে যদি কাশ্মীরের ন্যাশনাল পার্টিকে সমর্থন করে চিন তাহলে আব্দুল্লা চিনের সহযোগিতা নিয়ে কাশ্মীরে তাদের শাসন কায়েম করার চেষ্টা চালিয়ে যাবে এটা নিশ্চিত।

কাশ্মীরের অধিকাংশ বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা সবাই জেলে। মোদি সরকার এখনও তাদেরকে কারাগার থেকে বের করেনি। কাশ্মীর ভারতের কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। এবারে স্বাধীনতা দিবসের দিন ভারতের পতাকা কাশ্মীরের বিভিন্ন স্থানে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। আগে কাশ্মীরে পাকিস্তান পতাকায় মোড়া থাকতো। সেটা এখন আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। গোটা কাশ্মীরের এবারে পনেরো আগস্ট ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়েছে। সোশ্যাল ডিসট্যান্স বজায় রেখে সরকারি উদ্যোগে ভারতের স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয় যা একেবারে পাকিস্তান দেখতে নারাজ ছিল। চিনকে সামানে রেখে পাকিস্তান এখন কূটনীতির খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছে। চিন কতদিন পাকিস্তানকে এ সব ব্যাপারে মদত দেবে সেটা বুঝতে পারা যাচ্ছে না। চিন চাইছে ভারত আমেরিকার পাশ থেকে সরে দাঁড়াক। আমেরিকার সঙ্গ ত্যাগ করুক ভারত। কিন্তু ভারতের ব্যবসার অধিকাংশই আমেরিকার সঙ্গে সংযুক্তিকরণ। ফলে এখনই ভারত কোনও রকমভাবে আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারবে না বা চিনের কথায় সায় দিতে পারবে না।

অনুকূলচন্দ্র ঠাকুরের অমৃত বাণী

কারো সাহায্য যখন তুমি না পাও, তখন পিতার কাছে যাও। সে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকবে। কৃতজ্ঞতাবোধ থাকতে হবে নচেৎ অমানুষ সেই সন্তান

স্বামী বিবেকানন্দের কর্ম চিন্তা

স্বামী বিবেকানন্দ মানবিক চিন্তার ওপর জোর দিয়েছিলেন। রুচিশীল পরিবর্তনের ওপরে জোর দিয়েছিলেন। তিনি কোনও সময়ে চাননি সাধারণ মানুষ দরিদ্র মানুষ চিরকাল দরিদ্র অবস্থায় থাকুক। তিনি তাদের উন্নতি চেয়ে ছিলেন। এক মাত্র শিক্ষাই পারে অন্ধকার দূর কর আলো নিয়ে আসতে। সেই কারণে তিনি শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিলেন। বিশেষ করে নারী শিক্ষার ওপরে তিনি জোর দেন। বিজ্ঞান চেতনার ওপরে তিনি জোর দিয়েছিলেন। প্রাথমিক স্তরে অতি সাধারণ বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা চালানোর পক্ষে ছিলেন। বিজ্ঞানই পারে অন্ধকারকে দূর করতে। আর কারোর ক্ষমতা নেই দ্রুত আলো নিয়ে আসার।

পরিবেশ রক্ষা করাটাও মানবসভ্যতার বিকাশ

রবীন্দ্রকুমার শীল

পরিবেশ রক্ষাটাও মানব সভ্যাতার বিকাশ ধরে নেওয়া যেতে পারে। মানবসভ্যতা দাঁড়িয়ে রয়েছে পরিবেশের ওপরে নির্ভর করে। সেই পরিবেশটাকে যেভাবে দূষিত করা হচ্ছে তার ফলে আজকে করোনাভাইরাসের আগমন এটাকে একেবারে অস্বীকার করা যায় না। পরিবেশকে সুস্থ রাখতে না পারলে আগামি দিন আর ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে সে ব্যাপারে নিশ্চি হয়ে থাকা যেতে পারে। জি-৮ সম্মেলনে বিশ্বে আট দেশ মিলিত হয়ে বিশ্ব পরিবেশকে বিষাক্ত হওয়ার হাত থেকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করতেই আমেরিকার চিৎকার করতে শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকার বৃহৎ শিল্পগুলোই পরিবেশকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক রাখতে অক্ষম ছিল। সেখান থেকে যে পরিমাণ কার্বন নির্গত হতে শুরু করেছিল তার ফলে বিশ্বের পরিবেশ একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে ছিল। শুধু আমেরিকার নয়, পাশাপাশি চিন, রাশিয়ার মতো দেশ এই পরিবেশ রক্ষায় সামিল ছিল না। পরিবেশকে রক্ষা করতে যে ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল তা অক্ষর অক্ষরে পালন করতে গেলে বহু বৃহৎ শিল্পগুলো বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বৃহৎ শিল্প কলকারখানা থেকে যে দূষিত রাসায়নিক জল নির্গত হয়ে নদী নালাতে পড়তো সেই সব রাসায়নিক জল নদীর জলের সঙ্গে মিশে বহু মাছের এবং জলজ প্রাণীর মৃত্যু ঘটিয়েছে। সমুদ্রে ডলফিনদের চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গ্রীনল্যাণ্ডের এসকিমোরা বরফের ঘরে বাস করতে অভ্যস্ত। সেখান যথেষ্ট পরিমানে বরফ তৈরিহচ্ছিল না অত্যন্ত উষ্ণতা সেখানকার পরিবেশটকে একেবারে পাল্টে দিয়েছিল। এসকিমোদের বাঁচার পথ কোথাও ছিল না। তাদের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। এত উষ্ণতার মধ্যে তারা থাকতে অভ্যস্ত নয়। ফলে তাদের জীবন জীবিকা রক্ষা করাটা ভীষন কঠিন হয়ে পড়তে শুরু করেছিল। মরুভূমিতে মরু ঝড়ও কমে গিয়েছিল। যে মরু ঝড় দেখতে বহু পর্যটকেরা মরু রিসর্টে এসে উপস্থিত হতো। রাজস্থানে মরু অঞ্চল কমতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানে এখন শুধুমাত্র জয়সালমিরে দেখতে পাওয়া যায়। মরুভূমি রাজস্থানে একটি বিশেষ আকর্ষন ছিল। সেই আকর্ষন ক্রমশ বিলীন হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র। কিন্তু বারবার আমেরিকার নিজেদের ব্যবসায়িক স্বার্থকে বজায় রাখতে এই সব পরিবেশ সম্মেলনে উত্থাপিত প্রস্তাবগুলোর ওপরে ভেটো দিয়ে নাকচ করে দিয়েছিল। ফলে বিশ্ব পরিবেশ রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। আজকে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন বুঝতে পেরে গিয়েছে যে আগামি দিনে অজানা ভাইরাসের হাত থেকে গোটা আমেরিকাকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হবে তখন নিজেদের দেশের নাগরিকদে রক্ষার স্বার্থে জি-৭ সম্মেলনের ডাক দিয়েছে। জার্মান সরকার

এই সম্মেলনে যোগ দেবে না বলে পরিস্কার বলে দিয়েছে। জার্মান সরকার এই সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার যুক্তি হিসাবে বলেছে যে তারা এখন করোনাভাইরাসের সংক্রমণ থেকে দেশবাসীকে রক্ষা করতে ব্যস্ত। ঠিক এই সময়ে বিশ্বে অন্য একটি রাষ্ট্রে গিয়ে আলাচনা করার কোনও সময় হাতে নেই। এখন জার্মানবাসীকে রক্ষা করতে হবে করোনাভাইরাস থেকে। ইতিমধ্যে জার্মান দেশে কয়েক হাজার নাগরিক করোনাভাইরাসে আক্রান্ত। তাদেরকে সুস্থ করে তোলাই হচ্ছে জার্মান প্রশাসনের মূল লক্ষ্য। আমেরিকার প্রেসিডেন্টের ডাকা সম্মেলনে যোগ দেওয়ার এটা উপযুক্ত সময় নয়। জার্মান সম্মেলনে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে পুরোপুরি সরে এলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কী করবেন সেটা নির্ভর করছে তাঁর ওপরে। তিনি এখনও পর্যন্ত জি-৭ এ সম্মেলনে যোগ না দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে উঠতে পারেননি। তিনি সেখানে যোগ করাটা ঠিক হবে কিনা নিয়ে বিস্তর আলোচনা হতে শুরু করে দিয়েছে। সচিবেরা ইতিমধ্যে রীতিমতো বেশ কয়েকটি বৈঠকও করে ফেলেছেন। জার্মান যারা একটি কথাতে ট্রাম্পের আমন্ত্রণপত্রকে নাকচ করে দিতে পারলো ভারতের প্রধানমন্ত্রী শুধু সময় নিয়েই চলেছেন। তাঁর মুখে ওপর বলে দেওয়ার কোনও সাহস নেই। যে ভারত আজকে করোনাভাইরাস নিয়ে কঠিন অবস্থায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার ওপরে বাংলার আমফান ঘুর্নি ঝড় এবং মুম্বইতে বিশাল ঝড় সব কিছুকে লণ্ডভণ্ড করে দিয়েছে। দেশটা এখন কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলেছে। ঠিক এই সময়ে দেশের কঠিন পরিস্থিতির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে হচ্ছে ভারতকে। এই সময়ে জি-৭ সম্মেলনের বৈঠকে যোগ দিয়ে শুধু মাত্র আলাপ আলোচনা করে সময় কাটালে চলবে না। আর কোনও লাভ হবে না। কারণ আমেরিকার তার নিজের স্বার্থকে বজায় রেখে অন্য সব রাষ্ট্রে ওপরে পরিবেশ রক্ষার আইন চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পদ্ধপরিকর। আমেরিকা চায় বিশ্বের সব রাষ্ট্রগুলো তার তাবোদারি করুক। আর লাভের মুনাফা নিয়ে দেশের সম্পদ তৈরি করুক। যেটা আগে ব্রিটিশ সরকার করতো। ব্রিটিশ সরকার এক সময়ে সার বিশ্ব জুড়ে উপনিবেশ তৈরি করেছিল। শুধু ব্রিটিশ সরকার নয়। পাশাপাশি ফ্রান্স, ডাচ, পর্তুগিজেরাও ভারত দখল করে নিয়ে ছিল। তারাও ভারতের বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। আজকে আমেরিকায় যে বর্ণবৈষম্য নিয়ে যে ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে তার মূলে রয়েছে উপনিবেশ। আমেরিকা তখন ব্রিটিশ কলোনী ছিল। সেই সময়ে আফ্রিকা দেশ থেকে হাজার হাজার কালো আদমিদের আরেরিকার নিয়ে গিয়ে সেখানে ক্রীতদাস হিসাবে কাজ করানো হতো। লোহার শিকল আদমিদের পায়ে বেড়ি হিসাবে লাগিয়ে তাদেরকে ধরে নিলাম করে বেগার শ্রমিকে পরিণত করা হতো। এটা এসেছিল উপনিবেশবাদ থেকে। সেই উপনিবেশবাদ এখন আর না থাকলেও আমেরিকায় রয়ে গিয়েছে বর্ণবৈষম্য। কৃষ্ণাঙ্গ শ্বেতাঙ্গ বিভেদ। তারও উত্তাল চিত্র দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। আসলে এই সব কিছুর মধ্যে রয়েছে পরিবেশকে রক্ষার সুচিন্তিত মতামত প্রকাশের প্রতি অনীহা। শুধু গাছ লাগালেই পবিবেশ সুস্থ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে না। মানুষের মনটাকে মানবিকতায় পরিস্কার করে রাখার প্রয়োজন রয়েছে। মানবিকার প্রকাশ করাটা এখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। এটার ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে গোটা বিশ্বের আগামি দিনগুলো। বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষার প্রশ্নটাও।

গোটা বিশ্বের পরিবেশকে বিষাক্ত করছে রুশ-ইউক্রেন যুদ্ধ

বিশ্ব পরিবেশকে রক্ষা করতে গেলে সরকার হচ্ছে এখনই ইউক্রেন রুশ যুদ্ধ বন্ধ করা এবং ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা বন্ধ করা। উত্তর কোরিয়া একের পর এক শক্তিশালী ক্ষেপনাস্ত্র পরীক্ষা করতে শুরু করে দিয়েছে। তা বিশ্বকে রক্ষা করার তাগিদেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত। কঠোর আইন করে নিষিদ্ধ আস্ত্র নির্মাণ এবং তা পরীক্ষা করা একেবারে বন্ধ করে দিতে হবে। রাসায়নিক অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে খুবই গোপনে। এই সব রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করা ফলে নানা রকম ভাইরাসজনিত রোগ প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। করোনা ভাইরাস তার একটি উজ্জ্বল উদাহরণ। বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র নেতাদের এ ব্যাপারে এক হতে হবে। তা নাহলে বিশ্বকে রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব। প্রতিদিন যে হারে গাছপালা নষ্ট হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছে তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় বের করতে হবে। গাছ কাটলে কড়া পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। নদীর জলকে দূষিত করা চলবে না। নদীর জল যদি দূষিত হয় তাহলে সমুদ্রের জলও নোংরা হবে। তার ফলে সমুদ্রের প্রাণীরা জীবনকে রক্ষা করতে পারবে না। পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হতে থাকবে। প্রতি বছর পৃথিবী গত বছরের তুলনায় উত্তপ্ত হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। উত্তপ্ততা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। মহাকাশ এখন দূষিত হওয়ার পথে। সেখানে যেসব উপগ্রহ পাঠানো হচ্ছে সেগুলির মধ্যে বহু উপগ্রহ রয়েছে তা অকেজো হয়ে গিয়েছে। তাদেরকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসা চেষ্টা করতে হবে। আগামি দিনে মহাকাশ সফরের জন্য পর্যটন কেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেখানে কোটি টাকা খরচ করে মহাকাশ যান তৈরি করা হচ্ছে সেসরকারি তরফ থেকে। বেসরকারি মহাকাশ পর্যটক তৈরি হয়েছে। তারা এখন আর পৃথিবী ঘুরে বেড়াতে চায় না। মহাকাশ ভ্রমণ করতে চায়। তার জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে মহাকাশ যান তৈরি করা হচ্ছে। বেসরকারি স্পেস স্টেশন তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। বহু বেসরকারি সংস্থা মহাকাশ গবেষণা করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। মহাকাশ থেকে শুরু করে সমুদ্রতল পর্যন্ত পরিবেশ ক্রমশ দূষিত হওয়ার পথে। সেই সব পরিবেশকে স্বাভাবিক করার ক্ষেত্রে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত তা ভাবতে হবে। আধুনিক পৃথিবী তৈরি হবে। তা হলে পরিবেশকে নষ্ট করে আধুনিক পরিবেশ গ্রহণ করাটা একটি অপরাধ। এই অপরাধের কোনও ক্ষমা নেই। পরিবেশ বিজ্ঞান এবং পরিবেশ সচেতনা বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রত্যেক বিশ্ববাসীর উচিত হচ্ছে বছরে কয়েকদিন ধরে গাছ লাগানো। গাছ লাগাতে না পারলে কিন্তু পরিবেশ স্বাভাবিক হবে না। নদীতে ডিজেল চালিত যান বন্ধ করতে হবে। সেখানে সৌরশক্তি যান ব্যবহার করা উচিত। সৌরশক্তি জলযান ব্যবহার করলে নদী দূষিত হবে না। এইভাবে পরিবেশ রক্ষা করা যেতে পারে।

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ থেকে শুরু হয়েছিল আন্তর্জাতিক পরিবেশকে ধ্বংস করার প্রক্রিয়া। সেটা চলতেই থাকে। দখল নেওয়া শুরু হয় বিশ্বের রাষ্ট্রের অংশগুলো। সেখানকার পরিবেশকে নষ্ট করে ঘনবসতি হতে শুরু করে। শিল্প কলকারখানা স্থাপিত হাতে থাকে। বিষাক্ত রাসায়নিক গ্যাস এই সব কলকারখানা থেকে নির্গত হয়ে পরিশুদ্ধ বায়ুর সঙ্গে মিশে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি করতে শুরু করে দেয়। ফলে নির্মল বায়ু সেবন করাটা এখ একটি কঠিন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে যায়। গোটা বিশ্বটাকে রক্ষা করাটা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক সেই সময়ে করোনাভাইরাস এসে গোটা পৃথিবীর ফুটন্ত গতিটাকে স্তব্ধ করে দিল। প্রায় দুই মাস ধরে পৃথিবীর মানবসভ্যতা গতিহীন অবস্থায় থাকলো শুধু নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য। এবারে বুঝতে পেরেছে যে আগামি দিনে প্রাকৃতিক নিয়ম শৃঙ্খলাকে অবহেলা করতে তার পরিমান কঠিন হয়ে উঠতে পারে। যে কোনও সময়ে মানবসভ্যতার ওপরে প্রকৃতি প্রতিশোধ নিতে দ্বিধা বোধ করবে না সেটা পরিস্কার হয়ে গেল। সেই কারণে এখন জি-৭ বৈঠকে আগামি দিনে এই বিশ্বে মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে কি কি করণীয় তা নিয়ে চলবে আলোচনা। আগামি কিভাবে জীবন যাপন করে সমস্ত বিশ্বকে বাঁচার অধিকার অর্জন করতে হবে। না হলে এই বিশ্ব থেকে মানুষ নামক প্রজাতি একেবারে লোপ পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। পরিবেশকে রক্ষা না করতে পারলে মানব মনটাকে সুস্থ এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন না করতে পারলে জীবন ধারন রক্ষা করাটা খুবই কঠিন হয়ে পড়বে সেটা নিশ্চিত বলা যেতে পারে। শুধু গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে সুস্থ স্বাভাবিক রাখার যেমন প্রয়োজন রয়েছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন রয়েছে মানব জাতির মনের ভিতরের দূষণটাকে দূর করার। সেটা করতে পারলে আগামি দিনে বিশ্বের মানব সভ্যতার অগ্রগতির সম্ভাবনা যথেষ্ট রয়েছে। নাহলে মানব সভ্যতার পতন অনিবার্য।

চিন আমেরিকার বিকল্প শক্তি হতে চায়

আমেরিকার বিকল্প হওয়ার জন্যই চিন একন রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিন পিং বলেছেন পুতিন তাঁরে সবচেয়ে সেরা বন্ধু। তিনি রুশ সফর কালীন ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে একটি কথাও বলেনি। তবে বলেছেন যুদ্ধ হওয়া উচিত নয়। তার বেশি কোনও কথা বলেননি তিনি। পুতিনের সঙ্গে মত বিরোধ করতে চান না শি এটা পরিস্কার। আমেরিকা জন্য তাইওয়ান তারা দখল করতে পারছে না। হংকংবাসীরা চিন বিরোধী তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ব্রিটেন এবং আমেরিকার উস্কানি। হংকংবাসীরা চিনের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে শুরু করেছে। তারা চিন সরকারের অধীনে থাকতে চায় না। চিন সেনারা জোর করে হংকংবাসীদের চিনের মতে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে। ভারতকে চিন কব্জা করার চেষ্টা করছে। পারছে না শুধু আমেরিকার জন্য। তার ফলে চিন একন চাইছে আমেরিকার চেয়ে শক্তিশালী হতে। পারছে না তার একটি মাত্র কারণ আমেরিকা বিজ্ঞানের দিক দিয়ে বহু এগিয়ে। আমেরিকার সেনা বাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী। বিশেষ করে বায়ু এবং নৌ বিভাগ। সেই কারণে চিন এখন অস্ত্র, যুদ্ধ জাহাজ এবং যুদ্ধ বিমান তৈরি করার দিক ঝোঁক দিতে শুরু করেছে। জো বাইডেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরই চিন খুবই সংযত হয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। চিন আমেরিকার হাত থেকে রক্ষা পেতে এখন রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে শুরু করেছে। রাশিয়ার প্রেসিডেনট পুতিন ঘোরতর আমেরিকার বিরোধী। তিনি এখন চিনের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে রাশিয়ার শক্তিকে বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছেন। এদিকে ব্রিটেন, জার্মান এবং আমেরিকার একই সরলরেখায় অবস্থান করতে শুরু করে দিয়েছে। আমেরিকা নেটো তৈরি করে গোটা ইউরোপকে গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রেখে গিয়েছে যা রাশিয়ার পক্ষে বিপদজনক বলা যেতে পারে। ইউক্রেনকে রক্ষা করতে নেটো কেন লড়াই করলো না তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। নেটো যুদ্ধ করতে নামলে গোটা ইউরোপ আবার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পড়তো। তার ফলে তৃতীয় বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা ষোলা আনা ছিল। কিন্তু আমেরিকা কেন বড়সড় ধরনের যুদ্ধে লিপ্ত হতে চাইছে না। আমেরকার মূল পক্ষ হচ্ছে তাইওয়ানকে রক্ষা করা এবং চিনের আগ্রাসন নীতিকে একেবারে খতম করা। তরুণাচল প্রদেশ নিয়ে চিন আবার বাড়বড়ন্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারত তার প্রতিবাদ করেছে। কিন্তু তবুও চিন তা করতে অস্বীকার করেনি। চিন ভারতের সঙ্গে একদিকে মৈত্রীর কথা বলবে আবার অন্য দিকে চিন ভারতের সীমান্ত এলাকা দখল করতে থাকবে এটাই হল চিনের কূটকৌশল। এখন চিন ইউরোপের দেশগুলির দিকে ঝুঁকে পড়তে শুরু করে দিয়েছে। অবার ইরান এবং আরব দেশগুলির সঙ্গে বন্ধুত্ব বজায় রেখেছে। এবারে দেখতে পাওয়া গেল ইউরোপের বহু দেশ চিনাভিমুখী। তারা চিনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করছে। ইউরোপীয় কমিশনের চেয়ারম্যান এখন বেজিংয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্ট মাকরঁ এখন চিন দেশ সফর করেছেন। জার্মানির চ্যানেসলর ওলাফ শোলৎজ চিন সফর করেছেন। তিনি চিনা প্রসিডেন্ট শি জিনপিং এর সঙ্গে বৈছক করেছিলেন। ইউরোপ কাউন্সিলের কর্তা শার্ল মিশেল বেজিং সফর করেছেন। স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ বেজিং সফর করে চিনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বৃদ্ধি করার দিকে নজর দিয়েছেন। এই মুহূর্তে ইউরোপ ইউনিয়নের সঙ্গে চিনের ব্যবসার পরিমান গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৯০ হাজার কোটি ডলারে। ফরাসি দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে সাইবার প্রযুক্তিবিদরাও চিন সফরে গিয়েছিল। চিনের সঙ্গে ফরসি দেশের যযি সাইবার চুক্তি হয় তাহলে সেটা ভারতের পক্ষে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। চিন ভারতের ব্যবসা বাণিজ্যের অন্যতম অংশীদার এবং সেই সঙ্গে কৌশলগতক্ষেত্রে একটা বড় চ্যালঞ্জও বটে। চিনের সঙ্গে ইউরোপীয় গোষ্ঠীর সম্পর্ক তৈরি হলে তা ভারতের কোয়াড এর সিদ্ধান্তের পরিবর্তন নিয়ে আসতে পারে। এদিকে অস্ট্রেলিয়া চিনের সঙ্গে বিরোধে যাবে না। আমেরিকা, ব্রিটেন, জাপান ছাড়া আর কাউকে প্রত্যক্ষ চিন বিরোধী হিসাবে চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়ে চিন এখন প্রশান্ত মহাসাগর একার ওপরে নজরদারি করার চেষ্টাকরছে। আমেরিকার বাধাতেই চিন বড় হতে পারছে না। শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে বিশ্বে নাম করতে পারছে না। কিন্তু এই আমেরিকাই চিনকে তাদের পাঁচিল থেকে বের করে নিয়ে এসেছিলেন আমেরিকার প্রাক্তন রাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঙ্গার। তখন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ছিলেন নিক্সন। তিনি রাশিয়াকে চাপে রাখতে গিয়ে চিনের সঙ্গে দোস্তি করে ফেলেন। আমেরিকার শিল্পপতিরা তখন চিনের শিল্প স্থাপন করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকে। চিন দেশে শ্রমিকেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করতে পারে। তার ওপরে সেখানে কোনও শ্রমিক ধর্মঘট নেই।

হেরিটেজ

মুসোলিনির হাতে রবীন্দ্রনাথের ছবি

ইটালির সর্বাধিনায়ক বেনিতো মুসোলিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি নিজের হাতে ছবি তুলেছিলেন। মুসোলিনি কবিকে না জানিয়ে ছবিটি তুলেছিলেন। কবি জানতেন না যে মুসোলিনি তাঁকে ভালোবেসে ছবিটি তুলেছিলেন। হঠাৎ করে ছবিটি তোলার জন্য কবির নিমীলিত চোখ এবং আত্মমগ্ন কবির পাশ ফেরানো ছবিটা ধরা পড়ে মুসোলিনির ক্যামেরায়। এই ছবিটি রয়েছে তিরুঅনন্তপুরমমের নিকটে মাধবী মন্দিরম লোকসেবা ট্রাস্ট এর সংগ্রহশালায়। জি রামচন্দ্রন তাঁর মায়ের নামে এই সংগ্রহশালাটি নির্মাণ করেছিলেন। ১৯২৫ সালে ইটালি যান কবিগুরু। সেখানেই কবির সঙ্গে পরিচয় হয় সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপক কার্লো ফর্মিকির। তাঁর মাধ্যমে কবিগুরু বহু বই পাঠিয়েছিলেন মুসোলিনিকে। অধ্যাপক জিওসেপ্পে তুচ্চিও এসেছিলেন বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা করার জন্য। মুসোলিনি কবিগুরুর যত বই ইতালি ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল সব কটি বই তিনি পড়েছিলেন। এশিয়ার প্রথম নোবেল জয়ী কবিগুরুর ছবি সংগ্রহ করাটা তাঁর মধ্যে প্রবল ইচ্ছা জাগরিত হয়েছিল। সেই সময়ে মুসোলিনি নিজের ক্যামেরা দিয়ে কবিগুরু ছবিটি তুলে ফেলেছিলেন। কবির সঙ্গে মুসোলিনির ঘনিষ্ঠতা অনেকে সহ্য করতে পারেননি। তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন রম্যাঁ রোঁলা। ফ্যাসিস্ত মুসোলিনি সম্পর্কে বহু কথা কবিকে বলেন তিনি। মুসোলিনিকে ভুল বোঝার পিছনেও ছিলেন অধ্যাপক ফর্মিকিও। অধ্যাপক ফর্মিকি মুসোলিনির দলভুক্ত না হলেও তিনি কিন্তু তাঁর সমর্থক ছিলেন। জি রামচন্দ্রন বিশ্বভারতীতে পড়াশুনা করার ইচ্ছা হয়। তখন তিনি শান্তিনিকেতনে এসে কবির সঙ্গে দেকা করেন। শান্তিনিকেতেন ছাত্রাবস্থায় থাকার সময়ে গান্ধিজির সঙ্গে দেখা হয় রামচন্দ্রনের। এই রামচন্দ্রন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন মাধবী মন্দিরম লোকসেবা ট্রাস্ট। পরে মুসোলিনির এই ছবিটি উপহার দিয়েছিলেন অ্যাণ্ডুজকে কবিগুরু স্বয়ং। পরে সেই ছবিটি অ্যান্ডুজ রামচন্দ্রনকে দিয়ে দেন।

মামার মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে গ্রেফতার যুবক

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ৫ জুন ঃ মামার বাড়িতে বেড়াতে এসেছিলেন যুবক। তবে মনে মনে এই ফন্দি এঁটেছিলেন কেউ হয়ত ভাবেননি। খালি বাড়িতে মামার মেয়েকে একা পেয়ে তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল। গ্রেফতার গুণধর ভাগ্নে। ঘটনাটি পশ্চিম মেদিনীপুরের চন্দ্রকোনা থানা এলাকার। কয়েকদিন আগে অভিযুক্ত যুবক মামার বাড়িতে যায়। অভিযোগ, তখনই বাড়িতে মামার মেয়েকে একা পেয়ে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ধৃতের বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। সোমবার তাঁকে তোলা হয় ঘাটাল মহকুমা আদালতে। পরিবার সূত্রে খবর, নির্যাতিতার বয়স ৮। এবং অভিযুক্ত যুবকের বয়স পঁচিশের কাছাকাছি। নাবালিকার পরিবারের দাবি, শারীরিক নির্যাতন চালানোর সময় মেয়েটির মা ভাগ্নে ও নাবালিকাকে আপত্তিকর অবস্থায় দেখে ফেলেন। তখনই মামাবাড়ি থেকে চম্পট দেন অভিযুক্ত। যদিও, ওই যুবকের পরিবারের তরফে বিষয়টি সালিশি সভার মাধ্যমে মিটিয়ে নেওয়ার আবেদন করা হয়। তবে নির্যাতিতার পরিবার সে কথা মানতে চায়নি। এরপর নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে চন্দ্রকোনা থানায় ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। রবিবার ভোর নাগাদ চন্দ্রকোনা থানার শ্রীনগর এলাকা থেকে পুলিশ গ্রেফতার করে অভিযুক্তকে। নাবালিকার পরিবারের দাবি, এর আগেও ওই যুবক অনেক মহিলাকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেছে। আর আজ তার লালসার শিকার খোদ বোন। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবি করেছে পরিবার।

দুঃস্থদের দায়িত্ব

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৫ জুন ঃ আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রীর পড়াশোনার দায়িত্ব নিলেন ফারাক্কার তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক মনিরুল ইসলাম। এরপরেই হাই মাদ্রাসা, উচ্চমাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক পরীক্ষায় ফারাক্কা ব্লকের প্রথম কুড়ি জন ছাত্রছাত্রীকে সোমবার ফারাক্কা নুরুল হাসান কলেজের অডিটোরিয়ামে সংবর্ধনা জানানো হয়। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ফারাক্কার বিধায়ক সহ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অরুণময় দাস, জঙ্গিপুর পুলিশ জেলার সুপার ভিজি এস পশুমার্থি, ফারাক্কা থানার আইসি দেবব্রত চক্রবর্তী সহ পুলিশ প্রশাসনের আধিকারিকরা। বিধায়কের তরফ থেকে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক এবং হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় ফারাক্কা ব্লকে প্রথম তিন স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের হাতে ১০ হাজার টাকা আর্থিক অনুদান এবং অন্যান্য উপহার তুলে দেওয়া হয়। বিধায়ক মনিরুল ইসলাম বলেন, অনেকেই দারিদ্রতার সঙ্গে লড়াই করে পড়াশুনো চালিয়ে যাচ্ছে। উচ্চশিক্ষায় যাতে এদের সমস্যা না হয়, তাই দুঃস্থ ও মেধাবী পড়ুয়াদের পাশে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলাম।

পরিবেশ আলোচনা

দুরন্ত বার্তা, ঝাড়গ্রাম, ৫ জুন ঃ শিলদা চন্দ্রশেখর কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্পের উদ্যোগে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এক বিশেষ আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। এই আলোচনা সভায় পরিবেশের উপর প্লাস্টিকের ক্ষতিকারক প্রভাব বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ওড়িশার রাজেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ড. প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী। সভায় সভাপতিত্ব করেন কলেজের উপাধ্যক্ষা ড. সুজাতা তিওয়ারি ও সভা পরিচালনা করেন অধ্যাপক ড. সুশান্ত দে। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গনিত বিভাগের অধ্যাপক ড.নির্মল কুমার মন্ডল। প্রচন্ড দাবদাহকে উপেক্ষা করে এই অনুষ্ঠানে জাতীয় সেবা প্রকল্পের ১৯২ জন স্বেচ্ছাসেবক উপস্থিত ছিলেন।

সিপিএম-তৃণমূলের সংঘর্ষের জেরে ফের উত্তপ্ত কোচবিহার

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত ভোটের আগে উত্তপ্ত হয়ে উঠল কোচবিহারের তুফানগঞ্জ। দুই দলের সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। ঘটনায় বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। রবিবার রাতে তুফানগঞ্জের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ বালাভূত এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। সিপিএম ও তৃণমূলের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে। ঘটনায় আহত হয়েছে উভয় দলের ৬ জন। আহতদের উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। রাতে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় তুফানগঞ্জ থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। এরপরেই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। ঘটনাস্থল থেকে দুই দলের কর্মী-সমর্থককে আটক করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের পক্ষ থেকে একটি কর্মীসভার আয়োজন করা হয়। সেই কর্মীসভা শেষ হতেই এলাকায় পালটা মিছিল করে স্থানীয় তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা। সেই মিছিল থেকেই সিপিএম কর্মী-সমর্থকদের বাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর ছোঁড়ার অভিযোগ ওঠে শাসকদলের বিরুদ্ধে। ঘটনায় দুই দলের কর্মী -সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ঘটনায় জখম হয় সিপিএমের ৩ জন। তাদের মধ্যে একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও ঘটনাস্থল থেকে সিপিএমের আরও একজন মহিলা সহ দু'জনকে রক্তাক্ত অবস্থায় নিয়ে যাওয়া হয় তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে। অন্যদিকে, তৃণমূলের তিনজন আহত হয়। বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে তাদের। যদিও পালটা সিপিএমের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। বালাভূত অঞ্চলের তৃণমূল সভাপতি আলতাফ ব্যাপারী জানান, সিপিএম কর্মীরা তাদের কর্মীর উপর হামলা চালিয়েছে। তৃণমূলের তিনজন গুরুতর আহত হয়েছে। পুলিশ রাতেই তাদের ২০ জনকে গ্রেফতার করেছে। তৃণমূলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তুফানগঞ্জ-১ বি ব্লকের তৃণমূলের সভাপতি প্রদীপ বসাক। তার দাবি, যে দু'জনের মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে তাদের আগে থেকে জমি বিবাদ চলছিল। তাই নিয়ে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে সিপিএম উঠে পড়ে লেগেছে।

সমবায়ে পরাজিত বাম-বিজেপি

দুরন্ত বার্তা, ঘাটাল, ৫ জুন ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রাক্কালে বাম-বিজেপি জোটকে গোহারা হারাল তৃণমূল কংগ্রেস। রাম-বাম জোট কাজ করল না সমবায় নির্বাচনে। তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করতেই এই জোট তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু তারপরেও জিততে পারল না এই জোট। ফলে সমবায় নির্বাচনে মুখ পুড়ল দুই দলের বলে মনে করা হচ্ছে। পঞ্চায়েত নির্বাচনের পূর্বে এমন হার প্রভাব ফেলবে ভোটবাক্সে বলে মনে করা হচ্ছে। তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে কার্যত ধুয়েমুছে সাফ হয়ে গেল বিরোধী জোট। তার জেরে বিরোধী শূন্য হয়ে গেল সমবায় সমিতি। যদিও এই পরাজয় মেনে নিতে পারছেন না বাম-বিজেপি জোটের নেতারা। বরং তাঁরা এই সমবায় নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ভোটার চুরির অভিযোগ তুলেছেন। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের দাসপুর ১ ব্লকের পার্বতীপুরে রবিদাসপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির নির্বাচন হয়। আর সেই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ছিল টানটান স্নায়ুর লড়াই। কড়া পুলিশি নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে এই নির্বাচন হয়। কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেওনি। তারপরেও হেরে গিয়েছে বিরোধী জোট। এই সমবায় নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ৪৮। তৃণমূল কংগ্রেস যেখানে ৪৮-টিতে প্রার্থী দিয়েছিল। সেখানে বাম-বিজেপি জোট করেও সমস্ত আসনে প্রার্থী দিতে পারেনি। ৪১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে গোহারা হেরে গিয়েছে এই জোট। যদিও তাঁদের এই জোটের কথা প্রকাশ্যে স্বীকার করছেন না কেউ। রবিবার রাত পর্যন্ত নির্বাচন হয়। তারপর ফলাফল প্রকাশ হতেই সবুজ আবিরে ঢেকে যায় এলাকা। তখন প্রার্থী চুরির অভিযোগ করেন তাঁরা। 'সমবায় বাঁচাও মঞ্চ' ব্যানারে প্রার্থী দিয়েছিল তাঁরা। ভোটের ফল বেরোতেই দেখা যায়, সব আসনে জয়লাভ করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। একটি আসনও পায়নি জোট।

নিখোঁজ একই গ্রামের তিনজন

দুরন্ত বার্তা, কোলাঘাট, ৫ জুন ঃ পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট থানার অন্তর্গত নামালবাড় গ্রাম থেকে তিনজন শ্রমিক ভিন রাজ্যে রোজগারের তাগিদে কাজের জন্য করমন্ডল এক্সপ্রেসে করেই যাচ্ছিলেন। ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে সেই করমন্ডল এক্সপ্রেস। যেখানে মৃত্যুর সারি শিহরণ জাগিয়ে তুলেছে গোটা দেশে। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে সেই করমন্ডল এক্সপ্রেসে করে যাওয়া তিন শ্রমিকের এখনও খোঁজ মেলেনি। কোলাঘাটের নামালবাড় গ্রামের সেক জহুর আলি, মুসিবুল পাখিরা, জয়নাল পাখিরা এই তিন শ্রমিক মার্বেলের কাজের জন্য ভুবনেশ্বরের উদ্দেশ্যে করমন্ডল এক্সপ্রেসে করেই যাচ্ছিলেন। তারপরেই তাদের আর খোঁজ মেলেনি। জীবিত কিংবা মৃত তাও জানে না এই শ্রমিকদের পরিবার। যার ফলে এই তিন পরিবার আতঙ্কের মধ্যে রয়েছেন, আদৌ তাঁদের বাড়ির মানুষ সুস্থভাবে বাড়ি ফিরবে তো তা নিয়েই সংশয়ে রয়েছে তিন পরিবার। তিনজনই বিবাহিত, তিনজনেরই ছোট ছোট সন্তান রয়েছে। প্রত্যেকের পরিবার পরিজনেরা মর্মান্তিক খবর পাওয়ার পর কান্নায় ভেঙে পড়ে, দুশ্চিন্তার মধ্যে সময় কাটাচ্ছেন তাঁরা। পাড়া-প্রতিবেশীরা ভিড় জমাতে শুরু করে তাদের বাড়ির সামনে। তাঁরাও সকলে চাইছেন তাদের প্রতিবেশী তিন যুবক জীবিত অবস্থায় যেন বাড়ি ফিরে আসেন।

বৃক্ষরোপণ ও চারাগাছ বিতরণ

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৫ জুন ঃ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে সিপিএম নবদ্বীপ এরিয়া ১২নং শাখার উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ এবং চারা গাছ বিতরণ কর্মসূচি পালন করা হলো। সারা বিশ্বজুড়ে চলছে বিশ্ব পরিবেশ দিবস, সে মতই এদিন সকালে নবদ্বীপ পৌরসভার কুড়ি নম্বর ওয়ার্ডের তেঘরিপাড়া কলাবাগান এলাকায় ১৫২ ও ১৫৩ নম্বর বুথে সিপিএম নবদ্বীপ এরিয়া ১২ নং শাখার উদ্যোগে এদিন একাধিক কর্মসূচি পালন করা হলো। সকাল থেকেই এলাকায় বৃক্ষরোপণ করা করা হয় এবং সেগুলোকে বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। এছাড়াও এলাকাবাসীদের মধ্যে কয়েক'শো চারা গাছ বিতরণ করা হয় । এরই পাশাপাশি অবাধে গাছ কাটার বিরুদ্ধে ও বেশি করে বৃক্ষরোপন করে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখার বিষয়ে সচেতনতা মূলক প্রচার অভিযান করেন তাঁরা। এ দিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের অন্যতম নেতা সৌমেন অধিকারী, নবদ্বীপ বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী স্বর্ণেন্দু সিংহ সহ আরও নেতা-কর্মীরা। সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দেওয়া হয়, সবুজ ধ্বংস করবেন না, গাছ একমাত্র অক্সিজেন যোগানোর ক্ষমতা রাখে তাই বৃক্ষরোপণ করুন, সবুজায়ন বাঁচিয়ে রাখুন।

বির্তক নিরসণে জায়গা মাপজোক অমর্ত্যর বাড়িতে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৫ জুন ঃ ১৩ ডেসিমেল জায়গা কার মাপজোক করলো ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতর। জানা গেছে, বোলপুর মহকুমার এসডিজেএম অয়ন নাথের এজলাসে এক মামলার পরিপ্রেক্ষিতে, এদিন মাপজোক করা হয় অমর্ত্য সেনের বাড়িতে। নোটিশ করা হয় বিশ্বভারতীকে। বিশ্বভারতীর তরফে হাজির ছিলেন এক আইনজীবী। ভূমি ও ভূমি সংস্কার দফতরের রেভিনিউ ইনস্পেক্টর গৌতম সাহা বলেন, অমর্ত্য সেনের বসত বাটিতে ১৪৫ ধারা লাগু আছে। এসডিজেএম আদালতের নির্দেশে ১৩ ডেসিমেল জায়গা নিয়ে যে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে সেটা দেখতে এসেছিলাম। আমরা দেখতে এসেছিলাম ওই জায়গা কার অধিকারে আছে। আমরা দেখলাম এবং তার রিপোর্ট মুখবন্ধ খামে পাঠানো হবে। জানা গেছে, আগামী ১৩ জুন এই মামলার শুনানি আছে সিউড়ী জেলা আদালতে। উল্লেখ্য একাধিকবার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করে রেখেছেন, এই অভিযোগ তুলেছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। জমি ফেরত চেয়ে চিঠিও দিয়েছে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু উল্টে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে, প্রয়াত পিতা আশুতোষ সেনের উইল অনুযায়ী ১.৩৮ একর জমিই অমর্ত্য সেনের নামে রেকর্ড করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মত বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর ওই জমি অমর্ত্য সেনের নামে রেকর্ড করে দেয়। আপাতত সুষ্ঠ সমাধানের আশায় রয়েছে সব মহল।

নানা অনুষ্ঠানে জেলাজুড়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৫ জুন ঃ ৫ জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে জেলা জুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহন করা হয় সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। এদিন 'একটি গাছ, একটি প্রাণ' এই বার্তা সামনে রেখে পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে পুলিশ লাইন এবং জেলার বিভিন্ন থানার উদ্যোগে বৃক্ষরোপন এর মাধ্যমে পালন করা হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। বিশ্ব পরিবেশ দিবস এর প্রাক্কালে ভাতাড় থানার উদ্যোগে নারকেল গাছের চারা এবং বিভিন্ন ফুল গাছের চারা সহ প্রায় ১০০ টি বিভিন্ন বৃক্ষ রোপন করা হয়। আয়োজন করা হয় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবিরেরও। অপরদিকে পূর্ব বর্ধমান জেলা বনদপ্তর এর পক্ষ থেকে, মোট ১০০ জন ছাত্র-ছাত্রী এই পরিবেশ দিবসে অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। মূল বিষয় থাকে পরিবেশকে তুলে ধরা, তিনটে বিভাগে ভাগ থাকে এবং তাদের মধ্যে সবাইকেই পূর্ব বর্ধমান জেলা বনদপ্তর প্রশাসন ভবন থেকে সার্টিফিকেট দেওয়া হয়। অংশগ্রহণকারীদের পাশাপাশি যারা প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় হয় তাদের পুরস্কার দেওয়া হয়। এদিন পশুপাখি, কচ্ছপ ও মাছের চারা ছাড়া হয় বর্ধমান কাঞ্চননগর ডিভিসি ক্যানেলে। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস ও সরকারি দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ। এছাড়াও জেলায় বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বৃক্ষরোপন করে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করে এদিন।

নিহতের পরিবারকে ২ লক্ষ টাকা প্রদান

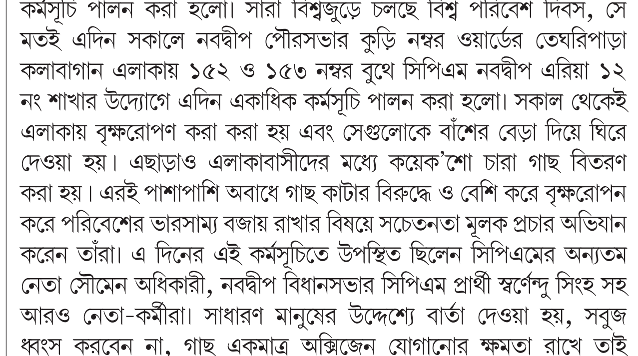

দুরন্ত বার্তা, পশ্চিম মেদিনীপুর, ৫ জুন ঃ বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত গড়বেতার প্রশান্ত সরকারের বাড়িতে গিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সোমবার তার স্ত্রী শুভ্রা ঘোষ সরকারের হাতে দু'লক্ষ টাকার চেক তুলে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা-১ ব্লকের সন্ধিপুর অঞ্চলের বহড়াবনি গ্রামে যান তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা ও গড়বেতা-১ ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সেবাব্রত ঘোষ সহ তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বরা। সুজয় হাজরা করমণ্ডল দুর্ঘটনায় মৃত প্রশান্ত সরকারের স্ত্রী শুভ্রা ঘোষ সরকারের হাতে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন। সেই সঙ্গে সুজয় হাজরা তাদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দেন। জামাই বাবুকে ডাক্তার দেখিয়ে হাওড়াগামী যশবন্তপুর এক্সপ্রেসে বাড়ি ফিরছিলেন গড়বেতা -১ ব্লকের সন্ধিপুর অঞ্চলের বহড়াবনি গ্রামের বাসিন্দা ৩৩ বছর বয়সী প্রশান্ত সরকার। বালেশ্বরের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রশান্ত সরকার মারা গিয়েছেন। কিন্তু তার জামাইবাবু আহত হয়ে সেখানকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রশান্তের বাড়িতে রয়েছে তার বাবা, মা, স্ত্রী শুভ্রা ও পাঁচ বছরের মেয়ে ঐশী। প্রশান্ত সরকার পেশায় কম্পিউটার শিক্ষক ছিলেন। তাই তার অকাল মৃত্যুতে তার পরিবারের পাশাপাশি এলাকার প্রতিটি মানুষ শোকে ভেঙে পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেসের মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে দলের পক্ষ থেকে ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত প্রশান্ত সরকারের স্ত্রীর হাতে ২ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়েছে এবং আগামী দিনে দল ও তিনি ওই পরিবারের পাশে থাকবেন বলে জানান।

বৌমার কফিনবন্দী মৃতদেহ ফিরলো গ্রামে

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ী, ৫ জুন ঃ ব্যাঙ্গালোর থেকে হামসফর এক্সপ্রেসে দুবরাজপুরের পলাশবনি গ্রামে স্বামীর সাথে ফিরছিলেন অসুস্থ শাশুড়িকে দেখতে। বাংলা ঢোকার মুখে বালেশ্বরে ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ গেল বৌমার। তাই কফিনবন্দি বৌমা রীতা বাগদীর দেহ ফিরলো। শোকে ভেঙে পড়লো গোটা গ্রাম। জানা গেছে ব্যাঙ্গালোরে একটি ফুলের বাগানে মালির কাজ করতেন স্বাধীন বাগদি। তিনি ওখানে সস্ত্রীক থাকতেন। সঙ্গে থাকতো দুই পুত্র। তিনি খবর পান মায়ের শরীর খারাপ। মায়ের ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি হামসফর এক্সপ্রেসে তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। তিনি ফিরলেও, তাঁর স্ত্রীর ফেরা হলো না। বীরভূম জেলার দুবরাজপুর ব্লকের গোহালিয়াড়া পঞ্চায়েতের অধীনে পলাশবন গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন রীতা বাগদী। উল্লেখ্য, নিহত পথযাত্রী তাঁর বৃদ্ধা শ্বাশুড়িকে শেষ দেখা দেখতে নিজের কর্মস্থল ব্যাঙ্গালোর থেকে নিজের বাড়ি পলাশবন গ্রামে ফিরছিলেন তাঁর স্বামীর সাথেই। বর্তমানে এখানেই মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন স্বাধীন বাগদির মা অর্থাৎ নিহত রীতা বাগদীর শাশুড়ি। মায়ের অসুস্থতার খবর পাওয়ার পরেই যশবন্তপুর হামসাফর এক্সপ্রেস ট্রেন ধরে বাড়ি ফিরছিলেন ছেলে স্বাধীন বাগদী ও বৌমা রীতা বাগদী। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন আরও চারজন গ্রামবাসী। বাংলা ঢোকার আগেই বালেশ্বরে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা প্রাণ কেড়ে নেয় বৌমা রীতা বাগদীর। বাড়ি ফিরলো বৌমা তবে কফিন বন্দি। শ্বাশুড়িকে শেষ দেখা দেখতে আসা বৌমা রীতাকেই শেষ দেখে চোখের জলে বিদায় দিলো গোটা গ্রামবাসী। এদিন রাত্রি সাড়ে ৭টা নাগাদ পলাশবন গ্রামে রীতা বাগদীর মৃতদেহ আনা হয়। ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত রীতা বাগদীর মৃতদেহ তাঁর গ্রামে ফিরল। ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহত রীতা বাগদীকে ফুলের তোড়া দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানান বীরভূম জেলাশাসক বিধান রায়, জেলা পুলিশ সুপার রাজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়, দুবরাজপুর ব্লকের বিডিও রাজা আদক প্রমুখ। জেলা শাসক বিধান রায় জানান, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ট্রেন দুর্ঘটনায় নিহতদের ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়াও যাঁরা গুরুতর আহত তাঁদের ১ লক্ষ টাকা এবং যাঁরা অল্প আহত হয়েছেন তাঁদের ৫০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে। এই মাসে মৃতার পরিবারকে ১০ হাজার টাকা এবং পরের তিনমাস দু'হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। পাশাপাশি ১২ কেজি চাল, ৫ কেজি আলু, ৩ কেজি মুসুর ডাল, ২ কেজি খাবার তেল দেওয়া হবে।

বিজেপি নেতা খুনের পেছনে উদয়নকে দায়ী করলেন অরুণ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৫ জুন ঃ খুনের পিছনে রয়েছেন উদয়ন গুহ। কোচবিহারের দিনহাটায় বিজেপি নেতা প্রশান্ত রায় বসুনিয়া খুনের ঘটনার তদন্তে এসে এমনই মন্তব্য করলেন তপশিলি কমিশনের ভাইস চেয়ারম্যান অরুণ হালদার। এদিনও নাম না করে রাজ্য প্রশাসন ও মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তপশিলিদের বিরুদ্ধে হিংসায় উদাসীন থাকার অভিযোগ তুলেছেন তিনি। সোমবার দিনহাটায় প্রশান্তের বাড়িতে যান অরুণবাবু। কথা বলেন পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে। এর পর যে ঘরে প্রশান্তকে খুন করা হয়েছিল সেই ঘরে যান তিনি। বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, এই নিয়ে গত ২ মাসে ৬ বার কমিশনকে রাজ্যে আসতে হল। এটা একটা রেকর্ড। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২২ শতাংশ তপশিলির ভোটে মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন। কিন্তু তাদের ওপর কোনও হিংসা হলে কোনও ব্যবস্থা নেয় না তাঁর পুলিশ। গত কয়েক মাসে অন্তত ৪টি ঘটনায় পুলিশের গাফিলতি প্রমাণিত হয়েছে। কমিশন বৈঠক করে এদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে। তিনি আরও বলেন, উদয়ন গুহ দাবি করলেন প্রশান্ত সমাজবিরোধী ছিল। তাহলে তার তদন্ত হোক। আর কেউ সমাজবিরোধী হলে তাকে গুলি করে মেরে ফেলা যায় না কি? উদয়ন গুহর নির্দেশেই এই খুন হয়েছে। খুন করিয়েছে পঞ্চায়েত প্রধান ও তার কিছু দুষ্কৃতী। মৃতের মা আমাকে একথা বলেছেন। অন্যদিকে অরুণ হালদারের ওই মন্তব্যের পরই পাল্টা একহাত নিলেন উদয়ন গুহ। সোমবার উত্তরকন্যায় সাংবাদিক বৈঠক করে বলেন, অরুণ হালদারকে প্রমাণ করতে হবে যে আমার নির্দেশে ওই ঘটনা হয়েছে। তা না হলে অবিলম্বে তাকে তার চেয়ার থেকে ফেলে দেওয়া উচিৎ। কারণ তিনি একজন কমিশনের কর্মকর্তা নয়, একজন বিজেপি নেতার মতো কথা বলছেন।

বিবাদে বন্ধ বাঁধ তৈরির কাজ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৫ জুন ঃ বর্ষার আগে জলপাইগুড়ির বেলাকোবার ভায়াপাড়া থেকে জোরাবান্ধা পর্যন্ত সাড়ে ৫০০ মিটার বাঁধ তৈরি কাজ চলছিল। এর জন্য দেড় কোটি টাকা ধার্য্য করা হয়েছিল। তবে মাঝপথেই সেই বাঁধ তৈরির কাজ থমকে গেল। অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্যের বাধার ফলে এই বাঁধ তৈরির কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। গত বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার পঞ্চায়েত সদস্যের দলবল সেখানে গিয়ে বাঁধ তৈরিতে বাধা দেয় বলে অভিযোগ। যদিও পঞ্চায়েত সদস্যের বক্তব্য, বাঁধ তৈরির নকশা বা বিস্তারিত তথ্য তাদের হাতে দেওয়া হয়নি। ফলে এই কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় অখুশি তৃণমূলের একাংশ। প্রশাসনের অন্দরে এই নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে। বিরোধীরা অবশ্য দাবি করেছে, কাজের বখরা নিয়ে গোলমালের জেরে তৃণমূলের একাংশ এই কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বাঁধ তৈরির টেন্ডার বেশ কিছুদিন আগেই হয়েছে। তারপরে কাজ শুরু হয়ে যায়। তখন থেকেই তৃণমূলের একাংশ বাঁধ তৈরির কাজে বাধা দিয়ে আসছে বলে অভিযোগ। তবে গত বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সেই বাধা প্রবল হয়। তারপরে কাজ বন্ধ রাখতে হয়। বেলাকোবা গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল সদস্য শ্যামলী রায় জানিয়েছেন, আমরা কাজের বিবরণ চেয়ে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু, পাইনি। পঞ্চায়েত সদস্যদের না জানিয়ে কাজ করা হচ্ছে। আমাদের তো জনগণের কাছে জবাব দিতে হয়। তাই কাজ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছে। তৃণমূলের আরেক পঞ্চায়েত সদস্য নীলতি রায়ও কাজ বন্ধ রাখার কথা স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, আমরা সেচ দফতরের কাছে কাজের তথ্য জানতে গিয়েছিলাম। কিন্তু জানতে পারিনি। আমার সন্দেহ এই কাজে দুর্নীতি হতে পারে। তাই কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। বালি মাফিয়াদের সঙ্গে যোগসাজেশে এই কাজ হচ্ছিল বলে অভিযোগ তুলেছে তৃণমূলের একাংশ। যদিও সেচ দফতরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, নিয়ম মেনে কাজ হয়েছে। পুরো বিষয়টি কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, এই ঘটনায় তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ তুলেছেন বিরোধীরা। বিজেপির জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী দাবি করেছেন, তোলবাজি নিয়ে এই ঝামেলা। তাই কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জেলা কংগ্রেস সভাপতি পিনাকী সেনগুপ্ত বলেন, এখন তৃণমূলের মধ্যেই লড়াই চলছে। তাই পঞ্চায়েত ভোট করাতে ভয় পাচ্ছে। অন্যদিকে, তৃণমূলের স্থানীয় বিধায়ক খগেশ্বর রায় বলেছেন, তিনি কলকাতা থেকে ফিরে খোঁজ খবর নিয়ে বিষয়টি দেখবেন।

স্কুলের জন্য দিল্লি গিয়েছিলেন গুরুং

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুন ঃ দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি সহ গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতাদের সঙ্গে নিয়ে দিল্লি সফর শেষ করে পাহাড়ে ফিরলেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং। এদিকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে আবারও বিমল গুরুংয়ের দিল্লি সফর ঘিরে পাহাড়ের রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর আলোচনা। তবে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, এটা তার রাজনৈতিক সফর নয়। ২০১৭ সালে বন্ধ হয়ে যাওয়া একটি পাহাড়ি স্কুলের অধিভুক্তি পুনরায় চালু করতে তিনি দিল্লি গিয়েছিলেন। সোমবার তিনি দিল্লী থেকে ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নেমে সরাসরি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন। তবে আবারও পঞ্চায়েত কিংবা লোকসভা নির্বাচনে মোর্চা কি বিজেপিকে সমর্থন করছে এখন এই প্রশ্নই পাহাড়ে। সোমবার দুপুর একটা নাগাদ দিল্লি থেকে ট্রেনে করে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছন তিনি। এরপর সরাসরি পাহাড়ের উদ্দেশ্যে রওনা দেন তিনি। এদিন তার সাথে উপস্থিত ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক রোশন গিরি সহ মোর্চার নেতারা।

ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা বৃদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৫ জুন ঃ পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়ার গোয়ালপাড়া এলাকায় সংসারে অশান্তির জেরে গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়েছিলেন বৃদ্ধা। এরপর তাঁকে ডুবন্ত অবস্থায় দেখতে পান এলাকাবাসী। তাঁরাই ওই বৃদ্ধাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় পাড়ে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই বৃদ্ধার নাম পূর্ণিমা মণ্ডল। সোমবার গঙ্গায় ওই বৃদ্ধাকে ভাসতে দেখে এলাকার লোকজন নৌকো নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করে। পরে সুস্থ হয়ে পূর্ণমা দেবী জানান, তিনি বীরভূমের লাভপুরের বাসিন্দা। বাকুর গ্রামে তাঁর বাড়ি। দুই ছেলে, তাঁদের বৌ ও নাতি-নাতনি রয়েছে। সাংসারিক অশান্তির কারণে এদিন তিনি গঙ্গায় ঝাঁপ দেন। এরপর গঙ্গায় ভাসতে ভাসতে তিনি গোয়াল পাড়া ঘাটে চলে আসেন। এলাকাবাসী তাঁকে উদ্ধার করে পরিচয় জানতে চাইলে তিনি একটাই কথা বলেন, বাড়ি লাভপুর। সেখানে যেতে চাই না। মরতে চাই। ঘটনার পর কাটোয়া থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালে ওই বৃদ্ধাকে ভর্তি করা হয়েছে। চিকিৎসা শুরু হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কাটোয়া থানার পুলিশ।

পূর্ব রেলওয়ে

[illegible] ... জমা করার পরে www.ireps.gov.in থেকে টেন্ডার নথিপত্র ডাউনলোড করা যাবে এবং সেইখানেই বিড জমা করা যাবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে উপরে উল্লিখিত সকল নথিপত্র সহ এবং সর্বতোভাবে পূরণ করা টেন্ডার www.ireps.gov.in -তে আপলোড করতে হবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিংয়ের মাধ্যমে টেন্ডারের জন্য বিডিং জমা করতে হবে। এই টেন্ডারের ক্ষেত্রে ম্যানুয়াল অফার অনুমোদিত নয় এবং কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হলে তা গ্রাহ্য হবে না এবং সরাসরি বাতিল করে দেওয়া হবে। টেন্ডার নথিপত্র, বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সময়ে সময়ে ইস্যুকৃত সংশোধনী (যদি থাকে) এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি www.ireps.gov.in -তে পাওয়া যাবে। ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/কন/II, ৬৭১, জেলখানা ঘাট রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১ অফিসের নোটিস বোর্ডেও এই টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি দেখা যাবে। CON-28/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

INVITING TENDER NOTICE

Undersigned is inviting Tender notice towards **06/ Dev/EO/Pur/2023-24 (2nd Call) Date. 02.06.2023.** Last date of submission of tender is **up to 05:00 pm., 09.06.2023** and will be opened on **12.06.2023 at 11:00 a.m.** For details pl. contact to the office of the undersigned or visit the website **http:// wbtenders.gov.in**.

Sd/- Executive Officer
Pursurah Panchayat Samity
Pursurah, Hooghly

Office Of The Block Development Officer
Namkhana Development Block
Namkhana,
South 24-Parganas
NOTICE INVITING E-TENDER
Memo No.: 898/BDO
Date : 05-05-2023
NIT No. : NIT06/2023-24/ BDO/NAM, (SL01&02)
dated 25-05-2023

E-Tender ID:- 2023_ZPHD_ 536138 Dated : 29/05/2023 for construction of mid day meal shed & relief godown under Namkhana Development Block. last date of online bid submission is **16-06-2023.** Details on **www.wbtenders.gov.in.**

Sd/-Block Development Officer
Namkhana Development Block
South 24 Parganas

e-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE ARABINDA G.P
Sadar Block :: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide **E-N.I.T. No.- WB/JAL/ SADAR/A.G.P./02/2023-24(SL.01 & SL. 02). DATED:- 02/ 06/2023. Time: 05/06/2023 Time: 18.00 hours to 19/06/ 2023 Time: 18.00 Hours. E-N.I.T. No.- WB/JAL/SADAR/ A.G.P./03/2023-24(SL.01 to SL.04). DATED:- 02/06/2023 Time: 05/06/2023 Time: 18.00 hours to 13/06/2023 Time: 18.00 Hours.** For further details following site may be visited **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Pradhan
Arabinda Gram Panchayat
Arabinda, Jalpaiguri

E-Tender Notice No-9/JAM-1/ PBG-SFC, dt-05.06.2023

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender **from 05.06.2023 to 10.06.2023.** Date of opening **14.06.2023 at 11.00 AM** for further details. Visit the website **https:// wbtender.gov.in** & G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-1 Gram Panchayat
Jamalpur, Purba Bardhama

পূর্ব রেলওয়ে

ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৫টি আরটিডিপি এবং ২২টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৪০টি এসএলআর কম্পার্টমেন্টে পার্সেল স্পেসের লিজিংয়ের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাবলী সম্বলিত অবশ্যপ্রয়োজ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। বর্তমান ই-অকশনের জন্য বিডিং www.ireps.gov.in -তে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রণালীতে অংশগ্রহণের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দরদাতাদের এককালীন রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক। দরদাতাদের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার থাকতে হবে। **অকশন ক্যাটালগ নং:** পিসিএল-এইচডব্লিউএইচ-এল-২৩-২পি, **ট্রেন নম্বর:** ২২টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৪০টি এসএলআর এবং ৫টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ৫টি আরটিডিপি, **অকশন শুরুর তারিখ ও সময়:** ১৪.০৬.২০২৩ তারিখ সকাল ১০.৩০ মিনিট। HWH-84/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং: সিওএম-ভিজার-জিসিটি-এসডিএলটি-টিএলডিজার-২২-৫, তারিখ: ০৩.০৬.২০২৩। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য প্রস্তাব ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম:** রেলওয়ে জমিতে স্বাধীনপুর স্টেশনে গতি শক্তি মাল্টি-মোডাল কার্গো টার্মিনালের (জিসিটি) উন্নয়নের জন্য চুক্তি প্রদান। **স্থানের নাম:** স্বাধীনপুর স্টেশন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়:** ৩০.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ৩টা। **প্রি-বিড মিটিং:** ১৫.০৬.২০২৩ তারিখ দুপুর ১২টা। বিস্তারিত বিবরণ www.ireps.gov.in-তে পাওয়া যাবে। প্রস্তাবের বৈধতা: ৬০ দিন। কেবলমাত্র অনলাইনে বিড জমা করতে হবে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। HWH-83/2023-24

পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইট: www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in -এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

[illegible] www.ireps.gov.in (PR-250)

Hirbandh Gram Panchayat
Vill : Tilaboni P.O.- Bauridiha P.S.- Hirbandh, Dist.- Bankura
Memo No : 262 / HirGP / 2021 Dated: 05 / 06 / 2023
NIT No-01/HirGP/2023-24(2nd Call)
NIT No-02/HirGP/2023-24(2nd Call)
NIT No-03/HirGP/2023-24(2nd Call)

Pradhan, Hirbandh Gram Panchayat invites Tenders of few different type of works in Hirbandh GP area within **12/06/2022** details of which are available at **www.wbtenders.gov.in** website and the Notice Board of Hirbandh Gram Panchayat, PO – Bauridiha, Dist. – Bankura.

Sd/-Pradhan
Hirbandh Gram Panchayat

Polgustia Gram Panchayat
Vill-Gourlpur, PO-Polgustia
P.S.-J.B. Pur, Dist.-Howrah, Pin-711414

Office of the Pradhan, Polgustia Gram Panchayat under Jagatballavpur Development Block, Dist:- Howrah has invited E-Tender Notice. List of Tenders: **NIT No:- 1) 037/ POL/E-TENDER/15th CFC(Tied)/2023-24 Sl. No:-01, Dated:-05/06/2023. 2) 038/ POL/E-TENDER/15 th CFC(Tied)/2023-24 Sl. No:-01, Dated:-05/06/2023. 3) 039/ POL/E-TENDER/15th CFC (Tied)/ 2023-24 Sl. No:-01, Dated:- 05/06/2023.** Bid Submission date: 06/06/2023 to 10.30 AM and End of Bid Submission:- **13/06/2023 at 4:00 PM** and The Details tender notice along with Tender Documents and others Forms is available at **http://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Polgustia Gram Panchayat
Polgustia, Howrah

বিজ্ঞান ও পরিবেশ

লজ্জা! পরিবেশ সূচকে বিশ্বে সবার নিচে ভারত

তীব্র গরমে জেরবার রাজ্য। বাড়ি যেন অগ্নিকুণ্ড। আর বাইরে বেরলেই চাঁদিফাটা রোদ্দুরের তাড়া। গরম হাওয়ার হলকা যেন চাবুক মারছে চোখেমুখে। এক আঘাতেই কেড়ে নিচ্ছে শরীরের সমস্ত প্রাণশক্তি। কিন্তু কেন এই অস্বাভাবিক গরম। সেই প্রশ্নের উত্তর কি কেউ দিতে পারবেন। কোন কারণে প্রতি বছর উত্তরোত্তর বাড়তেই থাকে দহনজ্বালা। উত্তর হল বিশ্ব উষ্ণায়ন। এবং তার জেরে জলবায়ুর পরিবর্তন। এরই কুফল নিরন্তর ভোগ করে চলেছি আমরা। কখনও বেশি, কখনও কম। এইটুকু প্রায় সকলেরই জানা। ইতিপূর্বে অগুনতিবার চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে 'গ্লোবাল ওয়ার্মিং' এবং 'ক্লাইমেট চেঞ্জ'। তবে যেটা নিয়ে আলোচনাবিশ্লেষণ সেভাবে এখনও হয়নি তা হল, নেপথ্যের অন্যতম প্রধান একটি কারণ। প্লাস্টিকদূষণ। যা চলতি বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসের থিম। 'বিট প্লাস্টিক পলিউশন' (প্লাস্টিক দূষণ দূর করো)। বিশেষজ্ঞদের দাবি, প্লাস্টিক দূষণের জেরেই বাড়ছে উষ্ণায়ন। প্রতি বছর ৫ জুন পৃথিবীজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব পরিবেশ দিবস। ভারতও তার ব্যতিক্রম নয়। এ বছর তো এই উপলক্ষ্যে মে মাস থেকেই চালু হয়ে গেছে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ মন্ত্রকের তরফে নানাবিধ উদ্যোগ। প্রধানমন্ত্রী প্রবর্তিত 'দ্য কনসেপ্ট অফ লাইফ'কে পাথেয় করে 'মিশন লাইফ'এর আওতায় গোটা দেশে আয়োজিত হয়েছে নানা ধরনের অনুষ্ঠান। এদিন সোমবার, এ বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবসে দিল্লিতেও অনুষ্ঠান, যেখানে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু এত উদ্যোগকর্মসূচির পরও নির্মম সত্যটা এই যে, পরিবেশ সূচকে -এ ভারতের স্থান সবচেয়ে নিচে। ১৮০ টি দেশের মধ্যে ভারতবর্ষ রয়েছে ১৮০ নম্বরেই। পাকিস্তান, বাংলাদেশ এমনকী জাম্বিয়া, ইথিওপিয়া, ইরাক, সুদানও ভারতের থেকে এগিয়ে রাষ্ট্রসংঘের নথি বলছে, বিশ্বে বছরে ৪০০ মিলিয়নেরও বেশি প্লাস্টিক পণ্য উৎপাদিত হয়। এর মধ্যে অন্তত ৫০ শতাংশ 'সিঙ্গলইউজ' প্লাস্টিক। মাত্র ১০ শতাংশই 'রিসাইকল' করা যায় অর্থাৎ পুনর্ব্যবহারযোগ্য। প্লাস্টিকবর্জ্য নদীপুকুর এমনকী সমুদ্রের তলদেশে জমে জমে জলজ প্রাণীকুলের বংশ ক্রমেই ধ্বংস করে চলেছে। শুধু সমুদ্রের অতল কেন! পৃথিবীর সর্বোচ্চ স্থান মাউন্ট এভারেস্টও এর হাত থেকে বাঁচেনি। সমীক্ষা জানাচ্ছে, ধীরে ধীরে মাইক্রোপ্লাস্টিক মানব শরীরে জমছে। যার ফলশ্রুতি নানা ধরনের জটিল রোগ। ভারতে প্রতি বছর প্লাস্টিকের ব্যবহার কমাতে বিবিধ উদ্যোগ নেওয়া হয়। নিয়মনীতিও জারি করা হয়। কিন্তু এত কিছু সত্ত্বেও এটা স্পষ্ট যে, আমরা যে তিমিরে ছিলাম, সেই তিমিরেই রয়েছে।

পৃথিবীর বুকে ৩২ হাজার ফুট গর্ত খুঁড়ছে চিন!

পৃথিবীর বুকে এক বিরাট গর্ত খুঁড়ছে চিন! যাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ছে। সব মিলিয়ে ৩২ হাজার

৮০৮ ফুট তথা ১০ হাজার মিটার ওই গর্তকে ঘিরে কৌতূহল তুঙ্গে উঠেছে। এটাই হতে চলেছে পৃথিবীর দ্বিতীয় গভীরতম গর্ত। এই বিষয়ে শীর্ষে রাশিয়া। ৪০ হাজার ২৩০ ফুট গভীর ওই গর্তের পরেই চিনের এই গর্ত। কিন্তু এত গভীর গর্ত কেন খুঁড়ছে বেজিং। উঠছে প্রশ্ন। আসলে এর ফলে একদিকে যেমন খনিজ এবং শক্তি সম্পদ সনাক্ত করা যায় এবং ভূমিকম্প এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো পরিবেশগত বিপর্যয়ের ঝুঁকিগুলি মূল্যায়ন করতে সহায়তা করতে পারে। আর সেই পথেই এই প্রকল্প শুরু করেছে চিন। খনিজ তেলে সমৃদ্ধ সিনঝিয়াং প্রদেশেই এই গভীর গর্ত খুঁড়তে চলেছে জিনপিং প্রশাসন। জানা যাচ্ছে, পৃথিবীর ভূগর্ভে খনন চালিয়ে নানা স্তর পেরিয়ে একেবারে প্রায় দেড়শো কোটি বছর আগের ক্রিটেশিয়াস যুগের পাথর পর্যন্ত নেমে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। কাজটা যে সহজ নয়, তা মনে করিয়ে দিচ্ছেন চিনের বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, এই কাজ যেন দু'টি সরু স্টিলের কেবলের উপর দিয়ে বড় ট্রাক চালানোর সামিল।

'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ', ধ্বংসের কিনারায় সভ্যতা!

'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ করেছে'। কবির লেখা এই লাইনই এখন বিজ্ঞানীদের মুখে। 'মানুষের বাড়ি' নীল গ্রহ এখন 'ডেঞ্জার জোনে'। তার ফলে বিপন্ন মানবসভ্যতাও। সম্প্রতি 'নেচার' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে এমনই এক রিপোর্ট। যা শুনলে সকলেই অবাক হবেন। সারা বিশ্বের তাবড় প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীদের এক আন্তর্জাতিক সংগঠন 'আর্থ কমিশন' এই রিপোর্ট তৈরি করেছে। সেই নয়া রিপোর্ট দাবি করছে, যে আটটি নিরাপত্তা বলয় রয়েছে তার সাতটিকেই পেরিয়ে গিয়েছে পৃথিবী! ফলে মানুষসহ এই গ্রহের সমগ্র জীবজগত্ই পড়েছে বড়সড় সংকটে। জলবায়ু, বায়ুদূষণ, কীটনাশকের অপব্যবহারের ফলে জলে নাইট্রোজেন দূষণ, ভূগর্ভস্থ জল সরবরাহ, ভূপৃষ্ঠের দূষণমুক্ত জলের অভাবের মতো নানা বিষয়ই তুলে ধরা হয়েছে সেই রিপোর্টে। গবেষণায় উঠে এসেছে এই বিপদের 'হটস্পট'গুলিও। পূর্ব ইউরোপ, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকার একাংশ, দক্ষিণ- পূর্ব এশিয়া এবং ব্রাজিল, মেক্সিকো, চিনের অধিকাংশ অঞ্চল, পশ্চিম আমেরিকা রয়েছে সেই তালিকায়। গোটা রিপোর্ট জুড়েই রয়েছে 'সিঁদুরে মেঘে'র কথা। বলা হয়েছে, যেভাবে একজন মানুষের বার্ষিক চেক আপ প্রয়োজন, সেভাবেই পৃথিবীকেও বার্ষিক পরীক্ষা করে দেখা দরকার। এখন থেকেই সতর্ক না হতে পারলে পৃথিবীর অসুখ যে সভ্যতাকেই ধ্বংস করে দেবে, সেই আশঙ্কাই ক্রমে তীব্র হচ্ছে।

নিম্নোক্ত ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে

কলকাতা, ৫ জুন ঃ ১২৮৪১ করমন্ডল এক্সপ্রেস এবং ১২৮৬৪ বেঙ্গালুরু-হাওড়া সুপারফাস্ট এক্সপ্রেসের লাইনচ্যুত হওয়ার ধারাবাহিকতা হিসাবে, নিম্নোক্ত ট্রেনগুলি বাতিল করা হয়েছে। বাতিলকরণ (০৫.০৬.২০২৩ তারিখে যাত্রা শুরু হচ্ছে) ১. ১২৮৯২ পুরী- বাংরিপোসি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস ২. ০৮৪১২ ভুবনেশ্বর-বালাসোর স্পেশাল ৩. ১২০৭৩ হাওড়া-ভুবনেশ্বর জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ৪. ১২২৭৭ হাওড়া-পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস ৫. ১২৮৪১ শালিমার-চেন্নাই সেন্ট্রাল এক্সপ্রেস ৬. ১৮০৩৭ খড়গপুর-জাজপুর কেওনঝার রোড ৭. ২২৮৪১ সাঁতরাগাছি- তাম্বারাম অন্ত্যোদয় এক্সপ্রেস ৮. ১৮৪০৯ শালিমার-পুরী শ্রী জগন্নাথ এক্সপ্রেস, শিয়ালদহ-পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস আজ বাতিল ২২২০১ শিয়ালদহ- পুরী দুরন্ত এক্সপ্রেস শিয়ালদহ থেকে ২০.০০ টায় ছেড়ে যাবে। ০৫.০৬.২০২৩ তারিখে বাতিল করা হয়েছে। যাত্রীদের এই অসুবিধার জন্য গভীরভাবে দুঃখিত।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মেট্রো যাত্রীদের মধ্যে চারা বিতরণ

কলকাতা, ৫ জুন ঃ মেট্রো রেলওয়ে আজ ০৫.০৬.২০২৩ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস যথাযথভাবে পালন করেছে। পরিবেশকে দূষণমুক্ত ও সবুজ করার বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার জন্য আজ উত্তর- দক্ষিণ মেট্রোর মহানায়ক উত্তম কুমার, পার্ক স্ট্রিট, এসপ্ল্যানেড, চাঁদনি চক এবং দমদম স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে চারা বিতরণ করা হয়েছে। পার্ক স্ট্রিট স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে ১০০টি চারা বিতরণ করা হয়েছে। চাঁদনি চক, মহানায়ক উত্তম কুমার, এসপ্ল্যানেড এবং দমদম মেট্রো স্টেশনেও এই ধরনের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিটি স্টেশনে, যাত্রীদের মধ্যে ২০০ টি চারা বিতরণ করা হয়েছিল। বিশ্বকে দূষণমুক্ত করতে যাত্রীদের অন্তত একটি চারারোপণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। মেট্রো যাত্রীরাও বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গ্রহটিকে বসবাসের জন্য একটি ভাল জায়গা করে তুলতে বিভিন্ন স্টেশনে এই ধরনের চারা বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করার জন্য মেট্রো কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি প্রস্তাবিত ২০ টিসিএস এ স্পষ্টতার জন্য আহ্বান

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ দি ফরেন এক্সচেঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি ১ জুলাই, ২০২৩ থেকে কার্যকর লিবারালাইজড রেমিট্যান্স স্কিম এর অধীনে ২০ ট্যাক্স কালেকশন সোরসের প্রযোজ্যতা সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। ১৯ মে, ২০২৩-এ, ফিনান্স মিনিস্ট্রি স্পষ্ট করেছে যে ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে বিদেশে পরিচালিত লেনদেনগুলি প্রতি আর্থিক বছরে ৭ লক্ষ টাকা পর্যন্ত টিসিএস থেকে ছাড় পাবে। কিন্তু বিদেশী মুদ্রা নগদ, ব্যাঙ্কের মাধ্যমে ওয়্যার ট্রান্সফার, প্রিপেইড ফরেক্স কার্ড, এবং অবসর বা কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ ভ্রমণের সময় ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত অন্যান্য আন্তর্জাতিক অর্থপ্রদানের বিকল্পগুলির সাথে জড়িত ছোট মূল্যের লেনদেনের বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ অথরাইজড মানি চেঞ্জার এবং মানি ট্রান্সফার এজেন্টগুলি উপরোক্ত উদ্বেগগুলির বিষয়ে ফিনান্স মিনিস্ট্রির কাছে একটি প্রতিনিধিত্ব জমা দিয়েছে। অল ইন্ডিয়া অ্যাসোসিয়েশন অফ অথরাইজড মানি চেঞ্জার অ্যান্ড মানি ট্রান্সফার এজেন্টের জেনারেল সেক্রেটারি ভাস্কর রাও পি বলেছেন, মানি এক্সচেঞ্জ ইন্ডাস্ট্রি আশা করে যে সরকার ব্যবহৃত যন্ত্র নির্বিশেষে ৭ লাখের ছোট মূল্যের সমস্ত বিদেশী লেনদেনের জন্য একটি সমান ক্ষেত্র নিশ্চিত করবে। সাধারণ মানুষ ফরেন কারেন্সী ক্যাশ, প্রিপেইড ফরেক্স ট্র্যাভেল কার্ড এবং ওয়্যার ট্রান্সফার ব্যবহার করে, এবং উচ্চ শ্রেণী আন্তর্জাতিক ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ড ব্যবহার করে। ডিজিসিএ দ্বারা প্রকাশিত অভিবাসন তথ্য অনুসারে, ৬০ শতাংশেরও বেশি বিদেশী ভ্রমণকারী প্রথমবারের মতো ভ্রমণকারী। এই লোকেরা পিরামিডের নীচের দিক থেকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল অংশ থেকে যারা কম শিক্ষিত, যারা ডেবিট বা ক্রেডিট কার্ড রাখেন না এবং তাই ডেবিট এবং ক্রেডিট কার্ডধারীদের সাথে সমতা প্রাপ্য। বিজ্ঞপ্তিটি সরাসরি কর্মসংস্থানের জন্য বিদেশ ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের বিশেষ করে শ্রমিক শ্রেণিকে প্রভাবিত করবে, যারা সাধারণত নিম্নআয়ে গোষ্ঠীর অন্তর্গত এবং ক্রেডিট কার্ডের জন্য অযোগ্য। এই ভ্রমণকারীরা সাধারণত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা শহরের আউটলেটগুলিতে পরিচালিত মানি এক্সচেঞ্জ আউটলেট থেকে নগদ বা প্রিপেইড কার্ডের আকারে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ করে। ২০ টিসিএস আরোপ করা তাদের উপর একটি বড়প্রভাব ফেলবে কারণ তারা আয়কর বন্ধনীর আওতায় পড়ে না। ক্রেডিট এবং ডেবিট কার্ডের জন্য প্রদত্ত শিথিলতার সাথে, উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং ধনী গ্রাহকরা তাদের দখলে থাকা ক্রেডিট কার্ডডেবিট কার্ডের জন্য ৭ লাখ টাকা পর্যন্ত টিসিএস প্রদান এড়াতে সক্ষম হবেন। একই সময়ে নিম্ন মধ্যবিত্ত গ্রাহক, গৃহিণী এবং প্রবীণ নাগরিক যারা তাদের অ্যাকাউন্ট থেকে অর্থ প্রদান করে বৈদেশিক মুদ্রা লাভ করেন তারা ২০ টিসিএস এর অধীন থাকবে। এটি এই গ্রাহকদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকারক প্রমাণিত হবে, যাদের ট্যাক্স ফাইল করার প্রয়োজন নেই এবং এটি ভারতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানি চেঞ্জারদের ব্যবসায়িক কার্যকারিতার সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে আপস করবে। শিল্পটি আশা করে যে মন্ত্রণালয়সরকার আরও স্পষ্টীকরণ প্রদান করবে যে বছরে ৭ লাখ টিসিএস - এর ছাড় নগদ ফরেক্স ক্রয়, ওয়্যার ট্রান্সফার এবং প্রিপেইড ফরেক্স কার্ডের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

দিল্লির বাতাসে দূষিতের পরিমাণ কমেছে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ দিল্লির বাতাসে দূষিত পদার্থের পরিমাণ কমেছে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত। সোমবার বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে এমনটাই দাবি করলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তিনি জানান, বাতাসে অবস্থিত পিএম বা পার্টিকুলেট ম্যাটার আগের তুলনায় ৩০ শতাংশ কমিয়েছে তাঁর নেতৃত্বাধীন সরকার। এর ফলে বাতাসের গুণমান খারাপ থেকে ভালো-র দিকে এসেছে বলে দাবি মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের। ৫ জুন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। পরিবেশকে আরও সুন্দর করে তোলার অঙ্গীকার নেওয়ার দিন এটি। কেজরিওয়াল এদিন বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে বলেন, আমরা দূষণ কমাতে অনেক পদক্ষেপ নিয়েছি, দূষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয়েছে, দিল্লির সবুজ আবরণ ২০ শতাংশ থেকে বেড়ে ২৩ শতাংশ হয়েছে, এ বছর ৫২ লক্ষ চারা রোপণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সুয়েজ খালে তেলবাহী ট্যাঙ্কার ভেঙে নৌযান চলাচল ব্যাহত

কায়রো, ৫ জুন ঃ সুয়েজ খালে তেলবাহী একটি ট্যাঙ্কার ভেঙে পড়ায় সাময়িকভাবে নৌযান চলাচল ব্যাহত হয়েছিল বলে জানিয়েছে মিশরীয় কর্তৃপক্ষ। রবিবার এই ঘটনা ঘটে। মিশরের সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের মুখপাত্র জর্জ সাফওয়াত বলেন, মাল্টার পতাকাবাহী সিভিগোর নামে ট্যাঙ্কারটি খালের ১২ কিলোমিটার (৭.৫ মাইল) পয়েন্টে যান্ত্রিক ত্রুটিতে পড়ে। ট্যাঙ্কারটি ভূমধ্যসাগর থেকে লোহিত সাগরে যাচ্ছিল। সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষের প্রধান ওসামা রাবেই বলেন, জলপথের সিঙ্গল-লেন অংশে ট্যাঙ্কারটি ভেঙে পড়ে। এতে পেছনে আটটি নৌযান জটে পড়ে। পরে রাবেই এক বিবৃতিতে বলেন, ট্যাঙ্কারটিকে তিনটি টাগবোট ডবল লেনে টেনে নিয়ে যায়। পরে নৌযান চলাচল স্বাভাবিক হয়। তিনি বলেন, সিভিগোরের ক্রুরা যান্ত্রিক ত্রুটি মেরামতে কাজ করছেন। এর বেশি কিছু তিনি বলেননি। জাহাজ ট্র্যাকিং পরিষেবা দেওয়া সংস্থা ম্যারিন ট্রাফিকের তথ্য অনুযায়ী, সিভিগোর ট্যাঙ্কারটি ২০১৬ সালে নির্মিত হয়। দৈর্ঘ্যে এটি ২৭৪ মিটার, প্রস্থে ৪৮ দশমিক ৬৩ মিটার।

মণিপুরের ঘটনার তদন্তে ৩ সদস্যের প্যানেল গঠন, ছয় মাসের মধ্যে রিপোর্ট জমার নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ কেন্দ্র সরকার মে মাসের শুরুতে মণিপুরে ঘটা হিংসার ঘটনাগুলির তদন্তের জন্য গৌহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অজয় লাম্বার নেতৃত্বে তিন সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। কমিশন যত দ্রুত সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তার রিপোর্ট পেশ করবে। কিন্তু তার প্রথম বৈঠকের তারিখ থেকে ছয় মাসের মধ্যে এই রিপোর্ট পেশ করতে হবে বলেও জানা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার কমিশন অফ এনকোয়ারি অ্যাক্ট, ১৯৫২-এর অধীনে একটি তদন্ত কমিশনকে অবহিত করেছে মণিপুর রাজ্যে ৩ মে এবং তারপরে ঘটা হিংসার ঘটনা তদন্ত করার জন্য। এর সভাপতিত্ব করবেন বিচারপতি অজয় লাম্বা তিনি গৌহাটি হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি। এছাড়াও তাঁর সঙ্গে থাকবেন হিমাংশু শেখর দাস, আইএএস (অব.) এবং অলোকা প্রভাকর, আইপিএস (অব.)। অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে এই কথা বলা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে যে কমিশন মণিপুরে সংঘটিত হিংসার কারণ এবং বিস্তারের বিষয়ে তদন্ত করবে এবং দায়ী কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তিদের মধ্যে কোনও ত্রুটি ছিল কিনা সেটাও তদন্ত করা হবে। কমিশনের সদর দফতর হবে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফলে। অন্যদিকে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মণিপুর সফরের পর মোট ২০২টি অস্ত্র, ২৫২ টি গোলাবারুদ এবং ৯২ টি বিভিন্ন ধরনের বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত মোট ৭৮৯ টি অস্ত্র ও ১০৬৪৮টি গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে। মণিপুর সরকারের নিরাপত্তা উপদেষ্টা কুলদীপ সিং বলেছেন যে মণিপুরের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। ইম্ফল-ডিমাপুর জাতীয় সড়ক - ২- এ অবরোধের খবর পাওয়া গিয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ জনগণকে অবরোধ তুলে নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন। তাঁর ট্যুইটে

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, 'মণিপুরের জনগণের কাছে আমার আন্তরিক আবেদন ইম্ফল-ডিমাপুর, এনএইচ-২ হাইওয়ে থেকে অবরোধ তুলে নেওয়ার জন্য, যাতে খাদ্য, ওষুধ, পেট্রোল- ডিজেল এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস জনগণের কাছে পৌঁছে যায়। আমি অনুরোধ করব যাতে সুশীল সমাজ সংস্থাগুলি ঐকমত্য আনার জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলি করে। শুধুমাত্র একসঙ্গেই আমরা এই সুন্দর রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারি'। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, 'আমরা আশা করি যে মানুষ অবশ্যই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর আবেদন শুনবে এবং দ্রুত ইম্ফল-ডিমাপুর জাতীয় সড়ক-২ থেকে অবরোধ তুলে নেবে'। সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'উপত্যকায় ১২ ঘন্টা এবং পার্শ্ববর্তী পার্বত্য জেলাগুলিতে ১০ ঘন্টা এবং সাত ঘন্টার জন্য কারফিউ শিথিল করা হয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় আরও ২৩ টি অস্ত্র উদ্ধার করা হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের পরে মোট ২০২টি অস্ত্র, ২৫২ টি গোলাবারুদ এবং ৯২ টি বোমা উদ্ধার করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত মোট ৭৮৯ টি অস্ত্র ও ১০৬৪৮ টি গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে'।

ভারত থেকে আমদানির ঘোষণাতেই পেঁয়াজের দাম কমছে বাংলাদেশে

ঢাকা, ৫ জুন ঃ ভারত থেকে আমদানির ঘোষণাতেই বাংলাদেশে কমতে শুরু করল পেঁয়াজের দাম। ঘোষণা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৯৫ থেকে ১০০ টাকা থেকে কেজি প্রতি ৭৫ টাকায় নেমে এসেছে । মূলতঃ ভারতীয় পেঁয়াজ আমদানির খবরেই আড়তে দাম কমে গেছে। বাংলাদেশের খাতুনগঞ্জের পাইকারি বাজারে গতকাল রবিবার বিকেলে যেই পেঁয়াজ ৯০ থেকে ৯৫ টাকা ছাড়িয়েছিল, সেই একই পেঁয়াজ সোমবার দিনের শুরুতেই কেজি ৭৫ টাকায় বিক্রির জন্য দর দেওয়া হয়েছে। তবে এই দামেও পেঁয়াজের ক্রেতা মিলছে না। কিন্তু দাম আরও কমে যাবে এই শঙ্কায় খুচরা ব্যবসায়ীরা আড়ত থেকে পেঁয়াজ কিনতে চাইছেন না। এর ফলে যেই দাম দেওয়াই হোক না কেন পাইকারি বাজারে ক্রেতা মিলছে না। প্রসঙ্গত, রবিবার বাংলাদেশ কৃষি মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, দাম অস্বাভাবিক বেড়ে যাওয়ায় পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেবে কৃষি মন্ত্রণালয়। সোমবার থেকে পেঁয়াজ আমদানির অনুমতি দেওয়া হবে। সে অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার আজ থেকে পেঁয়াজ আমদানির জন্য অনুমতিপত্র বা আইপি দিতে শুরু করেছে। যত আবেদন ছিল সকালেই সব অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। হিলি স্থলবন্দরের আমদানিকারক শহীদুল ইসলাম জানান, 'আমি ৫ হাজার টন পেঁয়াজ আমদানির আইপি পেয়েছি সকালেই। ভারতীয় সরবরাহকারীকে বলে রেখেছিলাম, যাতে আইপি হাতে আসা মাত্রই দুপুর নাগাদ পেঁয়াজ দেশে ঢুকাতে পারি। কিন্তু আইপিতে টেকনিক্যাল ত্রুটি থাকায় সকালেই আনা সম্ভব হয়নি। আশা করছি সন্ধ্যা নাগাদ কিছু পেঁয়াজ দেশে ঢুকবে।'

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন

মালিগাঁও, ৫ জুন ঃ প্রকৃতিকে রক্ষা করতে স্টেকহোল্ডারদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে ইতিবাচক পরিবেশমূলক পদক্ষেপগুলি আরম্ভ করার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা বৃদ্ধি করতে প্রত্যেক বছর ৫ জুন তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হয়। প্লাস্টিকের সামগ্রীর দ্বারা সৃষ্ট দূষণ সমস্যার সমাধানের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে 'বিট প্লাস্টিক পলিউশন' থিমকে সামনে রেখে সমস্ত উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুড়ে এই বছরের বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হয়। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে মুখ্য কার্যালয়ের অন্যান্য বরিষ্ঠ আধিকারিকদের সাথে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী চেতন কুমার শ্রীবাস্তব উত্তর গুয়াহাটির আমিনগাঁওস্থিত গুয়াহাটি রেলওয়ে গ্রিন্স-এর লনে চারা রোপণ করেন। এই অনুষ্ঠানে জেনারেল ম্যানেজার পরিবেশ ও হাউসকিপিং ম্যানেজমেন্ট উদ্যোগ সম্পর্কিত একটি বুকলেট উন্মোচন করেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পাঁচটি ডিভিশনে রেলওয়ে আধিকারিকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বৃক্ষরোপণের পাশাপাশি বিভিন্ন সচেতনতা মূলক অভিযান চালানো হয়। অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে পরিবেশের প্রতিকূল প্রভাব হ্রাস করার জন্য উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে সবগুলি ফ্রন্টে একাধিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে মূলতঃ উত্তর পূর্ব অঞ্চলের পারিপার্শিকভাবে সংবেদনশীল স্থানগুলিতে কাজ করে। সেই অনুযায়ী, ট্র্যাক বরাবর গ্রিন বেল্ট সংরক্ষণ, বনানীকরণ, জল সংরক্ষণ, কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করতে রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন, এলইডি লাইট ব্যবহারের মাধ্যমে শক্তি সংরক্ষণ, নবীকরণযোগ্য শক্তির উদ্যোগ, সৌর শক্তির ব্যবহার, বিভিন্ন পরিবেশ অনুকূল ব্যবস্থা সহ রোলিং স্টক থেকে বর্জ্য নিষ্কাশনের বায়ো-ফ্রেন্ডলি ডিসপোজালের মতো বিভিন্ন ব্যবস্থা উত্তর - পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছে বলে জেনারেল ম্যানেজার উল্লেখ করেন। দেশের বিকাশের জন্য উত্তর পূর্ব ভারতের স্থির উন্নয়নের অংশীদার হওয়াই উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের লক্ষ্য। ভারতীয় রেলওয়ে হলো গণ পরিবহণের সবচেয়ে পরিবেশ অনুকূল স্থায়ী পদ্ধতি। 'বিট প্লাস্টিক পলিউশন'-এর জন্য রেলওয়ের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলি ভবিষ্যতেও কার্বন ফুট প্রিন্টকে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করে এই অবস্থান বজায় রাখতে সক্ষম হবে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে বৃক্ষরোপণ করলেন নাড্ডা, দিলেন সবুজায়ণের বার্তা

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে বৃক্ষরোপণ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। সোমবার সকালে দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে বৃক্ষরোপণ করেন নাড্ডা। বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে সবুজায়ণের বার্তা তুলে ধরেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি। নাড্ডা এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে নতুন দিল্লিতে বিজেপি সদর দফতরে বৃক্ষরোপণ করেছি। প্রকৃতির সংরক্ষণ ও প্রচার আমাদের সংস্কৃতির পাশাপাশি দায়িত্বও। আসুন আমরা সবাই মিলে জীবের কল্যাণে গাছ লাগাই এবং পরিবেশ রক্ষার অঙ্গীকার করি। উল্লেখ্য, ৫ জুন দিনটি বিশ্ব পরিবেশ দিবস হিসেবে পালিত হয়। জলবায়ু পরিবর্তন-এর ক্ষতিকর প্রভাব এবং পরিবেশ রক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোই এই দিনটি পালনের মূল উদ্দেশ্য। এ বছর দিনটি পালনের মূল ভাবনা, প্লাস্টিক দূষণ প্রতিরোধে ব্যবস্থা।

বিহার ও ঝাড়খণ্ডে তাপপ্রবাহের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ৫ জুন ঃ আগামী কিছু দিন বিহার, ঝাড়খণ্ড (বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ঝাড়খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ এবং সিকিমে তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর। তবে, কেরল- লাক্ষাদ্বীপ- পুদুচেরী- তামিলনাড়ু- কর্ণাটকের দক্ষিণ-মধ্য ভাগ এবং অন্ধ্রপ্রদেশে লাগাতার বৃষ্টি এবং বজ্রবিদ্যুৎ -সহ ঝোড়ো হাওয়া বয়ে যাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। আগামী কয়েকদিন তামিলনাড়ু, পুদুচেরী, কড়াইকল, কেরল ও আন্দামান নিকোবরে ভারী বর্ষণের পূর্বাভাস রয়েছে। ইতিমধ্যেই সোমবারই বৃষ্টিতে ভিজেছে চেন্নাই-সহ তামিলনাড়ুর নানা প্রান্ত। বিগত কয়েকদিন ধরে গরমের দাপটে অতিষ্ঠ বিহার, ঝাড়খণ্ডের স্বাভাবিক জনজীবন। ঝাড়খণ্ডে ৩৯-৪৫ ডিগ্রির মধ্যে ঘোরাফেরা করছে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা। সেখানেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। রাঁচির আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার থেকে ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি অনুভব করা যেতে পারে এবং ৮ জুন পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকবে। অন্তত আগামী চার দিন তাপমাত্রার কোনও বড় পরিবর্তনের সম্ভাবনা কমই আছে। আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক।

ভারতীয় সংস্কৃতি নদী ও গাছের পুজো করে আসছে ঃ বনমন্ত্রী ডঃ অরুণ কুমার সাক্সেনা

গোরখপুর, ৫ জুন ঃ বন, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন অধিদফতার আয়োজিত বিশ্ব পরিবেশ দিবসের অনুষ্ঠানে বন ও পরিবেশ প্রতিমন্ত্রী (স্বাধীন দায়িত্ব) ডঃ অরুণ কুমার সাক্সেনা বলেন, প্লাস্টিক মুক্তির এই আয়োজনে সবাইকে যোগ দিতে হবে। পরিবেশের পৌরাণিক গুরুত্ব বর্ণনা করে তিনি বলেন, নদী, গাছ ও বাতাসের পূজা করাই আমাদের সংস্কৃতি। ভাবতে হবে আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে কী ধরনের জীবন দেব। বনমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ২০২১ সালে পরিবেশ বান্ধব জীবনযাত্রার বার্তা দিয়েছিলেন। এই বার্তাটি ক্রমাগত অনুসরণ করার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি জল ও বিদ্যুতের অপচয় না করে বেশি বেশি গাছ লাগাতে আহ্বান জানান। এই সময় হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি বন্যপ্রাণী ফটোগ্রাফার অনিল কুমার তিওয়ারি, মনীশ চৌবে, প্রাণী কল্যাণ কর্মী শিবেন্দ্র যাদব সহ অনেকে।

Name Change

I, SHAGUFTA NEYAZ D/O NEYAZ AHMED, Residing at 51/A, G. J. Khan Road, South 24 Parganas, Kolkata -700039. That my father's Correct/ Original name is NEYAZ AHMED which appears in my all valuable document and paper's as voter ID card, Aadhar card , Pan Card and all other documents inadvertently in my school result my father's name has been wrongly recorded as MD NEYAZ AHEMED instead of NEYAZ AHMED. I further declare NEYAZ AHMED and MD NEYAZ AHEMED is the same and one identical person not two different person , both name is my father's name , which Shown in the court of Metropolitan magistrate at kolkata as on 29th May 2023 being registered no. 3312 Dated 29.05.2023.

Name Change

I, ARPITA MUKHERJEE alias ARPITA MUKERJEE (old name) W/O ATINDRA NATH MUKERJEE Resident of 85, Prince Anwar Shah Road, Flat-5H, Tower-2, City High, PS-Golf Green, Kolkata-700033 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ARPITA CHAKRABORTY, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. ARPITA MUKHERJEE, ARPITA MUKERJEE and ARPITA CHAKRABORTY both are same and one identical person.

Name Change

I, MD SHAHZAD ALAM (old name) S/O MD QUDDUS Resident of 3, Haverly Lane, Room No-7, 1 st Floor, PO & PS- Bowbazar, Kolkata-700012 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD SHAHZAD, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. MD SHAHZAD ALAM and MD SHAHZAD both are same and one identical person.

Name Change

I, ATINDRA MUKERJEE alias ATINDRA NATH MUKHERJEE (old name) S/O RITENDRA NATH MUKERJEE Resident of 85, Prince Anwar Shah Road, Flat-5H, Tower-2, City High, PS-Golf Green, Kolkata-700033 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ATINDRA NATH MUKERJEE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. ATINDRA MUKERJEE, ATINDRA NATH MUKHERJEE and ATINDRA NATH MUKERJEE both are same and one identical person.

Name Change

I, ANANDA MURTIJI (old name) S/O LATE SHITAL TUDU Resident of Benchabari, Shyampur, Purulia- 723131 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AJIT TUDU, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. ANANDA MURTIJI and AJIT TUDU both are same and one identical person.

Name Change

I, BRCII ROMA ACHARYA (old name) D/O AJIT TUDU Resident of 526, VIP Nagar, PO- VIP Nagar, PS-Anandapur, Kolkata- 700100 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) RENUKA TUDU, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. BRCII ROMA ACHARYA and RENUKA TUDU both are same and one identical person.

Name Change

I, Papiya Khatun (Old Name) D/o Mosta Mallick, resident of Raghabpur, Joshore , Habra, North 24 Parganas Pin – 743233, WB India, have changed my name to (henceforth known as) PAPIA KHATUN (New Name) vide affidavit dated 03.06.23 sworn before Notary Public at Kolkata. PAPIYA KHATUN and PAPIA KHATUN is the same and one identical person.

Name Change

I, MIJANUR RAHAMAN MONDAL alias MIJANUR RAHAMAN (old name) S/O ABDUR RAJJAK MONDAL Resident of Nalkorna, Kar Nalkarna, North 24 Pgs-743412 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MIJANUR RAHMAN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. MIJANUR RAHAMAN MONDAL, MIJANUR RAHAMAN and MIJANUR RAHMAN both are same and one identical person.

Name Change

I, ANANDADIPA ACHARYA (old name) W/O AJIT TUDU Resident of Benchabari, Shyampur, Purulia-723131 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) PANI TUDU, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. ANANDADIPA ACHARYA and PANI TUDU both are same and one identical person.

Name Change

I, JHUMUR GOLDAR (old name) W/O DINABANDHU BISWAS Resident of Vill-Saharpur, Talbanda, PO- Jugberia, PS-New Barrackpore, Pin-700110 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) JHUMUR GOLDAR BISWAS, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. JHUMUR GOLDAR and JHUMUR GOLDAR BISWAS both are same and one identical person.

Name Change

I, MOSTAFA MALLICK, MOSTAFA MOLLICK, MOSTAFA MANDAL,MOSTA MOLLICK (old name) S/O Afchand Mallik Resident of Jessure,Raghobpur, jesur Jeoldanga, North 24 Parganas,Pin-743233, WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Mosta Mallik, (New name) vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 04/06/2023.MOSTAFA MALLICK, MOSTAFA MOLLICK, MOSTAFA MANDAL, MOSTA MOLLICK and Mosta Mallik both are same and one identical person.

Name Change

I, SK KOLIMUDDIN (old name) S/O SK KAMALUDDIN Resident of Z5/199, Bagdi Para Road, PO- Badartala, PS-Badartala, Kolkata- 700044 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SEKH KOLIMUDDIN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. SK KOLIMUDDIN and SEKH KOLIMUDDIN both are same and one identical person.

Name Change

I, MOHAMMAD RAJEUL HAQUE MOLLA (old name) S/O ASGAR ALI MOLLA Resident of Vill-Jalilpur, PO-Dosatina, PS-Bishnupur, Dist-24 Pgs(S), Pin-743503 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) MD REJAUL HAQUE MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 05/06/2023. MOHAMMAD RAJEUL HAQUE MOLLA and MD REJAUL HAQUE MOLLA both are same and one identical person.

বিশ্বপরিবেশ দিবস উদ্‌যাপনে নদীয়া আদমিপ্রকল্প

সুরজিত বণিক, নদীয়া, ৫ জুন ঃ প্রতিবছরেরমতই এ বছর ৫ জুন বিশ্বপরিবেশ দিবস উদযাপন করা হল নদীয়া জেলার বিভিন্ন জলব্যবহারকারী সমিতিতে। পরিবেশ সংরক্ষণ এবং প্রকৃতির গুরুত্ব সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করতে প্রতিবছর এইদিনটি পালন করা হয়। এই বছর বিশ্বপরিবেশ দিবস

উদযাপনের মূলবিষয় ছিল -প্লাস্টিক দূষণ মোকাবিলা। ১৯৭২ সালে পরিবেশ বিষয়ক রাষ্ট্রসংঘ সম্মেলনের প্রথমদিনে রাষ্ট্রসংঘ সাধারণসভা বিশ্বপরিবেশ দিবস উদযাপনের ধারণাটি ব্যক্ত করেছিল। এরপরেই প্রকৃতির সাথে মানবসমাজের ভাবগতবন্ধন নিবিড় করতে বিশ্বসংসার মঞ্চে আলাপ আলোচনা শুরু হয়েছিল। এরই ফলশ্রুতি হিসেবে ১৯৭৪ সালে ৫ জুন সর্বপ্রথম বিশ্বপরিবেশ দিবস পালন করা হয়। এইভাবেই শুরু হয় জীবজগতের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের বিশ্বব্যাপী সচেতনতা সৃষ্টির অভিযান। তাৎপর্যপূর্ণভাবে, এই বছরই 'বিশ্বপরিবেশ দিবস' উদ্‌যাপনের ৫০ তম বছর। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আদমিপ্রকল্পের নদীয়া জেলাপ্রকল্প পরিচালন শাখার অধীনে ৪৯ টিসমিতিতে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হয় এইদিনটি। মূলঅনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয় হাঁসখালি ব্লকের জয়পুর রাধাকৃষ্ণ জলব্যবহারকারী সমিতিতে। সম্পূর্ণ মহিলা দ্বারাপরিচালিত এই জয়পুর রাধাকৃষ্ণ জলব্যবহারকারী সমিতির সদস্যারা বৃক্ষরোপণ, চারাগাছ বিতরণ এবং মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির কার্যক্রমের মাধ্যমে এইদিনটি পালন করেন। আদমিপ্রকল্পের নদীয়ার জেলাপ্রকল্প পরিচালন শাখার প্রাতিষ্ঠানিক বিশেষজ্ঞ ডঃ সুরজিত কংস বণিক এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি এই বিশ্বপরিবেশদিবস উদযাপনের উদ্দেশ্য এবং প্লাস্টিকের যথেচ্ছ ব্যবহার পরিবেশ কে কিভাবে দূষিত করছে তা বিশদভাবে আলোচনা করেন। সমিতির সকলে শপথ নেন যে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের থেকে তারা বিরত থাকবেন এবং অন্যকে ও প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারের থেকে দূরে থাকতে অনুরোধ করবেন। ধরিত্রীকে ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে বাসযোগ্য করে রাখার অঙ্গীকারের মধ্য দিয়ে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল ব্লক চালু হবে- সুশীল কুমার মোদী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুন ঃ আজ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল চত্বরে সুপার স্পেশালিটি ব্লক এর পরিদর্শনে এলেন ভারতীয় জনতা পার্টি বিহার রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল কুমার মোদী। সুপার স্পেশালিটি ব্লক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল হাসপাতাল পরিদর্শন করে তিনি জানান ভারত সরকার বাংলায় তিন জায়গায় সুপার স্পেশালিটি চালু করার অনুমতি

দিয়েছিলেন তার মধ্যে দু জায়গায় অর্থাৎ মালদা এবং বাঁকুড়াতে সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল তৈরী হয়ে গেছে কিন্তু উত্তরবঙ্গে তৈরী হতে চার বছর সময় লেগেছে। এই বিষয়ে তিনি দিল্লি তে কথা বলবেন বলে জানালেন এবং তিনি আশ্বাস দিলেন ডিসেম্বরের মধ্যে সুপার স্পেশালিটি ব্লক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল অভ্যন্তরীণ বিভাগ পুরোপুরিভাবে চালু করার।

বাংলায় ভ্রষ্টাচার, তাই উন্নয়ন হয় নি, প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী ড. দীনেশ শর্মা

দুরন্ত বার্তা, তারাপীঠ, ৫ জুন ঃ বাংলায় ভ্রষ্টাচার ছেয়ে গেছে। মোদী সরকারের টাকা মানুষের জন্য ব্যয় না করে দুর্নীতি করা হয়েছে। তাই প্রকৃত উন্নয়ন হয় নি, বলে তারাপীঠে জন সংযোগ যাত্রায় এসে বাংলার শাসকদলকে কটাক্ষ করলেন উত্তরপ্রদেশের প্রাক্তন উপ মুখ্যমন্ত্রী ড. দীনেশ শর্মা। উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ জেলা নেতৃত্ব। ৩ - ১০ তারিখ পর্যন্ত জয়নগর, ডায়মণ্ড হারবার, মথুরাপুর লোকসভা এবং বীরভূম জেলায় জনসংযোগ যাত্রা করবেন তিনি। এদিন সাম্প্রতিক রেল দুর্ঘটনায় মোদী সরকারের তৎপরতার প্রশংসা করে বলেন, মাত্র বাহান্ন ঘন্টার মধ্যে রেল চলাচল শুরু হয়েছে বালেশ্বরে। এই কর্মসংস্কৃতি মোদী সরকারের বৈশিষ্ট্য। পাশাপাশি, তিনি বলেন, ৩১ মে থেকে ৩১ জুন পর্যন্ত বিজেপির জন সংযোগ যাত্রায় এই রেল দুর্ঘটনা এক বিরাট ধাক্কা। তবুও আপনাদের এখানে বলতে এসেছি কিভাবে মমতা দিদি কেন্দ্রীয় আবাস যোজনার টাকা নাম বদলে অন্যায়ভাবে দুর্নীতি করে মানুষের সাথে প্রতারণা করেছেন। একটি স্কীমের টাকা কোথায় পাচার করেছেন, তার ঠিকানা নেই। কোনো উত্তর নেই দিদির কাছে। তাইতো হিসেব দিতে পারছেন না। আর সেই কারণে টাকা পাচ্ছেন না। দিদির জন্য বঞ্চিত হচ্ছে সাধারন মানুষ। এছাড়াও গরুপাচার, কয়লা-বালি পাচার সহ বোমা বারুদ খুন রাহাজানিতে ভরে গেছে বাংলা। আজ উত্তরপ্রদেশ দেখুন। দেশের অন্য রাজ্য দেখুন। আর বাংলা দেখুন। উত্তরপ্রদেশের বুন্দেলখণ্ডে পানীয় জল ছিল না। আজ ঘরে ঘরে জল। আমাদের বিজেপি কর্মীদের খুন করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিয়েছে পুলিশ। আমাদের দল বলছে ২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি পঁইত্রিশ আসন পাবে বাংলায়। আমার ধারণা তার থেকে অনেক বেশি পাবে বিজেপি। তৃণমূল বাংলায় ধুয়ে মুছে সাফ হবে।

বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন এস এফ রোড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন ব্যবসায়ীরা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৫ জুন ঃ শহর শিলিগুড়ির এই আবহাওয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে সকল গুনিজনদের পাশাপাশি রাস্তায় নামেন এস এফ রোড মার্চেন্ট এসোসিয়েশন। আজ বিশ্ব পরিবেশ দিবস এই দিনতে এই সংগঠনের ব্যবসায়ীরা শহরের একাধিক স্থানে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। এস এফ রোড মার্চেন্ট এসোয়িয়েশনের সম্পাদক অসিতবরণ মৈত্র শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ছাড়াও নেফ্যে তরফ থেকে শংকর মজুমদার জলপাইমোড় সংলগ্ন রাস্তার ধারে গাছ লাগান। এই কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বাবু পাড়া অঞ্চলেও এই গাছ লাগাবার প্রক্রিয়া চলে।

করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের এক মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব নিলেন মন্ত্রী চন্দ্র নাথ

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৫ জুন ঃ করমণ্ডল এক্সপ্রেসে করে কেরালার উদ্দেশ্যে বীরভূমের আমডোল পঞ্চায়েতের কনকপুর গ্রামে যাত্রা করেন তিন যুবক। তিন দিন অতিক্রান্ত কনকপুর গ্রামের সানাউল সেখ, রফিকুল সেখ ও সান্টু সেখ নিখোঁজ হওয়ার পর থেকে শোকে ভেঙে পড়েছে গোটা গ্রাম। প্রথমে গ্রামে খবর আসে যে সান্টু সেখের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। কিন্তু ময়নাতদন্তের পর জানা যায় যে মৃতদেহ অন্য ব্যক্তির। এই চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কনকপুরের তিনটি পরিবার। মা তাজকেরা বেওয়ার ছেলে নাম রফিকুল শেখ। সেও নিখোঁজ। বেলী বিবির দাদার নাম রাকিবুল শেখ। তাঁরাও নিখোঁজ। বেঁচে আছে না মরে গেছে, এমন অসহায় অনিশ্চিত দুঃশ্চিন্তার মধ্যে বিনিদ্র রাত কাটাচ্ছে পরিবারগুলো। সানাউল সেখ ও রফিকুল সেখের মৃতদেহ নিয়েও জেলা প্রশাসন এখনই কিছু বলতে চাইছে না। তবে যেহেতু পরিবার দুঃশ্চিন্তায় আছে, প্রশাসনের তরফে সবরকমের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। জুলেখা বিবির ছেলে সান্টু সেখ। তাঁর ছেলের মৃতদেহ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকায় চিন্তার কারণ দেখা দিয়েছে। তিনি জানান, ছেলের লাশ ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। ক'দিন বাদেই নাতনির বিয়ে। সেই টাকা জোগার করতেই বাইরে কাজ করতে গেছিল। জানা গেছে, কুরবানির পর সান্টু সেখের মেয়ের বিয়ের দিন স্থির ছিল। সেই জন্য টাকা জোগার করতে তার বাইরে কাজ করতে যাওয়া। এই খবর পাওয়ার পর মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, স্থানীয় বিধায়ক মোশাররফ হোসেন এবং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক ঘটনাস্থলে যান। মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা জানান, সরকারি ভাবে পরিবারের হাতে ত্রাণ তুলে দেওয়া হয়েছে। আমি পরিবারের কাছে খবর পেলাম মাস খানেক পর সান্টু সেখের মেয়ের বিয়ে। বিয়ের জন্য টাকার যোগার করতে সে বাইরে গেছিল। যেহেতু সে এখনো পর্যন্ত নিখোঁজ। তার মেয়ের বিয়ের দায়িত্ব নিলাম। এছাড়াও অন্যান্যদের পড়াশোনার খরচ এবং যাবতীয় অভাব অভিযোগ, সুখে দুঃখে এদের পাশে আমরা থাকব। স্থানীয় বিধায়ক মোশাররফ হোসেন বলেন, আজ কেন্দ্র সরকার একশো দিনের টাকা আঁটকে দিয়েছে। তাই এলাকার এই সমস্ত মানুষকে বাইরে কাজ করতে যেতে হচ্ছে। রেলের নিরাপত্তাব্যবস্থায় ত্রুটি। এর দায় কার? তবে রাজ্য সরকার বাংলার মানুষের পাশে সব সময় আছে। বীরভূম জেলা পুলিশ ২৪ ঘন্টার জন্য একটি স্পেশাল কন্ট্রোল রুম খুলেছে, করমণ্ডল এক্সপ্রেসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত পরিবারের জন্য।

নিম্নমানের সামগ্রী চলছিল ঘাটের কাজ, বিক্ষোভ দেখিয়ে বন্ধ করল গ্রামবাসীরা

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ৫ জুন ঃ নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে নদীর সিঁড়ি ঘাট বাঁধানোর কাজ করায় আটকে দিল গ্রামবাসীরা। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার নদীয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কৃষ্ণগঞ্জের শিব নিবাস এলাকায়। কৃষ্ণগঞ্জে চূর্ণী নদীর ধারে অবস্থিত নদীয়ারাজ মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের তৈরি সুপ্রাচীন ও এশিয়ার বৃহত্তম শিবলিঙ্গ । শিব নিবাস মন্দিরে সারা বছর ধরেই হাজার হাজার পুর্নার্থীদের সমাগম ঘটে। শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার ও শিবরাত্রিতে লক্ষ লক্ষ ভক্ত সমাগম হয় । ভক্তবৃন্দরা নদীতে স্নান সেরে চূর্ণী নদী থেকে জল নিয়ে শিবলিঙ্গে জল ঢালেন ও শিব নিবাস মন্দিরে পুজো দেন। যার ফলে দীর্ঘদিন ধরেই চূর্ণী নদীর ধারে একটি পাকা সিঁড়ি ঘাট তৈরি করার দাবি জানিয়ে আসছিলেন ওই এলাকার বাসিন্দারা। সম্প্রতি এলাকাবাসীদের দাবি মেনে শুরু হয় নদীর সিঁড়ি ঘাট তৈরির কাজ। কাজটি সম্পন্ন করতে নদীয়া জেলা পরিষদ মারফত ১৪ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৩২ টাকা অনুমোদিত হয়। কিন্তু সিঁড়ি ঘাট তৈরির জন্য নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হচ্ছে বলে এই দিন অভিযোগ করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এবং নদীর সিঁড়ি ঘাট তৈরির কাজে সঠিক মানের সামগ্রী ব্যবহার করার দাবিতে এইদিন বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন বিক্ষোভকারীরা। এছাড়াও নির্মাণ কাজটি কার্যত বন্ধ রেখে ফিরে যেতে হয় কাজটির দেখভালের দায়িত্বে থাকা সরকার পক্ষের প্রতিনিধিদের। এই প্রসঙ্গে স্থানীয় মাজদিয়া এলাকার বাসিন্দা রাজু ঘোষ বলেন, শিবনিবাস মন্দিরে দূরদূরান্ত থেকে অগণিত দর্শনার্থীদের সমাগম হয়। এবং প্রত্যেকেই পুজো দেওয়ার আগে এই নদীতে স্নান করেন। যার ফলে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় বহিরাগত পুর্ণ্যার্থী থেকে শুরু করে এলাকাবাসীদের। সকলের সুবিধার্থে চূর্ণী নদীর এই ঘাটটি পাকাপাকিভাবে বাঁধানোর জন্য এলাকাবাসীদের তরফে সরকার পক্ষের কাছে একাধিকবার দাবি জানানো হয়। মূলতঃ সেই দাবি মেনে নদীয়া জেলা পরিষদের উদ্যোগে শুরু হয় নদীর সিঁড়িঘাট বাঁধানোর কাজ। কিন্তু নিম্নমানের সামগ্রী

ব্যবহার করে কাজ করার অভিযোগে নির্মাণ কাজটি বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয় এলাকাবাসীরা। মূলতঃ শিব নিবাস প্রাক্তন ঘাট মালিক জয়দেব সিংহ নিম্নমানের কাজের প্রতিবাদ জানান ও কাজ বন্ধ করে দেন । পাশাপাশি সিঁড়ি ঘাট বাঁধানোর ক্ষেত্রে নিম্নমানের লোহার রড, সিমেন্ট ব্যবহার করা ছাড়াও মাত্র তিন ইঞ্চিরও কম ঢালাই করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন রাজু বাবু। নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করে নির্মাণ কার্য হলে যে কোন মুহূর্তে বড়সড়ো কোন দুর্ঘটনার কবলে পড়তে পারেন পুণ্যার্থীরা বলেও অভিযোগ করেন তিনি। মূলতঃ সেই কারণেই সঠিক মানের সামগ্রী ব্যবহার করে ঘাট তৈরি করার দাবিতে ঘাটের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেন বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা বলে জানান তিনি। এই ঘাট পরিদর্শনে এলেন নদীয়া জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে আধিকারিকরা । গ্রামবাসীরা কাজের সিডিল চাইলেও তারা কোন সিডিল দেখাতে পারেননি । পাশাপাশি আধিকারিকরা দায় সেড়ে বলেন জেলা পরিষদে গিয়ে দেখে আসবেন । সাংবাদিকরা প্রশ্ন করেন তাহলে ঘাটের কাজ বন্ধ কেন ? এর উত্তরে জেলা পরিষদের এক কর্মী বলেন লিখিত দেখান তারপর বলব । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে আধিকারিক বলেন কোন অভিযোগ নেই তাই কিছু বলবো না। এই ঘটনায় এলাকায় ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৫ জুন ঃ ২০২২-২২ মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক ও আইসিএসসি বোর্ডের পরীক্ষার প্রথম দশে স্থানাধিকারী কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দিল বর্ধমান রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার অ্যাসোসিয়েশনের নিজস্ব হলে আয়োজিত ওই সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা, জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন, বর্ধমান থানার আইসি সুখময় চক্রবর্তী, সেন্ট জেভিয়ার্সের অধ্যক্ষ মি পল, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক, সম্পাদক রাজকুমার সাহানা সহ অন্যান্য সদস্যারা। সভার শুরুতেই করমন্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় মৃতদের উদ্দেশ্যে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। জেলাশাসক প্রিয়াঙ্কা সিংলা উপস্থিত কৃতী ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বলেন, জীবনে সবসময় সাফল্য আসবেই এটা ধরে নেওয়া ঠিক না। কখনও কখনও বিফলতাও আসে। তবে তার জন্য নিরাশ না হয়ে ছাত্রছাত্রীদের ধৈর্য্য আত্মবিশ্বাস ধরে রাখার পরামর্শ দেবার পাশাপাশি আগামি দিনে তাদের সফলতা কামনা করেন জেলাশাসক। জেলা পুলিশ সুপার কামনাশীষ সেন প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থিত ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু উপদেশ ও পরামর্শ দেন। তিনি জীবনে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য রেখে ছাত্রছাত্রীদের এগিয়ে যাবার কথা বলেন। উপস্থিত অভিভাবকদের ছাত্রছাত্রীদের উপর খুব বেশী চাপ দিতেও বারণ করার পাশাপাশি নিজেদের ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষা যাতে ছেলেমেয়ে উপর জোর করে চাপিয়ে না দেওয়া হয় সে বিষয়ে আবেদন জানান তিনি। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক মিঃ পল কৃতি ছাত্রছাত্রীদের অভিনঃদন জানিয়ে তাদের ভবিষ্যতে আরও সফলতা কামনা করেন। রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল মালেক জানান, বর্ধমান ডিস্ট্রিক্ট রাইস মিল অ্যাসোসিয়েশন বিভিন্ন সামাজিক কাজের সাথে যুক্ত। এই নিয়ে দ্বিতীয় বছর তারা জেলার কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধনা দিচ্ছেন। এদিন মাধ্যমিকে প্রথম দশে থাকা ১৭ জন, উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দশে থাকা ৭ জন এবং আইসিএসসিতে রাজ্যের মধ্যে প্রথম স্থানাধিকারীকে সম্বর্ধনা দেওয়ার কথা থাকলেও এদের মধ্যে এদের ৩ জন বিভিন্ন কারনে অনুপস্থিত থাকায় মোট ২২ জনকে সম্বর্ধনা দেওয়া হয়। কৃতীদের হাতে একটি ল্যাপটপ, পুস্প স্তবক, শংসাপত্র, মিষ্টির প্যাকেট এবং বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে একটি চারাগাছ প্রদান করা হয়। তবে এই সম্বর্ধনা সভায় মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক, আইসিএসসি বোর্ডের কৃতীদের ডাকা হলেও মাদ্রাসা বোর্ডের কোন কৃতী ছাত্রছাত্রীকে ডাকা হয় নি। অথচ মাদ্রাসা বোর্ডের পরীক্ষায় পূর্ব বর্ধমান জেলা থেকে প্রথম দশে রয়েছে বেশ কয়েকজন। এই বিষয়ে মালেক বাবু তাদের ভুল স্বীকার করে নেন এবং আগামী দিনে মাদ্রাসার কৃতীদের সাথে যোগাযোগ করে সম্বর্ধনা জানাবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

প্ল্যাটফর্ম সংলগ্ন সব দোকান সরিয়ে দিয়েছে রেল

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৫ জুন ঃ রায়গঞ্জ রেলস্টেশনের দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ধার ঘেঁষে যেসমস্ত দোকানপাট ছিলো সেইসমস্ত দোকানপাট তুলে দিলো রেল। এদিন রেল পুলিশ এবং রেলের আধিকারিকের উপস্থিতিতে এই দোকানপাটগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ধরেই রেলের জায়গায় ওই দোকানগুলো বসেছিলো তবে রেলের উন্নমূলক কাজের জন্যই ওই দোকানগুলোকে সরিয়ে দিতে হবে বলে সূত্রের খবর। অন্যদিকে রেলের এই সিদ্ধান্তে স্বভাবতই মারাত্মক সমস্যায় পড়েছেন দোকানদাররা। সারি দিয়ে বেশির ভাগ খাবারের দোকানই বসতো তবে রেল উঠিয়ে দেওয়ায় ক্ষতির মুখে তাঁরা। দোকানদারদের তরফ থেকে স্থায়ী ব্যবস্থার দাবি জানানো হয়েছে রেলের কাছে নইলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ার দিয়েছেন তাঁরা।

বিশ্ব পরিবেশ দিবস, জয়নগর সাব ট্রাফিকের

দুরন্ত বার্তা, জয়নগর, ৫ জুন ঃ সোমবার বিকালে বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালন করা হলো জয়নগর সাব ট্রাফিকের পক্ষ থেকে জয়নগরে। এদিন বিকালে জয়নগরে বৃক্ষরোপনের মধ্যে দিয়ে এই কর্মসূচি পালন করা হয়। গাড়ি চালক সহ সাধারণ মানুষকে পরিবেশ বাঁচাতে, সুন্দরবনকে বাঁচাতে আরো বেশি করে গাছ লাগানো ও পরিচর্যার করার দরকার আছে । এদিনের এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর সাব ট্রাফিক ওসি সুভাষ পাল, প্রশান্ত দাস সহ আরো অনেকে।

ফুরফুরা শরীফে এসে অভিষেক পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর সাথে বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৫ জুন ঃ সুর পাল্টে ছিল সাগরদিঘির উপ নির্বাচনের সময়। উপ নির্বাচনে হার নিয়ে তৃণমূলের প্রার্থী বাছাই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী। সোমবার হুগলি জেলায় নব জোয়ার কর্মসূচিতে গিয়েই পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকীর সঙ্গে বৈঠক সারলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সাগরদিঘির উপ নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর পীরজাদা ত্বহা সিদ্দিকী বলেন, সাগরদিঘিতে তৃণমূলের প্রার্থী নির্বাচন কে করেছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯৯ শতাংশ মানুষ বলছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলে এটা করতেন না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী নির্বাচন করেছে। তাঁর এই মন্তব্যের শোরগোল পড়ে যায়। সোমবার হুগলি জেলায় নব জোয়ার কর্মসূচি শুরু করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জাঙ্গীপাড়ার প্রয়াত পীর আবু বকর সিদ্দিকির মাজার পরিদর্শনে যান তিনি। এরপর ফুরফুরা শরীফ পরিদর্শনে যান অভিষেক। সেখানে ফুরফুরা শরীফ উচ্চ পদস্থ নেতৃত্বের সঙ্গে অভিষেকের দীর্ঘক্ষণ বৈঠক হয়। অভিষেক বেরিয়ে বলেন, আমি কিছু বলব না। ত্বহা সিদ্দিকী সাহেব যা বলার বলবেন। এখানে প্রায় পাঁচ ছয় বছর পর এলাম। এখানে এলে নিশ্চিতভাবে আলাদা একটা শক্তির সঞ্চার হয়। লড়াইয়ের একটা মানসিকতা পাওয়া যায়। আগামী দিনে সেই মানসিকতা নিয়ে আমরা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করবো। অন্যদিকে, সোমবার ত্বহা সিদ্দিকী বলেন, মানুষের সঙ্গে মানুষের জন্য যাঁরা কাজ করবেন, তাঁদের সঙ্গে ছিলাম- আছি-থাকবো। মানুষের যাঁরা মানুষকে ধোঁকা দেবে, তাঁদের সঙ্গে আমরা নেই। নব জোয়ারে মানুষের সঙ্গে থেকে অভিষেক নিশ্চয়ই সাফল্য পাবেন বলেও জানান তিনি। সাগরদিঘির উপ নির্বাচনের পর সংখ্যালঘু সমর্থন নিয়ে তৃণমূলকে খোঁচা দেওয়া শুরু করেছিল বিরোধীরা। শাসক দলের থেকে সংখ্যালঘু সমর্থন সরে যাচ্ছে বলে মত প্রকাশ করেন অনেকেই। শাসক দল থেকে ফুরফুরা শরীফের দূরত্ব তৈরি হচ্ছে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এর আগে সাগরদিঘি ফলের পর ত্বহা সিদ্দিকীকে বলতে শোনা যায়, তৃণমূলের জন্য যে সংখ্যালঘুরা এত বছর লড়েছেন, তাঁদেরকে দল থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যাঁরা প্রাণ দিয়ে লড়েছে, তাঁদের ডানা ছাঁটা হচ্ছে। তবে সোমবারের বৈঠকের পর অভিষেক রাজনীতি সম্বন্ধিত কোনও বিষয় নিয়ে কিছু বলতে চাননি। বিষয়টি নিয়ে ত্বহা সিদ্দিকী যা বলার জানাবেন বলে তিনি জানান।

চাকরি না দিলে পথে বসবঃ বিধায়ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৫ জুন ঃ ১০ লক্ষ টাকা নয়, করমন্ডল ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃতের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ২০ লক্ষ টাকা। তার সাথে দিতে হবে মৃতের পরিবারের সদস্যকে সরকারি চাকুরী। এমনটাই দাবি জানালেন মালতীপুরের বিধায়ক আব্দুর রহিম বক্সি। দাবি না মানা হলে বৃহত্তর আন্দেনালনে নামা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে রহিম বক্সি। মূলত, ট্রেন দুর্ঘটনায় মৃত মালতীপুরের বালুয়াঘাটে রবিবার রাতে কফিন বন্দি দেহ ফিরে মাসরেকুলের। শেষকৃত্যে সামিল হয়েছিলেন রাজ্যের দুই প্রতিমন্ত্রী সাবিনা ইয়াসমিন ও তাজমুল হোসেন। ছিলেন জেলাশাসক নীতিন সিংহানিয়া, পুলিশ সুপার প্রদীপ কুমার যাদব ও সভাধিপতি রফিকুল হোসেন প্রমুখরা। শেষ কৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর রাজ্য সরকার তরফে আর্থিক ক্ষতিপূরণের পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেওয়া হয়। মাসরেকুলের স্ত্রী রুকসানার হাতে চেক তুলে দেওয়া হয় জেলা প্রশাসনের তরফে। পাশাপাশি আরোও দশ হাজার টাকা দেওয়া হবে। তিন মাস পর্যন্ত প্রাথমিক ত্রাণ দেওয়া হবে প্রশাসনের তরফে। এদিন বিধায়ক রহিম বক্সি বলেন, এই মৃত্যু অত্যন্ত বেদনাদায়ক। পেটের টানে ভিন রাজ্য ছুটতে হচ্ছে বাংলার মানুষকি। এই রাজ্যে একশো দিনের কাজ স্থগিত করে দেওয়ায় অনেকে ছুটছে বাইরে। একশো দিনের কাজ থাকলে আজ এই দিন দেখত হত না মাসরেকুলের পরিবারকে। মৃতের স্ত্রীকে চাকরি না দিলে পথে বসব।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-II , KMC** invites e-tender by two bid system for the following works:

(1) NIT No.: LTG/34/54/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No. 54.** Estimated Amount: **Rs. 4,99,836.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

(2) NIT No.: LTG/33/54/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Repairing of street lighting system at various places in Ward No. 54.** Estimated Amount: **Rs. 1,99,284.00**. Earnest Money: **Rs. 4,000.00.**

(3) NIT No.: LTG/35/61/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at different places in Ward No. 61.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,854.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00**. Last Date and Time of submission of Bid: **14.06.2023 upto 1 p.m. [For Sl. No. 1 to 3]**. The bid forms and other details will be available on and from: **06.06.2023 (1 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 3]**.

(4) NIT No.: LTG/32/53/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at various places in Ward No. 53.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,946.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

(5) NIT No.: LTG/30/53/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Replacement of old light fittings by energy efficient LED fittings at different places in Ward No. 53.** Estimated Amount: **Rs. 3,94,862.41**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00.**

(6) NIT No.: LTG/31/52/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Replacement of old light fittings by energy efficient LED fittings at different places in Ward No. 52.** Estimated Amount: **Rs. 3,95,696.78**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00.**

(7) NIT No.: LTG/28/52/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED light fittings at various places in Ward No. 52.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,873.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **15 days. [For Sl. No. 1 to 7].**

(8) NIT No.: LTG/27/53/VI/Z-II/23-24
Name of the Work: **Repairing and replacement of bustee lighting system at different places in Ward No. 53.** Estimated Amount: **Rs. 1,49,306.28**. Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **12 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **19.06.2023 at 1 p.m. [For Sl. No. 4 to 8]**. The bid forms and other details will be available on and from **06.06.2023 (1 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 4 to 8]**.

The **Director General (Electrical), KMC** invites tender online percentage rate two bid system for the following works:

(1) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-137/22-23 (2nd Call)
Name of the Work: **Supply and Installation of Air Conditioning system along with allied electrical works at MM Court at HUDCO Building, 5th Floor under KMC.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,195.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **20 days.**

(2) NIT No. : KMC/Elect/Ely/Estm-04/22-23 (1st Call)
Name of the Work: **Operation of Pump Set (from 6 p.m. to 10 p.m.) for sump at basement of HUDCO Building for monsoon period under KMC.** Estimated Amount: **Rs. 1,41,245.38.** Earnest Money: **Rs. 3,000.00.** Period of Completion: **139 days.** The bid forms and other details are available on and from **09.06.2023** from the website **https://wbtenders.gov.in [For Sl. No. 1 & 2].**

(3) NIT No. : KMC/ELECT/ELY/ESTM-31/23-24
Name of the Work: **Operation and Maintenance of Electrical installation at Dist-I garage throughout the year under KMC.** Estimated Amount: **Rs. 4,86,432.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of Submission of Bid: **16.06.2023 upto 4 p.m. [For Sl. No. 1 to 3].** The bid forms and other details are available on and from **08.06.2023, 3 p.m.** from the **website https://wbtenders.gov.in**

(4) NIT No. : LTG/18/WD-23/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED fittings in different areas within Ward No. 23, Br.-IV.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,772.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

(5) NIT No. : LTG/15/WD-22/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED street light fittings in Ward No. 22, Br.-IV.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,884.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.**

(6) NIT No. : LTG/16/WD-24/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED street light fittings in Ward No. 24, Br.-IV.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,140.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days [For Sl. No. 4 to 7].**

(7) NIT No. : LTG/8/WD-27/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Annual O and M of Street, Bustee and Park lighting system within Ward No. 27, Br.-IV** Estimated Amount: **Rs. 4,97,580.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00**

(8) NIT No. : LTG/10/WD-28/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Annual O and M of Street lighting, Bustee lighting and Park lighting system within Ward No. 28, Br.-IV.** Estimated Amount: **Rs. 4,98,460.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **365 days [For Sl. No. 7 & 8].** Last Date and Time of Submission of Bid (Online): **19.06.2023 upto 4 p.m. [For Sl. No. 4 to 8].** The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023 (4 p.m.)** from the website **https://etenders.wb.nic.in [For Sl. No. 4 to 8].**

(9) NIT No. : LTG/17/WD-27/BR-IV/Z-II/23-24
Name of the Work: **Supply and delivery of LED fittings in different places within Ward No. 27, Br.-IV.** Estimated Amount: **Rs. 4,97,173.00.** Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **30 days.** Last Date and Time of Submission of Bid (Online): **19.06.2023 upto 4.30 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **06.06.2023 (4.30 p.m.)** from the website **https://etenders.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical), Lighting, Zone-VI , KMC** invites tender online two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/EE(E)/Z-VI/143/8/23-24
Name of the Work: **Improvement of street lighting system by energy efficient LED fittings at 22 Bigha, Nalanda Park, 12 Foot and other different areas in Ward No. 143.** Estimated Amount: **Rs. 4,95,763.00**. Earnest Money: **Rs. 10,000.00.** Period of Completion: **28 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **15.06.2023 at 12 noon.** Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): **17.06.2023 at 12 noon.**The bid forms and other details will be available on and from **06.06.2023 at 6 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer (Electrical), KMC** invites tender online item rate two bid system for the following work:

NIT No.: KMC/ELECT/ELY/ESTM-27/23-24 (1st Call)
Name of the Work: **Annual operation and maintenance of EPABX System for CMO and Allied Offices.** Estimated Amount: **Rs. 3,99,960.00**. Earnest Money: **Rs. 8,000.00.** Period of Completion: **365 days.** Last Date and Time of submission of Bid: **16.06.2023 at 4 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **08.06.2023 at 3 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**

232/23-24

সবাইকে নিয়ে তিহার জেলে ঢুকবে, নাম না করে অভিষেককে কটাক্ষ মহম্মদ সেলিমের

শ্রেয়া আদক, হাওড়া, ৫ জুন ঃ সবাইকে নিয়ে তিহার জেলে ঢুকবে। নাম না করে হাওড়ায় অভিষেককে কটাক্ষ করলেন সিপিএম নেতা মহম্মদ সেলিম। সোমবার বিকেলে হাওড়ায় এক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে অভিষেকের উদ্দেশ্যে তাঁর নাম না উল্লেখ করে ওই মন্তব্য করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। বিগত রামনবমীর মিছিলে অশান্তির ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতের অনুমতিতে সোমবার হাওড়ায় বামফ্রন্টের সম্প্রীতির মিছিলে হাঁটেন সেলিম। ১০০ দিনের কাজের বকেয়া প্রাপ্য আদায়ের জন্য সবাইকে নিয়ে দিল্লি যাওয়ার কথা তুলেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। দিল্লি যাওয়া প্রসঙ্গে অভিষেকের নাম না করে সেলিম বলেন, সবাইকে নিয়ে তিহার জেলে ঢুকবেন (অভিষেক)। এদিন রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিমানবন্দরে আটকানো, পরবর্তীতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার পক্ষ থেকে দপ্তরে হাজিরার নির্দেশ প্রসঙ্গে সেলিম বলেন, কে এই রুজিরা ? তিনি কি কয়লা, সোনা পাচার করার কারণে বিখ্যাত ? আমরা বলেছি চোর ধরো জেল ভরো। তা সে ভাইপোই হোক বা

ভাইপোর স্ত্রী হোক। এদিন কাজীপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত এই মিছিল হয়। প্রসঙ্গত, সিপিআই(এম) হাওড়া জেলা কমিটির ডাকে সোমবার বিকেলে হাওড়ায় সম্প্রীতির মহামিছিলের ডাক দেওয়া হয়। বিকাল ৪.৩০টায় শিবপুর কাজিপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত হয় ওই মিছিল। তাতে উপস্থিত ছিলেন মহম্মদ সেলিম সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। হাওড়া সিটি পুলিশ এর আগে এই মিছিলের অনুমতি প্রত্যাখ্যান করে। তবে শেষপর্যন্ত হাইকোর্টে মামলা করে কোর্টের রায়ে এদিন এই মিছিল হয়। বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী, সোমবার বিকেল চারটে থেকে কাজিপাড়া থেকে হাওড়া ময়দান পর্যন্ত মিছিল করবে সিপিএম। বেশ কয়েকটি স্পর্শকাতর এলাকা দিয়ে সিপিএমের সম্প্রীতি মিছিল যাওয়ার কথা। তাই সেখান দিয়ে মিছিল যাওয়ার সময় ভাবনাচিন্তা করে স্লোগান দিতে হবে। পাশাপাশি মিছিল থেকে কোনও উসকানিমূলক মন্তব্য করা যাবে না। এছাড়াও মিছিলে মাইক ব্যবহার করা যাবে না। তবে হাওড়া ময়দানের সভায় মাইক ব্যবহার করার অনুমতি দেয় হাইকোর্ট।

ফরাসি ওপেন থেকে বের করে দেওয়া হল দুই প্লেয়ারকে

প্যারিস, ৫ জুনঃ খেলা মানসিক গড়নের কাজ করে। খেলা শেখায় মানুষ হতে। মাঠ ও মাঠের বাইরে মানবিক হতে শেখায় খেলা। কিন্তু কেউ কেউ নিয়মের বাইরে হন। যা বেশ অবাক করে খেলার দুনিয়াকে। এমনই এক ঘটনা ঘটল ফরাসি ওপেনে। যা বেশ অবাক করার মতো। জাপানি-ইন্দোনেশিয়ান জুটি খেলছিল মেয়েদের ডাবলসে। একটি ঘটনার জেরে সাময়িক বন্ধ হয়ে যায় খেলা। সেই খেলা চালু করার আর প্রয়োজন বোধ করলেন না আম্পায়ার। জাপানি-ইন্দোনেশিয়ান জুটিকে বাতিল করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন ম্যাচের পরিচালক। আম্পায়ারের এই ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়ার ঘটনা বেশ চমকে দিয়েছে টেনিস দুনিয়াকে। এমনকি, খেলার দুনিয়াতেই হইচই পড়ে গিয়েছে। দুই মেয়ে টেনিস প্লেয়ার এমন অমানবিক হলেন কী করে? এই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে টেনিস ভক্তরা। ঘটনা ঘটে মেয়েদের ডাবলসের একটি ম্যাচে। মারিয়া বুজোকাভা-সারা সরিবেসের বিরুদ্ধে খেলছিলেন মিয়ু কাতো ও আলদিলা সুতজিয়াদি। প্রথম সেটটা তাঁরা হেরেছিলেন ৬-৭। কিন্তু দ্বিতীয় সেটে ম্যাচে ফেরার মরিয়া চেষ্টা করছিলেন। ৩-১ এগিয়ে থাকা অবস্থাতেই হঠাৎই ঘটে অপ্রীতিকর ঘটনা। কাতোর একটা ক্রস-কোর্ট শট গিয়ে সরাসরি লাগে বল গার্লের গায়ে। টেনিসে এমন ঘটনা ঘটলে তার পুরো দায় নিতে হয় ওই প্লেয়ারকে। কাতোর শট কাঁধে ও মুখে লাগে। প্রবল চোট পায় ওই কিশোরী। কান্নায় ভেঙে পড়ে সে। খেলা থামিয়ে দেওয়া হয়। ওই ঘটনার পর আম্পায়ার আলেকজান্দার জাগ প্রথমে সতর্ক করেছিলেন কাতোকে। কিন্তু প্রতিপক্ষ দুই প্লেয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ জানান। তারই ভিত্তিতে ডিসকোয়ালিফাই করে দেওয়া হয় কাতো ও আলদিলাকে। ওই ঘটনার জেরে কান্নায় ভেঙে পড়েন কাতো।

মাথাব্যথা কিপার!

ঈশানের চোটে সম্ভাবনা বাড়ছে শ্রীকার ভরতের

লন্ডন, ৫ জুনঃ মিউজিক্যাল চেয়ার ঠিক নয়। তবে সুস্থ মাথাব্যথা অবশ্যই। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে স্কোয়াডে বেশ কিছু পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। যে পরিকল্পনা ধরে এগোচ্ছিল, তার অনেকটাই ধাক্কা খেয়েছে গত ডিসেম্বরে। বরং বলা ভালো তারও আগে। চোটের কারণে অনির্দিষ্টকালের জন্য মাঠের বাইরে জসপ্রীত বুমরা। গুরুতর গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছিলেন কিপার-ব্যাটার ঋষভ পন্থ। জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রিহ্যাব চলছে তাঁর। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আইয়ার। তারও মাঠে ফেরার নির্দিষ্ট কোনও খবর নেই। আইপিএলের মাঝে চোট পান লোকেশ রাহুল। এক ঝাঁক চোটে ভারতের পরিকল্পনায় একের পর এক ধাক্কা খেয়েছিল। এ বছর দেশের মাটিতে ওডিআই বিশ্বকাপও রয়েছে। আপাতত লক্ষ্য বিশ্ব টেস্ট

চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল জিতে এক দশকে আইসিসির ট্রফি খরা কাটানো। আর তার আগে মাথাব্যথা কিপার-ব্যাটার। ঋষভ পন্থ না থাকায় টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের স্কোয়াডে প্রথম পছন্দ ছিলেন শ্রীকার ভরত। কিন্তু ব্যাক আপ হিসেবে ছিলেন লোকেশ রাহুলও। সীমিত ওভারের ফরম্যাটে কিপিং করেছেন রাহুল। হয়তো ব্যাটিং শক্তিশালী করতে রাহুলকে কিপার হিসেবেও খেলানোর পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু আইপিএলে চোট পেয়ে রাহুলও ছিটকে যাওয়ায় চিন্তা বাড়ে। জাতীয় দল থেকে বাদ পড়া অভিজ্ঞ ঋদ্ধিমান সাহার জন্য ক্রিকেট প্রেমী থেকে শুরু করে প্রাক্তন ক্রিকেটাররা সওয়াল করলেও টিম ম্যানেজমেন্ট সিদ্ধান্তে অনড় থাকে। আইপিএলে দুর্দান্ত কিপিং এবং ব্যাটিংয়ের পরও ব্রাত্যই থাকেন ঋদ্ধি। আইপিএলে গুজরাট টাইটান্সে ছিলেন শ্রীকার ভরতও। টেস্টে তাঁকেই ঋষভ পন্থের বিকল্প হিসেবে রাখা হয়েছে দীর্ঘ সময়। ঋষভ না থাকায় আইপিএলের আগে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফিতে কিপিং করেন শ্রীকার ভরতই। তবে বিদেশের মাটিতে অভিজ্ঞতা তেমন নেই। কিন্তু বিকল্প? ঈশান কিষাণকে শেষ মুহূর্তে স্কোয়াডে যোগ করা হলেও তাঁর এখনও অভিষেকই হয়নি। সীমিত ওভারের ফরম্যাটে ঈশান কিষাণ নিঃসন্দেহে দক্ষ ব্যাটার। তবে আন্তর্জাতিক মঞ্চে, তাও আবার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে সেফ কিপার বেশি জরুরি। মাত্র চারটি টেস্ট খেলার অভিজ্ঞতা নিয়ে তাঁকে নিয়েও খুব বেশি প্রত্যাশা না করাই শ্রেয়। তবে ডাকাবুকো ব্যাটিং এবং তুলনামূলক সেফ কিপিংয়ের দিকে শ্রীকার ভরতই সেরা অপশন। আইপিএলে দ্বিতীয় কোয়ালিফায়ারে কনকাশন হয়েছিল ঈশান কিষাণের। বেশ কিছুক্ষণ কিপিং করেননি। কনকাশন পরিবর্ত নামানো হয়েছিল। সেই সমস্যা মিটলেও ওভালে নতুন সমস্যা। ফাইনালের ভেনুতে প্রথম অনুশীলনে নেটে দীর্ঘসময় ব্যাট করেন ঈশান। এমন পরিস্থিতিতে বাঁ হাতে চোট পান। যদিও চোট কতটা গুরুতর, নিশ্চিত নয়।

২২ গজ কঠিন ঠাঁই, বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে একগুচ্ছ নিয়ম বদল

লন্ডন, ৫ জুনঃ ২২ গজে কোনও ম্যাচের ক্ষেত্রে একাধিক নিয়ম থাকে। আর এমনটাই স্বাভাবিক। নিয়মের বাইরে কোনও কিছুই হয় না। কোনও ম্যাচে অনেক সময় সফ্ট সিগন্যাল নিয়ে বেশি ধোঁয়াশা তৈরি হয়। বিশেষ করে সমস্যা দেখা দেয় ক্যাচের ক্ষেত্রে। আসন্ন বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে একগুচ্ছ নতুন নিয়মে খেলবে ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। ৭ জুন ওভালে শুরু হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। ১ জুন থেকে আইসিসির কিছু নতুন নিয়ম চালু হয়েছে। এ বার সেই নিয়মেই খেলা হবে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল। রোহিত শর্মার ভারত ও প্যাট কামিন্সের অস্ট্রেলিয়াকে এই সকল নিয়ম মাথায় রেখেই মহারণে নামতে হবে। কোন কোন নতুন নিয়ম মেনে ওভালে খেলবেন বিরাট কোহলি, স্টিভ স্মিথরা? সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন পুরুষ ক্রিকেট কমিটি এবং মহিলা ক্রিকেট কমিটির সুপারিশ অনুমোদনের পর আইসিসি সম্প্রতি প্লেয়িং কন্ডিশন পরিবর্তন করার কথা ঘোষণা করেছে। ইংল্যান্ড এবং আয়ার্ল্যান্ডের মধ্যে সদ্য হওয়া এক ম্যাচের টেস্ট সিরিজ থেকে এই নতুন প্লেয়িং কন্ডিশন কার্যকর

হয়েছে। এই নতুন প্লেয়িং কন্ডিশনের অধীনে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলা হবে। আইসিসি প্লেয়িং কন্ডিশনে সবচেয়ে বড় যে পরিবর্তন হয়েছে তা হল সফ্ট সিগন্যালে। সেটি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে ব্যবহার করা হবে না। অর্থাৎ, টিভি আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত উল্লেখ করার আগে ফিল্ড আম্পায়ারের ‘সফ্ট সিগন্যাল’ দেওয়ার অধিকার থাকবে না। পাশাপাশি ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার বিষয়েও নেওয়া হয়েছে বড় পদক্ষেপ। আসলে বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক। **সফ্ট সিগন্যাল আসলে কী?** কোনও ম্যাচ ঠিকঠাক ক্যাচ নেওয়া হয়েছে কিনা, তা জানার জন্য তৃতীয় আম্পায়ারের কাছে সিদ্ধান্ত যেত। কিন্তু তার আগে মাঠের আম্পায়ারকে প্রাথমিক একটি সিদ্ধান্ত নিতে হত। সেটিই ছিল সফ্ট সিগন্যাল। মাঠের আম্পায়ার যদি আউট দিতেন, তখন ওই সিদ্ধান্ত ভুল হলেও অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যেত উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে সেই সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত থাকত। এ বার থেকে সেই সফ্ট সিগন্যালের বিষয়টিই থাকছে না। ফলে কোনও আউট নিয়ে বিশেষ করে ক্যাচের ক্ষেত্রে তৃতীয় আম্পায়ার রিপ্লে দেখে তবেই সরাসরি সিদ্ধান্ত দেবেন। **বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালে হেলমেট পরা বাধ্যতামূলক**-এ বারের বিশ্ব টেস্ট ফাইনালে বাধ্যতামূলক হচ্ছে হেলমেটের ব্যবহার। আইসিসির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে পেসারদের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের সময় হেলমেট ব্যবহার করতেই হবে। শুধু তাই নয়, উইকেটকিপাররা উইকেটের সামনে কিপিং করার সময়ও হেলমেট পরতে হবে। তেমনই ক্লোজ ইন ফিল্ডারদের ক্ষেত্রেও হেলমেট বাধ্যতামূলক।

বেনজেমার রিয়াল ছাড়ার সিদ্ধান্ত ‘সবার কাছেই ছিল চমক’

আগের দিনও সাধারণ দিনগুলোর মতোই অনুশীলন করেছেন করিম বেনজেমা। কেউই ধারণা করতে পারেননি, রিয়াল মাদ্রিদের অনুশীলনে এটিই তার শেষ দিন। পরদিন তার ক্লাব ছাড়ার সিদ্ধান্ত তাই বড় বিস্ময় হয়ে আসে সবার কাছেই। তবে সেই সিদ্ধান্তের প্রতি সম্মানও আছে সবার। কোচ কার্লো আনচেলত্তি জানালেন, একদম শেষ মুহূর্তে নিজের ভবিষ্যৎ ঠিক করেছেন বেনজেমা।

মাদ্রিদ, ৫ জুনঃ আথলেতিক বিলবাওয়ের বিপক্ষে রবিবার রিয়াল মাদ্রিদের মরসুমের শেষ ম্যাচটি ছিল এই ক্লাবে বেনজেমারও শেষ ম্যাচ। বিদায়ী ম্যাচে তার পেনাল্টি থেকেই ১-১ গোলে ড্রয়ে ম্যাচ শেষ করে রিয়াল। তার সম্ভাব্য বিদায় ও সৌদি আরবের চোখধাঁধানো অঙ্কের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা ছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। তবে গত বৃহস্পতিবার তিনি সেই আলোচনা থামিয়ে দিয়েছিলেন মাদ্রিদেই থেকে যাবেন জানিয়ে। আরও এক মরসুম তিনি ক্লাবে থাকছেন বলেই তখন খবর প্রকাশিত হয়েছিল নানা সংবাদমাধ্যমে। কিন্তু দিন দুয়েক পরই বদলে গেল বাস্তবতা। বেনজেমার সেই সিদ্ধান্ত বড় ধাক্কা হয়ে আসে ক্লাবের সবার জন্যই। তবে ম্যাচ শেষে সংবাদ সম্মেলনে কোচ আনচেলত্তি বললেন, ৩৫ বছর বয়সী ফরোয়ার্ডের বাস্তবতা তারা উপলব্ধি করতে পারছেন। ‘‘তার বিদায়ের ঘোষণা সবার কাছেই চমক হয়ে এসেছে। তবে এটা সবাই বুঝতেও পারছে। একদম শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্ত এটি। গতকালকে সে সাধারণভাবেই ট্রেনিং করেছে এবং আজকে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আমরা তা মেনে নিয়েছি। আজকে সকালে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে এবং সে জানায় যে, চলে যেতে চায়। আমিও তা বুঝতে পেরেছি। সে এটা নিয়ে অনেক ভেবেছে এবং তার সিদ্ধান্তের পেছনে একটা কারণ ছিল ক্লাবের পরিবর্তনের পালাও, যেটা এখন চলছে এবং আগামী বছরও চলবে। আমাদের এখন ভাবতে হবে আমরা কী করতে পারি। আগামী বছরের জন্য ল।ড়িয়ে স্কোয়াড গড়তে হবে।’’ ২০০৯ সালে ২১ বছর বয়সে রিয়ালে যোগ দেওয়ার পর ব্যর্থতা ও সাফল্যের নানা মোড় পেরিয়ে বেনজেমা বিদায় নিচ্ছেন ক্লাবের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ট্রফি জয়ী ফুটবলার হিসেবে। স্পেন ও ইউরোপের সফলতম ক্লাবের হয়ে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ গোল ও সবচেয়ে বেশি গোলে সহায়তা করার রেকর্ড তার। এমন একজনকে কোচিং করাতে পেরে গর্বিত আনচেলত্তি। এই ক্লাবেও বেনজেমা সবসময় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে মনে করেন কোচ। ‘‘এই তৃপ্তি নিয়ে তাকে বিদায় জানাচ্ছি যে, বিশ্বের সেরা ফুটবলারদের একজন ও সর্বকালের সেরা স্ট্রাইকারদের একজনকে কোচিং করিয়েছি আমি। তার বিদায়ে আমাদের খুশি হওয়ার কারণ নেই। তবে তার সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাতে হবে। নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার সে অর্জন করেছে এবং ক্লাবের জন্য সে যা কিছু করেছে, সবকিছুর জন্য তাকে ধন্যবাদ জানাই। সে একজন কিংবদন্তি, অবিস্মরণীয় একজন এবং এই ক্লাবের স্মৃতিতে সে সবসময়ই রয়ে যাবে।’’

প্যারিসে আল হিলাল-কর্তারা শীঘ্রই মেসির সঙ্গে চুক্তি!

প্যারিস, ৫ জুনঃ অনেক আন্দাজ আর অনেক আলোচনা-এসবের ইতি টেনে পিএসজি শনিবারই ঘোষণা করেছে, লিওনেল মেসির সঙ্গে সম্পর্কটা আর এগোচ্ছে না। প্যারিসের ক্লাবটির সঙ্গে দুই বছরের সম্পর্কে যতি পড়ে যাচ্ছে এ মাসের শেষেই। পিএসজির ঘোষণার পরদিনই প্যারিসে হাজির সৌদি আরবের ক্লাব আল হিলালের শীর্ষ কর্তারা। সৌদি আরবের এই ক্লাবে মেসির নাম লেখানোর সম্ভাবনা নিয়েও ফুটবল-বিশ্বে চলছে নানা জল্পনাকল্পনা। মেসির সৌদি আরবের ফুটবলে যাওয়ার বিষয়ে খুব ভালোভাবে জানেন, এমন দুটি সূত্রের বরাত দিয়ে সংবাদসংস্থা এএফপি খবর দিয়েছে, আর্জেন্টাইন তারকার সঙ্গে চুক্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করে ফেলতেই প্যারিসে পা রেখেছেন আল হিলালের কর্মকর্তারা। সৌদি আরবে আল হিলালের কর্মকর্তারা দেখা করবেন মেসির বাবা ও এজেন্ট হোর্হে মেসির সঙ্গে। মাসখানেক আগে বার্তা সংস্থা এএফপিই খবর দিয়েছিল, আগামী মরসুমে সৌদি আরবের ফুটবলে খেলার জন্য চুক্তি সেরে ফেলেছেন মেসি। এবার তাদের অনুমান, এ সপ্তাহের মধ্যেই আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনার যবনিকাপাত হবে। আল হিলালের ঘনিষ্ঠ এক সূত্রকে এএফপি তাদের খবরে উদ্ধৃত করেছে এভাবে, ‘সৌদি আরবের আলোচক দল একটি লক্ষ্য নিয়েই প্যারিসে এসেছে-সৌদির প্রস্তাবে মেসির আনুষ্ঠানিক সম্মতি নিয়ে ফিরবেন তাঁরা।’ চুক্তি নিয়ে কাজ করা আরেক কর্মকর্তা বলেছেন, ‘‘আমরা চুক্তির শেষ পর্যায়ে আছি। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে মেসি তাঁর নতুন চুক্তিটিতে সই করবেন এবং আল হিলাল এটা সপ্তাহ শেষের আগেই ঘোষণা করবে।’’ ৩৫ বছর বয়সী মেসি বার্সেলোনা থেকে মুক্ত খেলোয়াড় হিসেবে প্যারিসের ক্লাব পিএসজিতে নাম লিখিয়েছিলেন ২০২১ সালে। দুই বছরে দুটি লিগ শিরোপা জিতলেও পিএসজির সবচেয়ে কাঙ্ক্ষিত চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতাতে পারেননি মেসি। এই মরসুমে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নিয়েছে কাতারের ধনকুবেরের মালিকানাধীন ক্লাবটি। সৌদি আরবের ফুটবল যে শুধু আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী দলের অধিনায়কের দিকেই হাত বাড়িয়েছে, তা নয় এর আগে পর্তুগালের অধিনায়ক এবং রিয়াল মাদ্রিদ, জুভেন্তাস ও ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের প্রাক্তন ফরোয়ার্ড রোনাল্ডোকে দলে টেনেছে সৌদি আরবের ক্লাব আল নাসরে। এখনো চূড়ান্ত ঘোষণা না এলেও খবর আছে, করিম বেনজেমা যোগ দিচ্ছেন সৌদি আরবের ক্লাব আল ইত্তিহাদে। ফ্রান্সের স্ট্রাইকারের সান্তিয়াগো বার্নাব্যু ছাড়ার বিষয়ে এরই মধ্যে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দিয়েছে তাঁর ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদ। এই দুজন ছাড়াও সৌদি আরবের ক্লাবগুলোর চোখ আছে রিয়ালের লুকা মদরিচ, বার্সেলোনা থেকে বিদায় নেওয়া সের্হিও বুসকেতস ও জর্দি আলবা এবং পিএসজিতে প্রাক্তন হয়ে যাওয়া সের্হিও রামোসের দিকে। শোনা যাচ্ছে, এঁরা সবাই এ বছরেই সৌদি আরবের ফুটবলে নাম লেখাতে পারেন।

৭ বছর পর লাল-হলুদে ফিরছেন খাবরা, মৌখিক সম্মতি মন্দারের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৫ জুনঃ বিদেশি ফুটবলারদের কার্যত ফাইনাল করে নেওয়ার পর দেশীয় ফুটবলারদের নেওয়ার কাজে জোর বাড়িয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ক্লেটন সিলভার সঙ্গে আগেই চুক্তি করেছিল ক্লাব। সিভেরিও, বোরহা, ক্রেসপোদের সঙ্গেও চুক্তি প্রায় পাকা করে ফেলেছে ইস্টবেঙ্গল। দেশীয় ফুটবলারদের মধ্যে নন্দ কুমার লাল-হলুদের পথে। গত বছর ওড়িশার জার্সিতে বেশ ভালো পারফর্ম করেন নন্দ কুমার। এ দিকে কয়েকদিন আগেই ১১ জন ফুটবলারকে ছেড়ে দেওয়ার কথা সরকারি ভাবে ঘোষণা করে ইস্টবেঙ্গল। অমরজিৎ সিং, হিমাংশু জ্যাংরা, হাওকিপদের ছেড়ে দেয় লাল-হলুদ। স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইনের কোচিংয়ে সে ভাবে খেলার সুযোগও পাননি অমরজিৎ। ভালো দল গড়তে চুপিসারেই দলগঠনের কাজ করছে ইস্টবেঙ্গল। কুয়াদ্রাতের পাঠানো লিস্ট মেনেই টিম তৈরি হচ্ছে। গত সপ্তাহে দল গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে ইনভেস্টর কর্তাদের সঙ্গে আলোচনাতেও বসেন ক্লাব কর্তারা। ইস্টবেঙ্গলে ফিরতে চলেছেন হরমনজ্যোৎ সিং খাবরা। ৭ বছর বাদে লাল-হলুদে ফিরতে চলেছেন পঞ্জাব তনয়। কেরিয়ারের শুরুতে ইস্টবেঙ্গলে সাত বছর খেলেছিলেন। মাঝে চেন্নাইয়িন এফসি, বেঙ্গালুরু এফসি, কেরালা ব্লাস্টার্সে খেলেন তিনি। ৩৫ বছরের ফুটবলার এ বার ইস্টবেঙ্গলের পথে। ইতিমধ্যেই খাবরার কাছে চুক্তিপত্র পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ দিকে নিশু কুমার আর মন্দার রাও দেশাইয়ের কাছেও চুক্তিপত্র পাঠিয়েছে ইস্টবেঙ্গল। দুই ফুটবলারই মৌখিক সম্মতি জানিয়েছেন। লেফট ব্যাকে একজন অভিজ্ঞ ফুটবলারকে চেয়েছেন কুয়াদ্রাত। জেরিকে ছেড়ে দিয়েছে ক্লাব। নিশু বা মন্দার সই করলে সেই সমস্যা মিটতে পারে। গোলকিপার পজিশনে মহম্মদ নাওয়াজ আর প্রভসুখন গিলকে নেওয়ার চেষ্টা রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। রহিম আলির আশা এখনও ছাড়েনি লাল-হলুদ। তবে বিশাল অঙ্কের ট্রান্সফার ফি দিয়ে নিতে হবে রহিম আলিকে। ইনভেস্টর-ক্লাব আলোচনার মাধ্যমে বঙ্গতনয়কে নেওয়ার জন্য আরও একবার অল আউট ঝাঁপাতে চাইছে।

বর্ণময় কেরিয়ারের ইতি টেনে ইব্রাহিমোভিচ বললেন, ‘আমার মতো কেউ নেই’

সবাইকেই একটা সময় থামতে হয়। জ্লাতান ইব্রাহিমোভিচ তবু ছিলেন এক বিস্ময়। বয়স ৪১ পূর্ণ হয়েছে বেশ আগেই। অথচ দিন কয়েক আগেই বলেছিলেন, ‘এখনই অবসর নয়।’ তবে দ্রুতই বদলে গেল তার ভাবনা। অনেকটা হুট করেই পথচলা থামানোর ঘোষণা দিলেন সুইডিশ তারকা। বিদায় বেলায়ও অবশ্য আপন চরিত্রে ভাস্বর হয়ে বললেন, ‘জ্লাতান একজনই।’

মিলান, ৫ জুনঃ এসি মিলানের সঙ্গে তার চুক্তি শেষ এই মরসুম দিয়েই। চোট জর্জর মরসুম শেষে সেই মেয়াদ আর বাড়ছে না। ইব্রাহিমোভিচ খুঁজছিলেন নতুন ঠিকানা। শেষ পর্যন্ত সেই অভিযানে ক্ষান্তি দিলেন ৪১ বছর বয়সী স্ট্রাইকার। মরসুমে মিলানের শেষ ম্যাচ দিয়ে রবিবার ইতি টানলেন ২৪ বছরের পেশাদার কেরিয়ারের। সমাপ্তি হলো সাফল্য আর বিতর্কে ভরপুর বর্ণাঢ্য এক অধ্যায়ের। ১৯৯৯ সালে স্বদেশি ক্লাব মালমে এফএফ দিয়ে তার পথচলা শুরু। এরপর আয়াক্স হয়ে খেলেছেন জুভেন্তাস, ইন্টার মিলান, বার্সেলোনা, এসি মিলান, পিএসজি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, এলএ গ্যালাক্সিতে। ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে দ্বিতীয় দফায় মিলানে ফেরেন তিনি ৬ মাসের চুক্তিতে। সেই অধ্যায়কে দীর্ঘায়িত করে শেষ পর্যন্ত থামলেন তিনি এখানেই। গত মরসুমে মিলানের লিগ শিরোপা জয়ে অবদান রাখেন তিনি। এবার চোটের কাছে পর্যদুস্ত হয়ে মাঠে থাকতে পারেননি নিয়মিত। বিদায় বেলায় সান সিরোর দর্শকদের ভালোবাসায় অবশ্য সিক্ত হলেন তিনি। এল্লাস বেরোনার বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে গ্যালারিতে দর্শকরা মেলে ধরে বিশাল ‘টিফো’, যেখানে ফুটে ওঠে ‘গুডবাই’। সিদ্ধান্তটি যে আচমকাই ছিল, তা জানালেন তিনি বিদায়ী ম্যাচ শেষে, ‘‘এমনকি আমার পরিবারও এটি জানত না কারণ আমি চেয়েছিলাম, যখন অবসরের ঘোষণা দেব, সবাই একসঙ্গেই তা জানতে পারবে।’’ ম্যাচ শেষে বিদায়ী আয়োজন ছিল ইব্রাহিমোভিচের জন্য। সতীর্থ ও স্টাফরা তাকে ‘গার্ড অব অনার’ দেয়। এসময় আবেগ স্পর্শ করে ইব্রাহিমোভিচকেও। তার চোখে দেখা যায় জল। মিলানের সমর্থকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘ফুটবলকে বিদায় বলছি, তবে

আপনাদেরকে নয়। প্রথমবার যখন এখানে এসেছিলাম, তখন আপনারা আমাকে খুশি করেছিলেন। দ্বিতীয় দফায় আপনারা আমাকে উপহার দিয়েছেন ভালোবাসা।’’ সুদীর্ঘ পেশাদার কেরিয়ারে ৯৮৮ ম্যাচে ৫৭৩ গোল করেছেন তিনি। ট্রফি জিতেছেন ৩২টি। তবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জয়ের স্বাদ পাননি কখনও। সেই ১৯৯৯ সাল থেকে শুরু করে প্রতি বছরই অন্তত একটি করে গোল করেছেন। লিগ ম্যাচে গোল করেছেন ভিন্ন চারটি দশকে। ৯০ মিনিটের প্রতি মিনিটেই গোল করার কৃতিত্ব আছে তার। ৬২ গোল করে তিনি সুইডেনের ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলস্কোরার। ২০১৬ ইউরোর পর জাতীয় দলকে বিদায় বলেছিলেন তিনি। তবে ফিরে আসেন ২০২১ সালে। দলকে বিশ্বকাপ বাছাইয়ের বৈতিরণী অবশ্য পার করাতে পারেননি। তবে গোল, ট্রফি, নানা অর্জন আর আক্ষেপ, সব কিছু ছাপিয়ে ইব্রাহিমোভিচ এক বর্ণময় চরিত্র। সীমাবদ্ধতার থাকলেও নিজেকে বিশ্বের সেরাদের একজন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তা জানান দিতে পিছপা হননি কখনোই। নিজেকে তিনি সবসময়ই সেরা মেনেছেন এবং নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করেছেন অকপটে। নানা সময়ে নিজেই নিজেকে বলেছেন ‘সুপারম্যান’। বিতর্কিত সব ঘটনায় জড়ানো, প্রতিপক্ষ ও অন্য তারকা ফুটবলারদের নিয়ে চাঁছাছোলা মন্তব্য ছিল কেরিয়ারজুড়ে তার সঙ্গী। চোটের সঙ্গে লড়াইও কম করতে হয়নি। সব মিলিয়ে আলোচনা-সমালোচনার কেন্দ্রে ছিল তিনি প্রায় সবসময়ই। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ছিল অম্লমধুর। বিদায়ী সংবাদ সম্মেলনে যেমন সেটির প্রকাশ ঘটালেন। ‘‘সংবাদকর্মীদের আমি ধন্যবাদ জানাই আপনাদের ধৈর্যের জন্য। এখন আমি নেই, আপনাদের কাজ অনেক কমে গেল আগামীকাল থেকে এই ফুটবলের জগৎ থেকে আমি মুক্ত।’’ খেলোয়াড়ি জীবন শেষে কী করবেন, তা এখনও ঠিক করেননি বলে জানালেন তিনি। ‘‘দীর্ঘ এক কেরিয়ার ছিল এটি...সত্যিই দীর্ঘ। যারা আমাকে শক্তি জুগিয়েছে, চালিয়ে যাওয়ার তাড়না ও প্রেরণা জুগিয়েছে, সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এই মুহূর্তে আপাতত কিছুটা সময় নিতে চাই এবং কেরিয়ারে ফিরে তাকিয়ে উপভোগ করতে চাই। তাড়াহুড়ো করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কিছু নেই, এখন অনেক বেশি আবেগ খেলা করছে। এই গ্রীষ্মে ছুটি কাটাতে চাই, ফিরে তাকাতে চাই এবং এরপর দেখা যাবে।’’ ইব্রাহিমোভিচের জায়গা পূরণ করতে পারে কে, এই প্রশ্নে বেরিয়ে এলো তার চেনা সেই সহজাত চরিত্র। ‘‘অসম্ভব আমার মতো কেউ নেই। জ্লাতান কেবল একজনই। আমি যখন ছোট ছিলাম, আমাকে তুলনা করা হতো মার্কো ফন বাস্তেনের (নেদারল্যান্ডসের প্রাক্তন স্ট্রাইকার) সঙ্গে। তবে সে তার মতো, আমি আমার মতো। মিল থাকতে পারে কারও সঙ্গে কারও, তবে তুলনা করা ঠিক নয়। আমার মতো এমন অহম নিয়ে আরেক জ্লাতান পাওয়া যাবে কি না, সন্দেহ আছে।’’

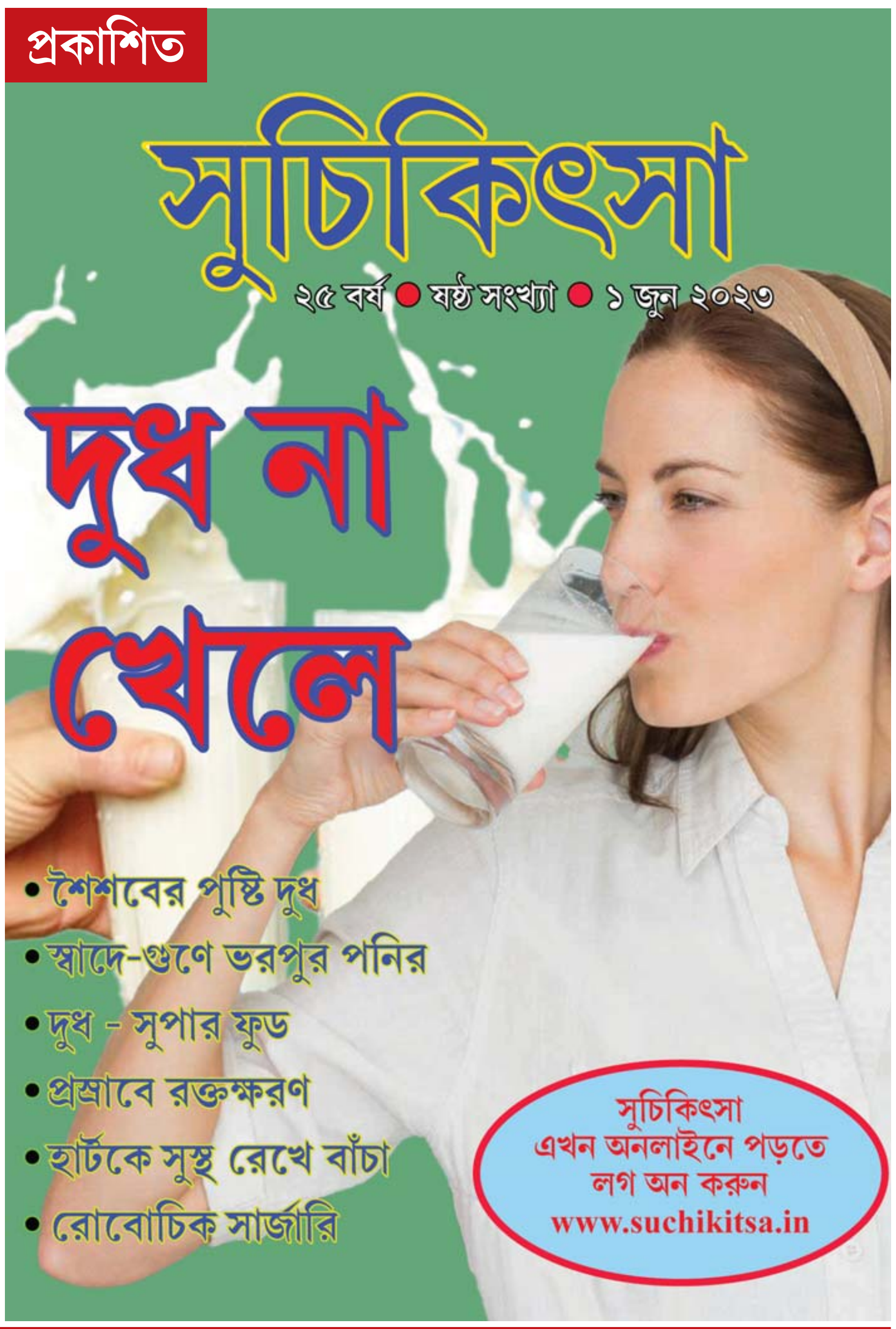

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্ল্যাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501